

LAXMI BOOK BINDING
DYE PRINTING WORKS
8, Kambulirola Lane
CALCUTTA-5.

আদশ-বন্ধু

(নাটক ।)

স্টার থিয়েটারে অভিনীত ।

(১৬ই বৈশাখ, সম ১৩০৭ সাল ।)

কলিকাতা, ৭৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত

ও

প্রকাশিত ।



৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইন্ডেন প্রেসে,
ইউ, সি, বই এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩০৭।

মূল্য ১০ আনা ।

দে, মল্লিক কোম্পানীর



আসল ব্রেজিল পাথরের চশমা।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা ইহাতে আমরা সকল রকম চশমা আমদানি করিয়া থাকি। আমাদের পাথরের চশমা অত্যন্ত সুলভ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া, কলিকাতার ও মকঃস্বলের প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ ইহা ব্যবহার করিতে সর্বদা উপদেশ দিয়া থাকেন। চক্ষু বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত চশমা নির্বাচন করিয়া দেওয়া হয়। যদি কোন কারণে চশমা মনোমত না হয়, তবে বদলাইয়া দিয়া থাকি। চশমা সম্বন্ধীয় সকল রকম অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুলভ মূল্যে ইহা পাঠ্য। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৯৭-৫২৫
২৯/১২/২০০৬

দে, মল্লিক এণ্ড কোং

২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

উৎসর্গ-পত্র ।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

মহানুভব ।

রাজন্ !

বঙ্গ-ভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি আপনার
কতদূর অকৃত্রিম অনুরাগ—তাহার উজ্জল
প্রমাণ “সাহিত্য-পরিষদ” ও “সাহিত্য-সভার”
প্রতিষ্ঠায় দেদীপ্যমান । এই কারণে আমার
এই নূতন নাটকখানি, আপনার মহনীয় নাম-
সংযোগে অলঙ্কৃত করিতে সাহসী হইলাম ।

আপনি নবীন বয়স হইতে, স্বদেশের হিত-
সাধন ও দরিদ্র, অনাথ এবং বিধবাদের দুঃখ-
বিমোচনে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, স্বাস্থ্য-
সম্পদে সুখী থাকিয়া ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া,
সেই পুণ্যপ্রদ ব্রত-পালনে দীক্ষিত থাকুন,
পরমেশ্বরের নিকট এইমাত্র প্রার্থনা । ইতি ।

১৩০৭ সাল, ২৭শে বৈশাখ ।

“ষ্টার.থিয়েটার”,
কলিকাতা ।

অনুগত

শ্রীঅমৃতলাল বসু ।



আদর্শ-বন্ধু ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

মন্দাবতীর চক ।

(নাগরিকাগণ)

(গীত)

মধু যামিনী জাগো—জাগো ব্রজবালা ।

আজি দোলে দোলে, হোরি খেলে নকলালা ॥

যারে কুঙ্কম পিচকারী, শ্রামলিয়া গিরিধারী,

লাল পিরারী অজভালা কাগে উজালা ॥

লাল সুপন-তনয়াতট, লাল কদম্ব বট ;—

লাল গোপী-কটি-শোহন বট, লাল তরু কালা-খট নট ;—

লাল কেশ লট পট ছোটো যুবতী-মালা ॥

[নাগরিকাগণের প্রস্থান]

(ভট্টজয়ের প্রবেশ)

শোহন । তোমাদের মন্দাবতীতে তো হোরির ধূম খুব বেশী দেখতে পাই ।

দোকান । আইয়ে ভট্টজী মহারাজ, দো এক পুরুষা তনি সরবৎ তো পি লিজিয়ে,—সরবতে আনার, আছুর কি সরবৎ, ফলসা কি সরবৎ, সরবতে বনকসা—

লছমী । চলো ভাইজী, খোড়া সরবৎ তো পিও ।

শোহন । আরে সরবৎওয়ালে, তোম্ কোন জাত হো ?

দোকান । কুহ ডর নেই, পি লিজিয়ে, ময়্ গন্ধি হুঁ, আইয়ে বৈঠ ঘাইয়ে ।

(জনৈক জহরীর প্রবেশ)

জহরী । আরে গন্ধি ভাই এক পুরুষা বনকসা, আউর পুদিনা মিলারকে দেও, তনি গোলাপতি দে দেও, আজ বড়া গরম চড়া ।

দোকান । আইয়ে কহিয়ে শেঠজী, হোরিকা দিনমে বিচা কিনা ক্যারসা ভয়া ?

জহরী । আউর বিচা কিনা ! যো দেশমে রাজা নেহি, হুঁয়া জহরীকো, আউর বড়া বড়া কারিগরকো অন্ন কোঁহা ?

শোহন । দেশে রাজা নাই এ কি রকম কথা ? তবে তোমাদের শাসন পালন চলে কি রকম ?

লছমী । তুমি কি জাননা প্রায় বাট সমস্ত বৎসরের উপর আমাদের কছ দেশে রাজা নাই ; শেষ রাজা ধানুকী সিংহ অপুত্রক ছিলেন, তিনি যুতুকালে রাজ্যের সমস্ত বিশিষ্টলোককে শাস্তা পার্শে ডাকিয়ে বলে গিয়েছিলেন, “দেখ—পোয়াগুজ দার আবার কশ ও সাকারক কসা চিরদিনই অনিচ্ছা ; তোমরা প্রজাবর্ষ আবার

সন্তান, আমি এই রাজ্য আমার সন্তানকে দান করে গেলেম । তোমরাই আমার প্রকৃত উত্তরাধিকারী, সকলে মিলে তোমাদের মধ্য হ'তে একাধিক বঙ্গীজন সচরিত্র সুবিদ্বান্ শাস্ত্রজ্ঞ সম্বংশজ নাগরিককে সাধারণের অভিমতে সর্দাররূপে মনোনীত করবে ।

শোহন । বাঃ এতো মন্য নয়, মহারাজু ধানুকী সিংহ এ-বুদ্ধি পেলেন কোথা থেকে ?

লহমী । তাঁর বুদ্ধির বথেষ্ট প্রশংসা করতে হয় বটে, কিন্তু কচ্ছরাজ্যে এ প্রশংসা একেবারে- নূতন নয় । পূর্বে রাজতন্ত্র বর্তমানের রাজ্য সকলের সম্মান ভোগী হ'য়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতেন বটে, কিন্তু ছুই শতাধিক উচ্চবংশজ ঠাকুরগণই রাজ্যের বিধি-বিধানাদি সমস্ত কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিতেন; তবে মহারাজ ধানুকী সিংহ সেই প্রশংসা অধিক প্রসারিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন ; কেবল মৌলিক ঠাকুরগণই নয়, বোঙ্গা হ'লেই সকল প্রকারই সাধারণের মত লইয়া তাঁ'রাতে আসন লাভ করবার অধিকার হয়েছে ।

শোহন । তাঁ'রাতে কি ?

লহমী । আগেকার ঠাকুর-সকলকে জাদিরাংও বলতো, ভাইরাংও বলতো ; এই তাঁ'রাতে প্রতিবৎসর একজন করে প্রধান নিৰ্ব্বাচিত হয় । অধিকাংশ সর্দার যার পক্ষে মত দেয় তিনিই প্রধান হ'ন । এই হোরি-পূর্ণিমার সেই নিৰ্ব্বাচন হয় ; তাই আজ এখানে স্বস্ত্র দেশের চেয়ে হোরির গুম বেগী দেখুই ।

শোহন । বটে, তাই এত উৎসাহ !

লহমী । উৎসাহ হবে না ! প্রতি প্রকারই মতন আছে উপযুক্ত হলে তার, না হয় তার সন্তান সন্ততির একদিন না এক দিন রাজ্যকার্য্যে কনতা হবে ।

(চট্টসাইয়ের প্রবেশ)

চট্ট। হবে হবে—রাজা হবে। বাবা তোমরা দুজনে কে বাপ ? যেন এক বোঁটাতে ছটা বেগুন ; এলেবাস পোষাক, মাথার টোপের, ঠিক এক করেছ ; ভট্ট বুদ্ধি ? তবে খট্কা রেখনা বাপ ; বাছধন মোর, শিয়ালু কি কখনও বাঘ হয় ? মনিষি কি দেবতা হয় ? রাজা বলেতো একটা মানুষ ভগবান পরদা করেন না ; যার হাতে জোর, সেই মণ ভোর ; বাপরে আমার, ক্ষমতাটা পেলেই অমনি ভারী হয়ে উঠতে হয়। এই দেখ না বাপ-মাকে ভুলিয়ে পালালেম, একটা মেরেমানুষের কাছেও কয়েদ হলেম না, গাছপালাকে আপনার করে নিয়ে সংসার করলেম ; যতদিন লুকিয়ে ছিলেম—ছিলেম ভাল, তারপর চট্টট্ট পরে চিম্টে হাতে নিয়ে যেই দুদিনের তরে সহরে এলেম, অমনি দেশ শুদ্ধ মিলে আমার মাটি করবার চেষ্টা করেছিল।

লছমী। সেকি সাঁইজী তুমি কোমার সন্ন্যাসী, তোমায় মাটি করে কে ?

চট্ট। আর মাটি করে কে ? মাটি করে মাটি। এই মাটির দোষেরে বাপ মাটির দোষ। কারুর কি এতে রক্ষা আছে, যেমন ছুঁয়েছ মাটি—অমনি হয়েছ মাটি ! দেখনা, তুই নারাগে,—অমন গোলোকের মজা ছেড়ে দীনবন্ধু হতে মাটির মানুষ হয়ে মাটিতে এলি, আর অমনি সে বৃকভানুর স্কন্দর মেয়ে-টাকে দেখে মাটি হয়ে গেলি ; দূর দূর, এই মাটিই খারাপ—এই মাটিই খারাপ ! এতে রাম মাটি, কৃষ্ণ মাটি, বে আসে সে মাটি, সব মাটি।

দোকান। সববৎ পিওগে সাঁইজী ?

চট্ট। কে তোর সরবৎ খায়, মাটি গোলা—মাটি গোলা ;
 মাছুষের পেটে মাছুষ হয়, ছাগলের পেটে ছাগল হয় ; তোয়
 বনকুসাই বল, আর আনারই বল, আনানাস ফল্গা যা'ই হোক
 সবতো মাটির পেটে হয়েছে ; মাটি নয়তো কি ? ওমা দেখনা
 কাপড় চোপড় ছেড়ে চট পরলেম, কোথায়, লোকে আমায় খেনা
 করবে, না এ আসছেন পাদোদক জল নিতে, উনি আসছেন
 চরণে ফুল দিতে, ইনি এলেন মুখে ক্ষীর দিতে ; রঘুয়া বলে ঔষধ
 দাও, স্ত্রভদ্রা বলে ছেলে দাও, ভজুয়া বলে টাকা দাও, মুল্লানাল
 সভাকরে আমার বলে ধর্ম্মের বস্ত্রিমে দাও ; এ এসে বাঞ্জন
 বাজায়, ও এসে ফুলের মালা দেয় ; আবার কারু কারুর কাছে
 শুনতে পাই, আমি “বুদ্ধদেব”—আবার জন্মেছি। আর মাগীদের
 তো কথাই নেই, পান চিবুতে চিবুতে ভক্তিভাবে নয়ন ঠেরে
 “বাবা” বলে আমার প্রেমের ফাঁদে ফেলতে চায়। দূর দূর, মাটি
 না ছাড়লে মাটি যায় না।

শোহন। তা সঁইজী কেন বনে যাওনা।

চট্ট। বাবতো মনে করি, কিন্তু মনের কোণে মাটির বা
 লেগেছে। পণ্ডিত মথুরাদাস আমার স্তোত্র লিখেছেন। জগমল
 ভাস্কর আমার মূর্ত্তি গড়ে বেচেছে ! আর রোজ রেতে মেয়ে মাছুষ
 পা টিপ্তে আসে। সংসার ছেড়ে পালিয়ে ছিলেম, কিন্তু মাটি
 ছেড়ে পালাতে পাচ্ছি নে ; তাই বলছিলেম তোদের মাটির রাজ্য,
 এতে কোন উপায় নেই ; নামে কি এসে যায়, তোদের রাজ্য
 ছেলেই রাজা হোক, আর কেলুয়া ভুলুয়াই সর্দারী করুক, বার
 হাতে দাও, সেই বণ্ডামীর পাও ; সেই কোলের দিকে টান—
 কাকালের মৃত্যুবাণ। মধুমল্লানী ধারে মুড়ি দেয়নি, —তার চান্দ

কেটে দে। “জোর যার, মুহুর্ত তার”, ছনিয়ার এই আচার ;—
সব ছুয়ো—সব মাটি ।

(গীত)

ওরে ওরে দেহখান দর্পণে দেখে বয়ান,

ছল করে বলরে মন আমি বড় রূপবান,

কিন্তু সব মাটি—সব মাটি !

মাটিতে কোটে ঘাস, গরু এসে করে গ্রাস,

তাতেই সে জীবন ধরে, মাটি ছুখ হয়ে বরে,

বাবু ভাই রাজা মশাই খায় আদরে ;—

আরে সেও মাটি—সেও মাটি !!

রাজা বসে দমকে, শিরে হীরে ঝমকে,

সে ময়লা কাটা কয়লাখানা,

গোড়া মাটির বাবুয়ানা ;—

খালি চক্ চকানে বক্ বকানে মাটি !!

ওরে বার চোখটা দেখে হয়ে মাভাল,

ভাবছিস বসে আকাশ পাতাল,

করছিস মনে হলি-মাটি ;

সেই কাল কেশ—এলো বেশ,

ঢল্ ঢলাঢল্ মুখটা সরেস ;—

ওরে চটুসাঁই কর আর কিছু নয় ;

সেও মাটি—সেও মাটি !!

[গ্রহান ।

জরী । পাগল! কোন্ কোলে—মিটি মিটি । আরে বর তক

জিনগি, তব্ তব্ সম্বো আপনা ভালাই ; বোলতে হো হীরা কো
কয়লা ! কয়লাকা দাম মে কভি হীরা মিলতা হ্যায় ?

শোহন । জান্তা হুঁ ভাই সব, আদমীকা তন আউর কুছ
নেহি—শ্রেফ মিট্র মিট্র ! লেকেন এক হাঁসিয়া আঁখি সুরতি বদন
দেখ্কে কোন চুপ রহ সকে !

লছমী । জহরী মশাই যা বলছেন ঠিক ; আর চটুসাঁই যা বল-
ছিলেন যে ক্ষমতা পেলে সামান্তলোকও রাজার মেজাজ ধারণ
করে, তা নিতান্ত মিথ্যা নয় ; এই আমরাইত মত দিয়ে একজনকে
ভা'য়াতে পাঠাই, তারপর সেই আবার আমাদের চিন্তে পারে না ।

জহরী । আমার পরদাদার কাছে শুনেছি, যে আগে কেত
জহরৎ—কেত বেনারসী শাড়ী—কেত তসবীর কেত পুঁতলি এই
মন্দাবতীরাজ্যে বিক্রী হতো ; রাজা আপনি নিতেন, তাই দেখে
বড় বড় সর্দারেরা, এমন কি ছোট ছোট রায়ৎরা খোড়া দাঁড়ে
কিনে নিত । কিন্তু ভা'য়াতের রাজ্য হ'য়ে সব কমিনা কত্তা
হয়েছে, তাদের কাছে আর আমরা সওদা বিচবো কি ?

লছমী । তা সত্য, রাজা উৎসাহ না দিলে কলা কবিতাদি
আদর হয় না ; এখন চল ।

(ফুলওয়াল বালকগণের প্রবেশ)

(গীত)

দোলের দিনে ফুলের মালা গলার দোলানা ।

ছলিয়ে মালা জুয়ানবালার মনটা ভোলানা ।

আমার মন মাতান জাঁতি ফুলের হার,

মাঝে মাঝে থাকে থাকে রমণের বাহার ;

আপনি সেজে সাজিয়ে তারে, (আররে আর) শেখে ঝোলানা ।

দেখ্ দেখ্ টাটকা ফুল আটকা স্বতোয়, কালকের ভোলানা ॥

শোহন । ইয়ার আও বাচ্চে, দেখে তেরা হার ; জোড়ি কেতা লেওগে ?

১ম বালক । ভট্টকে পাশ দাম নেহি লেতে, এই লেও—পহিন লিজিয়ে, আশীষ দিজিয়ে—

বালকগণ । দাম নেহি লেতে, আশীষ দিজিয়ে, মেরা মালা লেও, মেরা মালা লেও । (মালাদ্বারা ভট্টদ্বয়কে সজ্জিতকরণ)

ভট্টদ্বয় । জীতা রও বাচ্চে, জীতা রও, কিম্বদন্তী মঙ্গল করে ।

[বালকগণের প্রস্থান ।

শোহন । আহা, ওই মালীর ছেলেগুলিতো বড় শাস্ত, ভক্তি শ্রদ্ধা আছে ।

লছমী । ভাইজী ভারতবর্ষে ভট্টের সম্মান এখনও মলিন হয় নাই ।

(তিনজন সর্দারের প্রবেশ)

১ম সর্দার । আপনি বুঝছেন না, মতিচাঁদকেই প্রধান করা উচিত ।

২য় সর্দার । কেন কেন—আমি শুনতে চাই কেন ? আমি যদি শোহনলালের দিকে মত দিই ?

১ম সর্দার । শোহনলাল কে ? তুমি কি দণ্ডারের কথা মানবে না ?

২য় সর্দার । কেন, দণ্ডারের কথা মানবো কেন ? আমি কিছু খারি তার—না হয় দেব—সময় হলেই দেব ।

১ম সর্দার । সময় হলেই দেবে কি ? তিনি স্পষ্ট বলেছেন—
“যে আমার দেনা রাখে আজই দি’ক—নয় মতিচাঁদকে প্রধান
করুক ; যে না একথা শুনবে, দেনার দায়ে সে আমার
গোলাম হবে ।”

৩য় সর্দার । তা অনেক সর্দার কীক্রে কর্তব্যে দণ্ডারের
গোলাম হয়েই আছে । মতিচাঁদ প্রধান হবেই হবে ।

[সর্দারগণের প্রস্থান ।

শোহন । ও ভাইজী, তোমাদের প্রজাতন্ত্রভাে বুঝি ; সেই
গোলমাল, সেই বলের প্রভুত্ব, ধনের আধিপত্য । চট্‌সাঁই যা
বলে গেল মিথ্যা নয় । ঐ শোহন, কোথায় আবার হোরির
গান হচ্ছে, চল দেখিগে । একে নবীন বসন্ত—তায় দোললীলা,
জন সাধারণের আমোদ হবে না কেন ; বৃন্দাবনের কবি বর্ণিত
ছবি যেন আজ চখে আসছে !

(গীত)

সাজিয়া স্ত্রীমল বেশে, ফুলপরে হেসে হেসে

জাগিয়ে ধরা করে চলয়ল ।

মধুময় বৃন্দাবন, আনন্দেতে নিমগন

মধুমাসে মধুরসে ভাসিল সকল ॥

নাশিয়ে নিশির মসী, আকাশে বসিল শশী

চাঁদির চাঁদনী ঢেলে ভুবন ভুলায় ।

মৃহল পবন বায়, হলে হলে বয়ে যায়

ব্রজের হলালী মন মদনে ছুলায় ॥

তরুণ তমাল তলে, নীপমূলে দলে দলে

সেবা-কুঞ্জে গোপীপঞ্জে প্রমোদেতে ধায় ।

হাতে আবীরের থালা, প্রেমিকা গোপের বালা
 আকুলিতা পুলকিতা দেখে শ্রামরায় ॥
 নাচে গোপী বনমাঝে, কাঁকালে মেথলা বাজে
 শ্রাম সনে নাচে রাধা শুনে প্রেমগান ।
 নাচিতে ফেলিতে পদ, ছুটে উঠে কোকনদ
 ফুলমদে হৃদিহৃদে বহিছে তুফান ॥
 কেহ লয়ে পিচকারী, শ্রামে করে টিটকারী
 (বলে) কোথা দেব কাহ্ন কাগ তব কাল অঙ্গে ।
 আয়, আয় সরে আলি, চাঁপায় লাগিবে কালি
 কাজ নাই ওলো রাই থেকে কাল সন্ধে ॥
 রাই বলে ছিছি ছিছি, শুকি কথা বল সখি
 শ্রামের স্রবমা যত ধলাতে কি আছে ।
 কাল গায় ফাগ ঘটা, জলদে বিজলী ছটা
 যদি ধলা চাঁস বালা যা চাঁদের পাছে ॥
 উঠিল হাসির রঙ্গ, বাধ হাঁদ হলো ভঙ্গ
 প্রেমের তরঙ্গে আজ মাথামাখি খেলা ।
 সরমে ভরমে ঢিল, লাজের ছ্যারে খিল
 কোলাকুলি ধোলাখুলি আবীরের মেলা ॥

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

নগরপ্রান্ত ।

পাহাড় সিংহ ও কতিপয় সৈন্ত ।

সৈন্তগণ । জয় দণ্ডার সিংহের জয়, সেনাপতির জয় ।

পাহাড় । আস্তে আস্তে, এখনও সময় হয়নি, এখন অত বাড়াবাড়ি করে কাজনেই,—দণ্ডার সিংহের জয় ঘোষণার দিন শীঘ্রই আসবে;—তখন যত সাধ থাকে, যত উৎসাহে পার তাঁর জয়গান করো ।

১ম সৈন্ত । দিন আসবে কি—এসেছে; আমরা ঘোয়ান, যুদ্ধই জানি সেনাপতিকেই চিনি ।

২য় সৈন্ত । তা বৈকি ! সর্দারেরা আমাদের জন্তে কি করেছেন ? যুদ্ধ বাধলে যে আমরা যুদ্ধের রক্ত দিতে—প্রাণ দিতে যাই, তাকি তাঁরা মনে রাখেন ? একটু আমোদ করে ক্ষুতি করে বেড়ান দূরে থাক, আমরা পেটভরে খেতেই পাইনে ।

৩য় সৈন্ত । হুঁ, পেটভরে খাবে ? আসি বা পাই তাতে আমার মাসে পোনের দিনও কুলায় না ; তা তোরা দিবি না দিবি—ঘোড়ানের যা কাজ লুটেপুটে খাই, তাই করতে দে । তা' নয়,—সব ধর্মের রাজ্য কচ্ছেন । আসি একদিন একটা চামারের খাসি কেড়ে নে গে যেয়ে খেয়ে ছিলাম, তা ঐ সর্দার দিনকর কিনা আমায় তিন দিন কয়েদ করবার হুকুম দিলে, আর খাসীর দাম বলে আমার মাইনে থেকে কেটে আটদাম সেই পাজী চামার বেটাকে দিলে ।

১ম সৈন্ত । হ্যাঁ, ঐ দিনকর বেটা ধর্মের ঢেঁকি । আসি

একবার একটা দোকানদারের কাছ থেকে একটা সাঁজা টুপী নে হাস্তে হাস্তে মাথায় দিয়ে চলে গিয়েছিলেম, তার পর ভাং থেয়ে কোথায় পড়ে যায়, আজও খুঁজে পাইনি ; তা এই জন্তে কিনা সাঁজা দিয়ে আমার অপমান করলে ।

৩য় সৈন্ত । যা ক্লোক বাবা, আমাদের দস্তার সিংজীর জয়-জয়কার হোক, তাঁর চাঁদীতে এবছরের হোরীটে মজায় কাটবে ; আমি তো একঘড়া ভাং আর ছোটো থাসী একলা খাব । কি বলবো হাতিয়ার সব কেড়ে রেখেছে, নৈলে আজ সকলে ভাং আর থাসী খেয়ে এই কাণ্ডয়ার রাতে বাজারকে বাজার লুটে ফেলতেম ; জঙ্গী ঘোয়ানের হাতে হাতিয়ার নেই—লুট করবার এজারই নেই, ছোঃ ছোঃ ছোঃ ! কি অশ্রায়—কি অরাজক !

পাহাড় । ঐ যা বলে অরাজক, আসল কথা—অরাজক ; দেশে রাজা না থাকলে কি জঙ্গী ঘোয়ানের কদর হয় ? সামান্য লোক সব রাজ্যের ক্ষমতা পায়, তাদের ছাত্তী কত ? যে আমাদের খেলাত দেবে, বক্সিস্ দেবে, লুট তরাজ করবার হুকুম দেবে ? রাজা চাই—রাজা চাই ।

২য় সৈন্য । কিন্তু—কিন্তু একটা কথাতো মাস্তে হবে ? আমাদের রাজা ধানকী সিংহ তো এই মনাবতী সব প্রজাকে দান করে গেছেন ; আমরাও তো প্রজা, একদিন না একদিন আমাদের ছেলে-পুলেরাও তো সর্দার হ'য়ে হুকুম চালাতে পারবে ?

১ম সৈন্ত । হাই পারবে, আমাদের কপালে হাই হবে ; এই জনকতক বড় লোক আর শাজপড়া মুখ গোমড়ারা খালি আপনাদের ভেতর বাছাবাছি করে সর্দার হচ্ছেন, সভাপতি

হচ্ছেন, আর মজাকরে আপনাদের যে যেখানে আছে তাদের পেট ভরাচ্ছেন ।

পাহাড় । আর আমাদের তো ভা'গাতে প্রবেশ করবার অধিকার নেই ; সৈন্তদের জন্ত ভা'গাতের দরজা চিরকালের জন্ত বন্ধ ।

৩য় সৈন্ত । দেখেদেখি কি অন্যায়, শত্রুর মুণ্ড নিতে আমরা, বুকের রক্ত দিতে আগরা, আর আমাদেরই কখনও সর্দার হবার সম্ভাবনা নাই ? অরাজক !—অরাজক !!

পাহাড় । ঠিক—ঠিক, অরাজক !—অরাজক !! রাজা চাই—রাজা চাই ।

১ম সৈন্য । সে আর আমাদের অনৃষ্টে হবেনা, রাজ-বংশ তো লোপ হয়েছে ।

পাহাড় । তোমরা কি জাননা, যে আমাদের দণ্ডার সিংজী পুরাতন রাজবংশীয় ?

সকলে । সেকি । সেকি ।

পাহাড় । খুব নিকট, বার পুরুষ ছাড়াছাড়ি ; তার উপর আমার বোধ হয়, যে—চামুণ্ডা মায়ীর ইচ্ছা—দণ্ডার সিংজীই মন্দাবতীর রাজা হন ।

১ম সৈন্য । চামুণ্ডা মায়ীর ইচ্ছা ! তিনি কি কোন স্বপ্ন টপ দিয়েছেন ?

পাহাড় । না; কিন্তু সে বড় অদ্ভুত কথা, তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে ।

সকলে । কি রকম ? কি রকম ?

পাহাড় । ভা'গাতের সর্দারদের নিকট তিনি মন্দুরা হ'তে

ছাঃ সৈন্যদের জন্য খাদ্য, অর্থ ও অস্ত্র শস্ত চাইবার জন্য এখানে আসছিলেন, পথে মধুবনের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে সিংজী বড় ক্লান্ত হয়ে একটি গাছতলায় শয়ন করে নিদ্রা যান; মুখের উপর রৌদ্র পড়েছে দেখে একটি রাজদাপ তাঁর মাথার কাছে এসে ফণাধরে রৌদ্র নিবারণ করে ।

সকলে । কি আশ্চর্য্য ! কি আশ্চর্য্য !

পাহাড় । তার পর শোন, এমন সময় কোথা থেকে একটি নীলকণ্ঠ পাখী উড়ে এসে সেই ফণার উপর নৃত্য কর্তে থাকে ।

সকলে । অদ্ভুত ! অদ্ভুত ! জয় চামুণ্ডা মায়ীকি জয় ! জয় নাগরাজকি জয় ! জয় নীলকণ্ঠকি জয় !

পাহাড় । এমন সময় একটি রাখালের গোরু সেই খানে ছুটে আসতে সিংজীর নিদ্রা ভঙ্গ হলো, অমনি পাখীটে—

ওয় সৈন্ত । ফড় ফড় করে উড়ে গেল ?

পাহাড় । আর সাপটা ?—

ওয় সৈন্য । সড় সড় করে গর্তে গেল ? আর সন্দেহ নেই, আর কথায় কাজ নেই; একে রাজার জ্ঞাতি, তার উপর সাপের ফণা—পাখীর নাচ, আর তার উপর রাজার মতন হুহাতে আমাদের অর্থ দিয়েছেন । আমরা দণ্ডার সিংহ মরতে বললে মরুবো, বাঁচতে বললে বাঁচবো ; আমরা আর কারো চাইনে ।

পাহাড় । দেখ ভাই যোয়ান সব, আপাততঃ মহারাজজী তোমাদের বড় অল্প অর্থই দিতে পেরেছেন, তিনি এতে বিশেষ লজ্জিত ; কিন্তু নীচুই তাঁর জায়গীরের খাজনা এসে পৌছিবার কথা,—তখন তিনি তোমাদিগকে এ অপেক্ষা বেশী অর্থ দেবেন ; আর যদি সে দিন হয়—বুঝেচ—তখন—

সৈন্যগণ । আর বলতে হবেনা, আর বলতে হবেনা, খুব বুঝেছি শীঘ্র সে দিন হবে ;—জয় মহারাজ—

পাহাড় । আবাস ? যাও এখন তোমরা খুব আমোদ করগে, কিন্তু খুব হুঁসিয়ার থেকে, কাছাকাছি থেকে, যা বলেছি মনে আছে তো ?

২য় সৈন্য । খুব মনে আছে, একবার সঙ্কেত পেলে হয় ।

পাহাড় । আচ্ছা তবে আমি এখন চলেম, সিংজীকে তোমাদের কথা বলিগে ।

৩য় সৈন্য । হ্যাঁ যাও, বহুত বহুত রাম রাম বোলো—বহুত বহুত রাম রাম বোলো ।

[পাহাড়ের প্রস্থান ।

একবার হুকুম পেলে হয়, আমাদের জঙ্গী লোকের হাতী-রার কেড়ে নিয়ে অপমান ! আমাদের গড়ে আমাদের যারগা নাই ! আর ভয় কি ? দণ্ডার রাজা হবেই হবে, সাপের কথা শুনলিনি ?

(চট্টসাঁইয়ের প্রবেশ)

চট্ট । ঐ সাপের কথা—ঐ সাপের কথা, ভারি ঠিক—ভারি ঠিক ; খতিয়ে দেখিস্ মিলিয়ে নিস্ ; কতক্ নয় এদিক ওদিক্ ।

১ম সৈন্য । কি সাঁইজী কি বল্ছো ? তুমি আবাস সাপ দেখলে কোথায় ?

চট্ট । ছনিয়ামর—ছনিয়ামর !

বাপ, খালি সাপ—খালি সাপ ।

উড়ছে হু দশটা চিল,

বাকী সব সাপ কিল্ বিল্ ।

কেউ আছেন মুন্ডে মাথা;

কেউ ধরেছেন কণা ;—

দেখতে দেখতে ছাড়বে বিষ, একটু চেপে র'না।

২য় সৈন্য। সাঁইজী তুমি কি বল টল আমরা বুঝতে পারিনে;
আমরা জলী যোয়ান লোক মার কাট করে খাই, তোমার
হেঁয়ালী কি বুঝি ?

চট্। বুঝবি বুঝবি বাপ, চোখ বুজলেই বুঝবি।

২য় সৈন্য। আপাততঃ তো সাঁইজীর ভাং খেয়ে আধখানা
চোখ বুজে এসেছে।

চট্। আক্কেলও তাই খুলেছে, রাজ সাপ দেখতে পাচ্ছি।

২য় সৈন্য। (জনান্তিকে) ওহে সাঁইটে বোধ হয় সিদ্ধ পুরুষ;
কি হবে সব—জানতে পেরেছে, তাই পাগলামী করে বলছে।

২য় সৈন্য। চল, আর এখানে গড়িমাসী করে কাজ নেই।
আর একটু ভাং টাং খেয়ে আমোদ করে সেই ঠিক জায়গায়
বাঁওরা থাক; লড়ায়ের গরু পাচ্ছি। [প্রস্থান]

চট্। ভাং খাস্নি, সিদ্ধি খা বুদ্ধি বাড়বে। আগে ঘরের
শক্ত তাড়া,—তারপর রাজ্যের শক্ত তাড়াবি; সিদ্ধি খা আর
ধর খাঁড়া, ঘরের শক্ত তাড়া। খুব রাগ, খুব রাগ, বাগ দেখবি
আর তেড়ে লাগবি; আগে ছিল পাঁচ বেটা, ফের জুটলো এসে
ছটা ঠোঁটা; নয় হেজি পৈজি,—এই এগার বেটা ভারি তেলী।
আমি দিন রাত করছি লড়াই—এই তাড়াই—আবার আসে, ফের
তাড়াই—ফের আসে,—ফের তাড়াই,—উঃ বাপ্পে বাপ, কার
মাইনে খাই যে এত লড়াই।

[প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাক ।

ভা'রাতসভার সম্মুখ ।

দণ্ডার সিংহ ।

দণ্ডার । বটে—

ছই দিন তরে পাইয়া প্রাধান্ত

আমারে নগণ্য কর !

ইতর সমান,

সাধারণে হই অপমান ;

কপটী আমারে বধে,—

ঘোর অভ্যচারী ব'লে ঘোষণা আমার ।

ছদ্দান্ত দণ্ডারে—দিয়ে গণ্ডার উপাধি

করে লোকে উপহাস ।

দেখিব এবার—দেখিব এবার

কোথা যাও সর্দারের দল ?

এক বর্ষ হয় নাই পূর্ণ,

দর্প চূর্ণ—

দেখি, পারি বা না পারি করিবারে ?

বড় বটে বিদ্যাবল !—

শাস্ত্রের শোলক আর বেদান্ত আলোক ;

দেখি শত্রু বলে, শত্রু বল

হয় কি না হয় পরাজয় ।

ছড়াইয়ে রজতের রাশি

একত্র করিব অসি,

কুটিল কোশল তার সহরি আমার ;—

এ রণে কে জিনে—কে হারে—

দেখি একবার ।

নির্কীচন—নির্কীচন—

এই শেষ নির্কীচন ;—

প্রজাতন্ত্র বিসর্জন !

তবেত দণ্ডার নাম ধারণ আমার ।

কে না হয় অর্থে বশীভূত ?

কয়জন দিনকর ভা'রাত সঙ্গতে ?

মতিচাঁদ যদি আজি হয় সভাপতি,—

ভীকুর সমান না করি পাতক ভয়,

মম খাতক নিচর

করে তারে নির্কীচন,

করে যদি সম্ভাবণ প্রধান বলিয়া ;—

কোশলে উঠিয়া বসি রাজার আসনে,

বলিদান দিব এই স্বায়ত্ত শাসনে ।

(পাহাড়ের প্রবেশ)

কি সংবাদ, কি সংবাদ পাহাড় তোমার ?

পাহাড় । শুভ সমাচার—শুভ সমাচার !

প্রতিঘোষা দাস আপনার ;

পার্কদিনে গরু ক'রে করে জয় গান,—

দণ্ডার দিয়েছে সবে পার্কণের দান ;

বাদ ক'রে কর সবে ভা'রাতের কথা ।

ইদিকে তোমার আঙ্গা গেলে,

জনে জনে—

প্রাণপনে প্রবেশিবে গড়ের ভিতর ।

দণ্ডার । কিন্তু আশঙ্কা হ'তেছে মনে ;

অজ্ঞিকার নিক্ষেপনে

মতিচাঁদ যদি নাহি হয় হে প্রধান ,

আমার স্বপক্ষ সবে—

এক রবে যদি নাহি দেয় মত ?

কর্তব্যের ব্রতে—বচনের শ্রোতে

যদি সবে মাতায় সে দিনকর ;—

পাহাড় । তা হ'তে কঠিন ফাঁদ পাতিয়াছ তুমি

রচি রক্তে শৃঙ্খল ;

সর্দারের দল

অধিকাংশ কিঙ্কর তোমার ;

ক্ষীণ শীরে বহে তব ঋণ ভার ।

স্বাধীনতা অধিকার,

মনুষ্যত্ব সদাচার,

বন্ধক দিয়েছে তব সিদ্ধকের পায় ;

তব বাসনার দাস রসমান্তাদের ।

দণ্ডার । বলেছ কি সৈন্তগণে

আরও অর্থ দিব জনে জনে ?

পাহাড় । অক্ষরে অক্ষরে আজ্ঞা করেছি পালন ।

দণ্ডার । অক্ষরে অক্ষরে !—

অসিধারী ! মসীপাত্র সাথে

কতদিন সযত্ন তোমার ?

কবে হ'তে পরিচর অক্ষরের মনে ?

ভাল বাক—

বলেছ কি ফণাছত্র নীলকণ্ঠ কথা ?

পাহাড় । অসিঙ্গীবী, হলধর, গ্রাম্যকুট,

সহজ বিশ্বাসী সবে,—

লক্ষণালক্ষণ বড় মানে মনে ;

তুনি—

ফণীকণা ছত্র'পরে নীলকণ্ঠনৃত্য

সিদ্ধান্ত করেছে স্থির,

তব শিরে বীরবর

রাজছত্র শোভিবে সজ্বর ।

দণ্ডার । রাজছত্র ! রাজছত্র !

নহে শুধু হুর্গাবীপ কিল্লাদার ;

রাজা—

দণ্ড করে—ছত্র শিরে

সিংহাসনে অধিষ্ঠান !

উচ্চ আশা

পুরুষকার সাধনা বাহার,

জনগণ মন,

যেই জন জানে কিনিবারে

কিবা অসম্ভব তার পক্ষে ?

কে বলিতে পারে ভাগ্যের ভাঙারে

কি আছে সঞ্চিত তার ভরে ?

মন্দাবতী রাজরক্ত

সঞ্চালিত শিরায় আমার,

সিংহাসন অধিকার

কেন হবে অসম্ভব ?

বাক্,—সেতো, দূর ভবিষ্যৎ কথা ।

আজিকার নির্বাচন ফলে

ঝুলিতেছে অদৃষ্ট আমার ।

পাহাড় । বুঝা চিন্তা কেন কর বীরবর ?

আশঙ্কার—সংশয়ের নাহি কিছু হেতু !

দণ্ডার । কিন্তু কি হেতু বিলম্ব এত ?

এখনও কি তর্কাতর্কী, মতামত—

হয় নাই শেষ ?

হাঃ হাঃ হইয়াছে সভাভঙ্গ ;—

জয় চামুণ্ডা জয়দে !

আসে দ্রুত মতিচাঁদ

জয়োল্লাস সহাস্তবদনে,

ফুলমুখ ছলল পশ্চাতে চলে ।

কি সংবাদ কি সংবাদ বন্ধুবর ?

(মতিচাঁদ ও ছলাইয়ের প্রবেশ)

বল শীঘ্র প্রধান হয়েছ তুমি,

বল দিত্র মতিচাঁদ ?

মতি । হয়েছি হয়েছি প্রভু রাজ্যের প্রধান ।

সমধিক সর্দারের সাধু অভিপ্রায়ে,

এবে বিশ্বাসের সম্মানের

৯৭ - ৫২৫
২০৬২৭
২০/১/২০০৬

আদশ-বন্ধু ।

অতি উচ্চতরপদে প্রতিষ্ঠিত আমি ;—
তুষ্টিতে তোমার মন,
সাধিতে তোমার কার্য, সেবিত্তে তোমার,
আজ্ঞা করিতে পালন ।

বার বার—

কত উপকার পাইয়াছি তব করে,
এই বার সেই ধার
স্বল্পমাত্র শুধিবারে করিব সাধনা ।

হুলাই । আশা-গিরি-উচ্চশিরে উঠিয়াছ প্রভু ;
চাড়ি চূড়া'পরে—

বিস্তার বাসনা তব, উদ্ধাম উদ্দেশ্য,
দিক্ দৃষ্টি সীমা শূন্য কর্ম ক্ষেত্র পানে ।

দণ্ডায় । বড়ই বন্ধুর এই পরস্পরের পথ ;

ভর করি ভীষণ সাহসে,

বহুদিন হ'তে

বিপদ শঙ্কল এই পথে,

উপেক্ষিয়া শৈলাঘাত কণ্টকের ক্রেশ,

তীব্রতর পতন যন্ত্রণা,—

ধৈর্য ধরি

ধীরে ধীরে আরোহণে করেছি আশাস ;

দেখিতেছি আশার আলোক—

ক্ষীণ প্রভা দূরে,

তবু নাশিয়াছে তামসের সীমা ।

ভাল—ভা'সাতের অভিপ্রায়

হইয়াছে মনোমত মোর ।

হুলাই । কিবা বলে সেনাদল ?

দণ্ডার । লহ এই নায়কের সাক্ষ্য ।

পাহাড় । সঙ্কতের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত সকলে ।

দণ্ডার । যাও দ্রুত পাহাড় আধার ;

গম ভাণ্ডার হইতে

লহ প্রচুর কাঞ্চন,

বণ্টন করহ গিয়া সৈন্তগণ মাঝে ।

পূর্বের রক্ত দানে প্রস্তুত তাহারা—

স্বর্ণের উজ্জল বর্ণে হইবে মাতুরা ;

মুক্ত হস্তে কর বিতরণ ।

[পাহাড়ের প্রস্থান ।

এস মিত্র মতিচাঁদ কোল দাও মোরে

ক্লান্ত রহিব তব পাশ ।

মতি । ঋণী আমি তোমার নিকটে ।

হুলাই । আমারও রেখেছ মান,

অর্থ দিয়ে বিপদ সময়ে ।

দণ্ডা । তবে পর ভাব তোমরা আমার ;

এই কি জগৎ—

মিত্রে মিত্রে শ্রেষ্ঠার সম্বন্ধ !

কেন তুচ্ছ সে সাহায্য কথা ?

তোমার সহায়ে

হাসিবেন ভাগ্যলক্ষী আমাপানে চাহি ।

গিয়েছে সে দিন,

এক বর্ষ পূর্বে—

যবে লক্ষ্য করি ধর্ম্মাধঃগণে,
করি আমি অভিযোগ,
যোগাযোগ অপরাধে—শত্রুগণ সনে
অপবাদ মিথ্যা বলি সর্দারের দল,
লোক চক্ষে
ক'রেছিল নিন্দার ভাজন মোরে,
বঞ্চিত করিয়া

উচ্চগদ হতে হীন জন প্রায় ।

হুলাই । স্পর্ধাত কম নয়—

আপনাকে পদচ্যুত ।

কে দিনকর ?

দণ্ডার । হ্যাঁ হ্যাঁ চিরশত্রু মোর ।

স্বদেশহিতৈষী—তও—

বক্তৃতা বাগীশ—বিদ্বান্,

চিরদিন মম কার্যো দিয়েছে সে বাধা,

কখন' প্রসন্ন নয় নির্দিষ্ট বঞ্চক ।

কিন্তু গিয়েছে সে'দিন

সে'দিন গিয়েছে ;

আমার ইচ্ছার পদে

এবে রাজবিধি হবে অবনত ;

মন্দামতী রাজতন্ত্র—

মম মন্ত্রে হইবে চালিত,

আমিই গতিব তারে নবকলেবরে ।

সুন হে হলাল,
 নাকপটু—বিজ্ঞ মূর্তি—গভীর দর্শন
 মর্দারের দল
 ভূত্যা ভাবে নিত্য যায়। যবে দিনকরে,
 দেখিবে বিষাদে—
 নগারের স্মৃতি-হত্যাশন
 কভু নাহি যায় নিভে ;
 মর্দাঘাত সে কভু না হয় বিশ্বরণ ।
 হুলাই : বুঝাও বুঝাও দেব,
 বিক্রম ভোগার ঐশ্বর্য্য অপার
 একবার ছুটগণে দাও বুঝিবারে ।
 বগু। বহুদিন হ'তে পুষেছি হৃদয়ে বিষ
 কাল মর্প দস্ত হ'তে তীব্র তীক্ষ্ণতর,
 অজ্ঞাতে দংশন হবে ;
 কিন্তু শিরে শিরে
 দীরে দীরে প্রতিগ্রহি করিয়া জর্জর,
 সাংঘাতী গরল
 কলেবর করিবে বিনাশ ।
 বচদিন হ'তে
 এই চিন্তা চক্রান্ত আমার
 বিজড়িত প্রতিশিরাসনে ।
 (নেপথ্যে) জয় জয় সেতাপতির জয় ।
 মতি । শোন শোন বীর, অধীর সৈনিক দল
 অবিবাদে উচ্চনায়ে

করে তব জয় জয় ।

দণ্ডার । (আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে)

ভাল ভাল হে পাহাড় সিং

বুঝিলাম করিতেছ কৰ্ত্তব্য পালন,

আজ্ঞামত সাধিছ আগার কাজ ।

হে সাধু ছলাই, মিত্র মতি চাঁদ

ভা'রাতের সর্দার তোমরা—

হেথা আর রহিতে উচিত নয়,

প্রস্থান করহ ত্বর ।

নব রঙ্গ হইবে সৃচনা ;

মম সঙ্গে সাধারণে যদি দেখে দৌহে,

বুঝে যদি মম কার্য—সহযোগী

বিতর বিতণ্ডা হবে ;—

হবে আশা সিদ্ধির ব্যাঘাত ।

নেপথ্যে । চল চল গড়ে গিয়া পড় ।

(পাহাড় সিংহ ও সৈন্তগণের প্রবেশ)

দণ্ডার । কে, কে বলে গড়ে চড়ায়ে'র কথা ?

পাহাড় । এই এই দেখ ভাই সব

বীরেন্দ্র কেশরী

সেনাপতি দণ্ডার স্বয়ং ।

জয় জয় সেনাপতি !

আমাদের—আমাদের সেনাপতি ।

সৈন্তগণ । জয় জয় সেনাপতি !

আমাদের—আমাদের সেনাপতি ।

দণ্ডার। দে'খ দে'খ বন্ধগণ,

যেন বন্ধ হয়ে তব ভালবাসা পাশে

চিরারাম্য সত্যে

অদ্য নাহি দিই বিসর্জন।

যেন গলি মেহ-ভাষে—

ধর্ম্মে এবে মগ্ন হতে না দিই ভাসান,

না লেগি কলঙ্ক পঙ্ক নিঙ্কল কুলে।

যদি মম মনে না হতো ধারণা,

বারিতে তাকুনা, সাধিতে রাজ্যের হিত

দিতে প্রসীড়িত সৈন্য চিতে প্রীত,

বাসনা সবার দুর্গ অধিকার তরে ;

তবে জাহ্নুপাতি যুড়ি কর,

তুলি করুণার স্বর

মাগিতাম তোমা' সবে হইতে নিবৃত্ত।

কিন্তু বুধা আশা ! বুধা প্রবোধির মনে !

সম্মানে বলিছে কাল, ঘুচাও জঞ্জাল

না কর বিলম্ব আর।

সহি অভ্যাচার, হাজার হাজার

বীরবাহু আছে প্রতীক্ষায়,

অসীম আশায় রুবি আসে তোমা পাশে ;

বড় ব্যস্ত অস্ত্র হাতে দিতে যোগদান

তোমা' সবা সাথে ; পৌরব অর্জন করি

রাখিবে জাতির মান ;

কিন্তু কি জানি ভা'রাত যদি,—

পাহাড় । ভা'য়াত নিপাত থাক্,
 অঙ্গ অঙ্গে তুলিলে ও নাম ।
 তোমার, তোমার, অধীন নোরা—
 নহে ভা'য়াতের দাস ;
 অস্ত্রধারী মোর।
 ঘৃণা করি বাক্যের সর্দারে ।
 আগুয়ান আগুয়ান জয় সেনাপতি ।
 সৈন্যগণ । আগুয়ান আগুয়ান জয় সেনাপতি ।
 দণ্ডার । কোন দিন কবে আহবের রবে
 নিদ্রিত আছিহু আমি,
 কোন দিন হীন প্রাণ সম
 তুনি নাই বীর আবাহন,
 কোন দিন অনীকিনী
 তুনি হৃদভীর ধনি
 আছিহু বধির আমি,
 কোন দিন তুনি তোমাদের স্বর
 আসিনি' সত্বর
 দিতে কারমন এ হৃদয় ভুলদয়
 স্বদেশের তোমাদের ক্ষত্রিয়ের কাছে ;
 কিন্তু মেনো বোধ
 রেণো মোর এক অহুরোধ ;
 নিষ্কোষিত অসি ভব
 ঝলিবে ভাঙ্গর করে,
 হৃৎকামরে কাপিবে মেদিনী,

দেখি গুনি পাবে ভয়
ভগু পাষাণের দল,—
ছিদ্রাঘেযী বীরঘেযী হবে ;
অহেতু আঘাত না কর কাহারে,
রক্তপাত নহে শূলক্ষণ ;
ব্রজেৎ ব্রজেৎ ইরে সমবেত
হও দুর্গে আশ্রয়ান ।
সৈন্যগণ । দুর্গে আশ্রয়ান ! দুর্গে আশ্রয়ান !
জয় সেনাপতি বীরেন্দ্র দণ্ডার ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গভাক্ষ ।

নগরের উপকণ্ঠস্থ পথ ।

দিনকর ।

দিন । অবশেষে হয়—
দণ্ডারের অভিপ্রায় হইল সফল,
মতিচাঁদ হয়েছে প্রস্থান ।
বুঝেছিছ পূর্বে আমি
ঘটিবে এ অঘটন ;
কালচক্রের কুটিল ঘূর্ণনে
অসম্ভব কিবা ।
পলায়েছে ধর্ম্ এবে মন্দারভী হ'তে
স্বদেশের হিত, জাতির মঙ্গল

স্বার্থ স্রোতে গিয়েছে ভাসিয়া ;
 আত্মহুৎ আশ, বিলাসের দাস
 নাহিক ধর্মের ভয় ; নিজের সম্মান
 দেছে বলিদান যেই সব নিচাশয়,
 কি আশা তাঁদের হতে ?

উচ্চবংশ অবতংশ কত বুঝজন
 ধ্বংস করি কুলের গৌরব,
 বিলাসের কপিক সৌরভ লোভে—
 করিছে বিক্রয় সম্মান মর্যাদা পদ,
 হৃদয়ের স্বাধীনতা, রাজ্যের মঙ্গল
 হীন চাটুকর প্রায় ধনী জন পায়
 দণ্ডেকের আমোদের তরে ।

স্রোতবিন্দী ধারবেগে মিশিতে সাগর,
 কিন্তু তা হতে বিস্তৃণ বেগে

যায় বিলাসের দাস—
 যশী জন হাসি আশে,
 লুপ্তিতে চরণে তার—

লিখে দিতে দীপকত
 বিকাইতে আত্মা মন কাঁয় ।

দেখে শুনে জ্বলিছে অন্তর সেরি ।
 আহা আহা সন্দাবতী

আর আশা নাই তোর ;
 ভুবিলা সৌভাগ্য রবি !—

গোরবের ছবি হলো অন্ধকার ।

কিছু তবু—

তবু জনমের ভূমি ভূমি য়োর !

লালন পালন হইয়াছি তব কোলে ;

এখনও—এখনও

ভূমি মাতৃভূমি মোর ।

নিদ্রা হইয়া মাতা

আমারে ঠেলিছ পায়,

তবে জনমের সনে শিরায় শিরায়

সেই স্নেহ—

স্বদেশের প্রেম আছে মা জড়িত,

বিদূরিত পারি কি মা করিবারে তার !

শোকেতে তোমার, নয়নেতে বহে ধার

ঘণার ভাজন নহে ভূমি কভু মাতা ।

মেপথ্যে । (কোলাহল ধ্বনি)

জয় জয় সেনাপতি ।

(লটকার প্রবেশ)

দিন । লটকারে কি সংবাদ

কিসের এ গোলোযোগ ?

লটকা । হলখুল গোল—ভারি গোল ।

দিন । কি কি শীঘ্র বল ।

লটকা । আর কলবে কি—সে সব হয়ে গেছে ।

দিন । কি কি, হয়ে গেছে কি ?

লটকা । আর কি ? কিসে সেয়ে দিয়েছে ।

দিন। খুলে বল ভাল করে ?

লটকা। আর খুলে বলবো কি, তারা খুলে চুকেছে, দলকে দল চুকেছে।

দিন। কে চুকেছে? কোথা ?

লটকা। কুথা আর?—কিল্লা—কিল্লা—কিল্লা দখল করেছে!

দিন। কিল্লা! কোন কিল্লা?

লটকা। আউর কোন্ কিল্লা? গড়—গড়—মান্দার গড়।

দিন। মান্দার গড় দখল! সে কি? কে করলে?

লটকা। আউর কে করবে? যে মন্দাবতীর মাথা খাবো—
গণ্ডার সিং।

দিন। অ্যা গণ্ডার সিং?

গড়মান্দার গণ্ডারের করে!

একি কথা শুনি?

কেমনে?—কোথায়?—কখন?

গণ্ডারের করে!

প্রভারক গণ্ডারের করে!

অত্যাচারী গণ্ডারের করে!

কেমনে? কেমনে?

বল্ বল্ লটকা শীঘ্র করে বল!

লটকা। বজারে হুই চুই গড়েছে; সব মূল্যে হাজার হাজার জুমান
জলী লিয়ে গণ্ডার সিং গাঁ গাঁ করে কুঁদে কুঁদে গড়ে চুকিয়েছে।

হাতিয়ার সব হাত করেছে, খন কোড়ী সব লুঠ লিয়েছে।

দিন। সে কি? যা দেখে আর ভাল করে।

বজাহত আর আস হয়োছ অধাক,

চৈতন্য বিকল !

মান্দারের গড়—

জুপাকার অস্ত্র শস্ত্র সহ,

শোণিত পিপাসু সেই সৈনিকের করে !

নেপথ্যে । (কোলাহল শব্দ) জয় জয় সেনাপতি ।

দিন । আবার—আবার ঐ দস্যুর গর্জন,

দেবগণ ! একি দেখি ?—

পতাকা নিভের

উড়িয়েছে গড়ের চূড়ার !

অই না-আইসে রাহুর উপগ্রহ দল,

বাহ ভরি লয়ে লুণ্ঠনের ঐব্য যত,

আর অস্ত্র রাশি-রাশি !

হায় কি করিলি—কি করিলি

মাতৃঘাতী ক্রীতদাস দল ।

(পাহাড়, সিংহ ও কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ)

পাহাড় । জয় দণ্ডারের জয় ! জয় দণ্ডারের জয় !!

সৈন্তগণ । জয় দণ্ডারের জয় ! জয় দণ্ডারের জয় !

দিন । বাকসোধ হ'ক !

গুণগোল করি শুণ্ড প্রতারক দল,

না করিস পাপকণ্ঠে

নগরের শান্তিনাশ ;

আরে ছুটদল নেতা

চলিরাহ আগে আগে,

বল দে উত্তর আমার

সদার আমি—এ রাজ্যপালক,

কি হৃদয় করেছ সাধন ?

পাহাড় । বিজা গরী—বক্র্তাবাগীশ

শুধু দর্শনের দাস,

কোন বীরকণ্ঠ মোরা করেছি সাধন

বলিতাম বুকে নিতে নিক বুদ্ধি হ'তে;

কিন্তু বড় সুখ

ঢেলে দিতে বিষ তর কানে—

দেখিতে গছীর চক্ষু ঘোষেতে রক্তিম,

আলাইতে হৃদে তব ধ্বংসের অনল ।

বলি তাই,—তব আশ্রয় ঢালিয়ে ছাই

আরম্ভ করেছি মোরা মান্দারের গড় ।

দিন । দেবগণ, দেবগণ ! ধৈর্য্য দাও হৃদে,

ভুলিয়া গাভীরা, হৈর্যা, শিক্ষা, অভিমান

রোষ-বশে—

খণ্ড খণ্ড নাহি করি এ পাবণ দেহ ।

রে ভুজ ! হও হির হও হির,

ক্ষমিলাম তোরে ভীক পিশাচের দাস ।

পাহাড় । শুন সৈন্তগণ—দেখ সৈন্তগণ

কে ভীক ?

আমারে দিয়াছ গালি

দিব তব মুখে কাল,

বীর হওরে আবার রবেছ পিশাচ ।

এই মন্দাবতী রাজ্যে,
দাঁড়াইয়া রাজপথে সবার সমক্ষে
উচ্চ কণ্ঠে বলি আমি তোরে
মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ।

দিন । বেয়াদব দাস—

পাহাড় । সৈন্তগণ ! যায়ে যায়ে কর খণ্ড খণ্ড ।

সৈন্ত । মার মার কাট কাট ।

(সকলে দিনকরকে আক্রমণোদ্দেশ্যে,
অপর দিকে পৃথিবীর প্রবেশ)

পৃথ্বী । হট হট—যদি থাকে জীবনের ভয় ;

ভীক বিশ্বাসঘাতক পাতকীর দল—

হট ভীকগণ, হকুম আমার ।

চেন কি আমার হবে ?

দখ মুখ পানে,

চেন কি ধর্মের তরুণ্যাল

কিরে বাহা করেছে আমার ?

আছেতো শরণ—

দেখেছত খেলা এর কত রণ ক্ষেত্রে,

কি সাধ এখন ?—করবে কি অল্পভব

সুতীক শীতল পরশ ফলকের

কম্পানিত কলেবর হবে ।

এই দেহ, এ হৃদয়—

হৃদয়ের মন্দের শোণত,

হৃৎকণ্ঠ বন্দের প্রাণ

আবরিবে ও পবিত্র অন্ন ।
 অসি করে এই দাড়াইল সন্মুখে,
 সাধাকার হও আশ্রয়ান ।
 ভূমি না পাহাড় সিং ?
 ছিঃ ছিঃ তোমারও কি নাহি লজ্জা !
 দেখেছিতো যুদ্ধকালে সাহস তোমার,
 তবে কোন লাজে দলবল সাজে
 কাপুরুষ ভীকর সমান
 একজনে কর আক্রমণ ?
 নাহি-লজ্জা ! ধিক্ ধিক্ ধিক্হে তোমার,
 পাহাড়—পাহাড়
 হায় এই জনে আমি যোদ্ধা ভেবেছিহু !

পাহাড় । বীরবর পৃথীধর অসিধারী ভূমি,
 নায়ক মোদের ; আজ্ঞায় তোমার
 কমিলাম আজি এই নসিভীবি জীব,
 প্রসন্ন শব্দর আজি পণ্ডিতের প্রতি ;
 তাই খণ্ডিতে উহার গ্রহ
 নন্দুরা নগর ইতে
 আচবিত্তে উপনীত মহানর
 রক্ষিবারে শাস্ত্র দক্ষ প্রাণ ।
 চল চল সৈন্তগণ,
 এতক্ষণ
 বীরেন্দ্র দণ্ডার আছে অপেক্ষার ।

↑ পাহাড় সাহেব ও সৈন্তগণের প্রস্থান ।

পৃথী। ভাই, ভাই—

শত সহোদরাধিক অহুদ আমার,
বনের আধ, বন্ধু দিনকর
নিরাপদ এবে তুমি,
উন্নত ঘাতকদল গিয়েছে চলিয়ে।

দিন। ধন্ত ধন্ত মিত্র—

ধন্ত ধীর-মতি ধীর আদর্শ অধীর।
অদৃষ্টের ফলে
ইষ্টদেব মম তোমারে আদিষ্ট করি,
পাঠালেন রাজ্যের অসমর
সাহায্য করিতে মোরে।
দৈবের ঘটন' বিনা কে আনে তোমার
মন্দুরা বন্দর হ'তে—
দূর মন্দাবতী ধামে।

পৃথী। রণশ্রম হ'তে

কিছুদিন লইয়াছি অবসর ;
বলিব কি কেন ভাই?—বলিব কি কেন ?
অস্তরের অতি অভ্যন্তরে
আছে তোমার ছান ;
আসিয়াছি যাপিবারে কহুম বাসর
প্রেম পরিণয়ে—
আশাবতী পাণি করিয়ে গ্রহণ ;
বড়ই হরষে
প্রিয়তমা আশে এসেছিহ বনে,

কিন্তু তা হ'তে সহস্রবার
 আনন্দ অপার হ'তেছে আমার মিত্র,
 আসি তব ঘোর হৃদয় সন্ধিস্থলে
 দেববৃন্দ কৃপাবলে ।
 কিন্তু কিসের কলহ ?
 কি কারণ
 রাজ্যমাঝে হেন রক্ত আচরণ ?

দিন । হা পৃথ্বীধর—

বড়ই বিপদে মাতৃভূমি আমাদের ;
 মন্দাবতী ভাগ্য ঘোর অন্ধকারে !
 কিন্তু বলিলে না তুমি
 আসিয়াছ বিবাহ করিতে ?

পৃথ্বী । হাঁ ভাই, হইয়াছে ধাৰ্য্য

গোধূলিতে আজি
 আশাবতী হবে ভার্য্যা মোর ।

দিন । তবে তব হৃদে নাহি দিব তাপ
 পাপ কথা ব্যক্ত করি,
 দেখাইয়ে প্রাণের এ অগ্ন্যুৎপাত
 হর্ষে তব দিব না বাঘাত ;
 সে কথা বলিলে অলিবে হৃদয় তব ।
 অই প্রাণময় কারা
 ধরে স্বদেশের মায়া ;
 অস্থির হইবে বীর ।
 পারিবে না অকৃত শরীরে,

ফুল-প্রাণে ধরিতে হৃদয়ে
প্রণয়-মগনা বরাদনা তব।

আহা !

কেন আমি এতদিন লইনি বিরাম,
(আরামদায়িনী মম মমতা-প্রতিমা)
সে সতীর মেহমাধা হৃদে !
কেন নাহি সন্ধান করিয়ে কোলে,
তার স্নমধুর বোলে গলে গিয়ে
ভুলি নাই কুটম্বর রাজ্য তব কথা !
কেন যাইয়ে স্নহুরে প্রকৃতির ঘরে
করি নাই শান্তি কুঞ্জে প্রেম আলাপন !
এ গুরু বেদনা—বিষের যাতনা
তবে আজি নাহি হ'ত ভোগ ।

কিন্তু—

উছ উছ একি মায়া ঘিরেছে আমার !
এ বন্ধন ছেদা নাহি যায় ;
ওহো মিত্র পৃথী—
প্রজাতত্ত্ব ভিত্তি বুঝি ভেঙ্গে যায় !
সম্মুখে—সম্মুখে দেখি ভীষণ আঁধার
বিষাক্ত কষ্টকবন ।
আত্মজন করে ঘর নাশ,
আলি গরলের বাতি
চির অমারাতি—
আনিতেছে আগু-বাড়ী ভাগ্যের আকাশে !

কি ক'বহে মিত্র, কি কহিব আর
 ইহা হ'তে শত গুণে হ'ত প্রেরকর
 হইতাম ভিন্ন জাতি তব্বরের দাস !
 কি কথা বলেছি হায়—
 বিদেশীর দাস !
 তা হ'তে—
 শতক গুণ সহস্র সহস্রবার
 ভাল আশ্রয়ের অভ্যাচার !
 আহা আহা
 স্বাধীনতা ! কি হৃদয় নাম তোর—
 কি মধুর ছায়া !
 বিদায়—বিদায়—বিদায় এখন ভাই ! (প্রস্থানোচ্ছত)
 পৃথী । না—না—যা'ব আমি তব সাথে
 শুনিব সকল কথা,
 সমাজ কারণে
 প্রশান্ত হৃদয়ে তব জ্বলনি অনল ।

(চট্টসাঁইয়ের প্রবেশ)

চট্ট । কিরে বাণ কি জ্বলেছে ? আগুণ,—কোথায় জ্বলেছিস ?
 বকের ভিতর,—এত কাঠ পেলি কোথা ?
 দিন । সাঁইজী কাঠ আপনার লোক যোগাচ্ছে আর
 পাব কোথা ।

চট্ট । তবে তোর ভাগ্যি ভাল, ভাগ্যি ভাল ; আগের ভিতর
 হলি জ্বলে এত ঘোঁসনাই করেছিস ; আমি একটী সমুদ্রে

পাকিরে প্রাণের প্রদীপে দিগে রেখেছি—আর চক্ৰমকি হুকছি ;
জলে আর নিভে যায়, জলে আর নিভে যায় ;—যে অন্ধকার সেই
অন্ধকার । তুই কাঠের পাঁজায় বুকটা বোকা করে রেখেছিস,
আর আমি একেবারে আঁকাট মেরে গেছি ।

পৃথী । সাঁইজী তুমিত আর সত্য পাগল নয় ; তুমি নিজে বলছ
অন্ধকার, কিন্তু আমরা জানি যদি কাকুর প্রাণে আলো থাকে সে
তোমারই । আচ্ছা—বল দেখি আমাদের দেশের দশা কি হবে ?

চট । দেশের দশা ? খুব হবে—জাঁকিরে হবে ; শুধু দশা
কি ? মেয়েরা চতুর্থী করবে, বড় ছেলে দশা করবে, নাতিপুতিতে
মিলে শ্রাদ্ধ করবে, তারপর ঈষৎ বেখানে আছে সকলে মিলে
ধুমধামে সপিওকরণ সারবে । কিছু ভাবিসনি—কিছু ভাবিসনি,
ভারি ঘটা—পাত পেতে বসে থাক ; কণ্ঠধ্বাস হয়েছে—এই ম'ল
ব'লে ; তারপর চতুর্থী, দশা, শ্রাদ্ধ, সপিওকরণ । শেষ লুচি মণ্ডা
মিঠাই বলিদান, লাড্ডুর পিঠেস থাকে হুএকটা পাবি ; পাত
পেতে রাখ, পাত পেতে রাখ ।

দিন । বুকেছ পৃথী, সাঁইজী বা বলছে তা মিথো নয়, সত্যই
স্বদেশের মৃত্যু আসন্ন ।

চট । এঁা স্বদেশের মৃত্যু আসন্ন ! তোর দেখছি মতিচ্ছন্ন
ধরেছে । চল যাবি ? দেশে যাই ।

পৃথী । আবার দেশ কোথায় ?

চট । আমাদের দেশ, বাবা হুদিন বিদেশে এসে সব ভুলে
বাচ্চ ; চ—চ দেশে যাবি, চ—চ ।

এক রাজার প্রজা মারা, এক চালাতে মর করি ।

একটা ঘাটে-দেয়রে খেরা, একখানি বই নাই ভরী ॥

ফেলে বিষয় আশয় আপনার জনে ।

কলার বাসনা চড়ে এসেছিরে ঘোর বনে ॥

এখন আঁদাড়েতে পাঁদাড়েতে দিনে রেতে ঘুরে মরি ।

কাজ নেই আর ছদ্মবেশে এ বিদেশে, চুপটী ক'রে সরে পড়ি ॥

পৃথী । কোথায় তোমার দেশ শুনি ?

দিন । ওহে পৃথী বুঝতে পাচ্ছনা, চট্‌সাঁই পরকালের কথা বলছে ; ওঁর কি সংসারে মায়া আছে ।

চট্‌ । না তোদেরই আছে ; ওঁকি সহজে যায়, ও রক্তবীজের ঝাড়—যত কাটি তত বাড়়ে । মনে করুন একেবারে ছটোকে পারব না, ‘রা’ বেটাকে কেটে ‘মা’ বেটাকে রাখি ; ওমা ! ‘মা’ বেটী কল্পে কি—না জীব বেটার উপর চড়ে না বসে বলে যাবি কোথা— থাকনা ; ‘রা’ কাটালি দিনকতক ‘মা’ ‘মা’ বলনা, পাঁচজনকে শোনানা । ঐ ‘রা’ বেটা এসে ‘মা’র ডাইনে বসলো, আর নে যায় কে ? চল ছুটে পালাই—ছুটে পালাই, নইলে যেতে পারব না ।

দিন । সাঁইজী যা বলছ সত্য, কিন্তু কাজ ফুরাবার আশু পালাবার একার কি ? সংসারে যতদিন থাকতে হবে, ততদিনকত কর্তব্য পালন করতে হবে ।

চট্‌ । কর্তব্যটা কি শুনি,—‘আমি’ আর ‘তুমি’ বলে ছটো পুঁতুল গড়ে মাথা ঠোকাঠুকি করান ; তা বুঝেছি, তোর এখন ঠোকাঠুকির সাধ মেটেনি, তা কর—খুব ঠোকাঠুকি কর । আমার কথায় কাজ কি ? আপনি আগুন জালাবি—পুড়বি পোড়াবি । তা পোড় পোড়,—পুড়তে পুড়তেও খাদ কেটে যায় । দেখ যদি আপনার খাদ কাটিয়ে পরের খাদ কাটাতে পারিস ।

[চট্‌সাঁইয়ের প্রস্থান ।]

পৃথী। ওর সব কথা প্রাণলারী নয় ভিতরে অর্থ থাকে ;
যা বলে তা'তে যেন বিপদের আশঙ্কা বোধ হচ্ছে ।

এস মিত্র শুনিব সকল কথা ;
প্রাণে যদি থাকে তব ব্যথা
অধিকারী আমি তব পাইবারে ভাগ।

দিন। সেকি কথা !
আজি তব বিবাহের দিন
বাড়িতেছে বেলা ;
নহে দূর বধূটির ঘর—
ঐ দেখা যায় কুঞ্জ মনোহর,
আসিলে প্রবাস হ'তে বহুদিন পরে
অবশ্য উৎসুক বালা দেখিতে তোমার ;
যাও ত্বর। সম্ভাবিতে তারে ।

পৃথী। কিন্তু মিত্র তুমি—
দিন। আহা—আহা
ঐ দেখ আপনি আসিছে বালা ।

পৃথী। কি ?—কোথা ?—আশাবতী !
না—কই—আমি নাহি দেখি ;
সে কেন আসিবে পথে ?
ভাল পরিহাস বটে ।

দিন। দেখ এই দিকে—বৃক্ষাবলী মাঝে ।

পৃথী। সেই, সেই বটে ।
রিখ-বিমোহিনী—

যম সমতার ধন ।

(সজ্জা করিতে অগ্রসর হওন ও আশাবতীর প্রবেশ)

আশা । ক্ষয় ভগবতি

নিরাপদ হই জন !

পৃথী । কেন আশাবতী কিসের আপদ ?

আশা । বড় ভয় হয়েছিল মনে

শুনি দাসী-মুখে—

বিবাদ কি বাধিয়াছে পথে

বিদ্রোহী সৈনিকগণ মাথে ।

পৃথী । কিছু নয়—কিছু নয় ।

আশা । ভাল প্রিয়বর

প্রবাসে ছিলে তো ভাল

ভুলি ছাখিনী বালায় ?

পৃথী । ভুলিব তোমায় !

ভালবাসা মনে ভুলের আলাপ কোথা !

স্থির বিজলীর ছটা

মধুর মাধুরী ঘটা,

প্রকুল অধরে—

ধীর ভায়ে প্রেম সজ্জা কর,

প্রাণে প্রাণে প্রিয় আলাপিন—

উভয়ের হৃদয়ের প্রথম বিকাশ

কে পারে ভুলিতে ?

আশা । বিজলীর বেশে, মাতি বগোলাসে

ফিরিয়াছ কত দেশে,

খুলি রূপের গণনা, কতই অপরা

করিয়াছে বীর শিরে গুপ্ত বরিষণ,
কি জানি কেমনে কোন কাল ঐশি
ফাঁকি দিয়ে ভুলায়েছে
আমার সাধের বরে ।

পৃথী । শোন আশাবতী,

জানি—

শরতের শশধর বড়ই সুন্দর ;
জানি সরসীর বুকে
কুলমুখী সরোজিনী বড় মনোহর ;
জানি তারামালা করি বল মল
বড়ই উজ্জলরূপে—

বিভাসে তামসী নিশি ;

জানি চম্পকের কলি

ডালে ডালে হলি ছড়ায় মাধুরী ;
জানি নবীন নীরদে মারি উঁকি খুঁকি
চপলা চমকি—

হেলে হলে ভোলে রূপের লহর ;

জানি সুনীল কেনিল জলধীর জলে
কমলা কমলদলে হইয়া প্রকাশ—

অন্ধের সোঁতভে, রূপের গৌরবে
করেছিল বিশ্ব-বিমোহন ;

নিঃশব্দ নিঃশব্দভাবে

দেবানুর নর,

করেছিল রূপ সুধাপান ।

কিন্তু স্বভাবের সৌন্দর্যের,
 কবিতার ঐশ্বর্যের,
 সমস্ত মাধুর্য্য ঘটা,
 পায় পরাজয় নয়নে আমার
 তোমু ছটা পাশে,—
 ভালবাসা আশা-কুল আশাবতী মোর ।

আশা । তবু তো হে আসিয়া স্বদেশে
 প্রথম সম্ভাষ তুমি করনি আমার,
 আগে আলিঙ্গন পাইয়াছে বন্ধু তব ।
 যে হবে বনিতা—হৃদয় সন্নিবিষ্ট
 না দিল তাহারে কর,
 আমারে অন্তরে রাখি বর মোর
 বন্ধুবরে টানিল অন্তরে আগে ;
 আমি কিন্তু তুমি তব বিপদের কথা,
 থাইয়া লাজের মাথা, না বলিয়া মা'র
 আসিয়াছি ত্রাণেরি ভেটিতে তোমায় ।

দিন । (একান্তে) ঠিক—ঠিক
 পাঠালে দণ্ডারে যবের ভাণ্ডারে
 পাপমুক্ত হয় মাতৃভূমি ।
 বনিতা-বালক—মা'র পুতুল হও
 পাঠাইব কানন বাটীতে,
 নিরাপদে রহিবে তাহারি ;
 আমি হেণা
 নিশ্চিন্তে করিব এই প্রাণ বিসর্জন

বঞ্চক ক্রোধেরে করি মাতার ভূষণ ।

পৃথী । বল আশাবতী

জননী তোমার আছেন কুশলে ?

আশা । জননী আগার বড়ই ব্যথিতা

পরে দিতে একমাত্র দুহিতা তাঁহার ;

কিন্তু সেই পর তুমি মোর বর,

এই ভেবে বিধাদে হরষ তাঁর ।

পৃথী । জান কি সংবাদ কিছু পিতার আমার ?

আশা । জানত

প্রাচীন অতি সেই মহীমতি বীর,

কাল করিয়াছে গ্রাস হর্ব গ্রাম তাঁর ;

বুঝি হ্রাস হইতেছে দিনে দিনে ।

অতি ক্ষীণ কলেবর

দুগ্ধ শুধু আহার এখন ;

কি জানি কি কথা আসি মনে

বিকাশে সরল হাসি প্রশান্ত বদনে ;

(আহা যেন ভাবাহীন শিশুর সে হাস !)

কিন্তু প্রিয়তম হয় ভ্রাস,

ঐ হাসি হেসে নর প্রবেশে ধরায় ;

কুশলে মর্ন্তের লীলা হ'লে অবসান,

ঐ অর্থহীন হাসি হেসে

শেষ চ'লে যায় ।

অনন্ত বিদায় আগে দ্বিতীয় শৈশব

সেই আধ হাসি—সেই তোলা রব ।

পৃথী । আহা আদরিণী মোর
 না হ'তে বাসর ভোর,
 ছাড়ি বধুর মধুর খেলা
 করিবি গো ঋণবতী
 হুবিব খণ্ডরে শুশ্রূষা ।
 আহা !

শৈশবে আমার ছাড়িয়া গিয়াছে মাতা,
 কে মমতা করিবে তোমার ।

আশা । কোন্ ভাগ্যবতী নারী
 পায় হেন অধিকারি
 বল প্রাপসখা দয়িত আমার ।
 কার ভাগ্য ধরে পেয়ে নববরে
 ঘরেতে বাইয়ে তার হইতে ঘরগী ;
 সব মেহে তোর আমি হব চোর,
 রজনী করিব তোর প্রেম আলাপনে ।
 পুনঃ সারাদিন ধ'রে,
 প্রাপপণ ক'রে পালিব সংসার-কাজ ।
 ওহে হৃদিরীজ,
 কত্নার সমান
 করিয়ে যত্নে সেবিব জনকে তব ;
 ভুল আশি না গণিয়া কিছু
 করিব গো জীবনের ক্লান্তি আশি দূর ।

পৃথী । ধন্য ধন্য আমি ।
 এ হেন রতন

আলোকিবে আলস আগার,
 ফুলমুখী বালিকা গৃহিনী সম !
 দিন । (একান্তে শ্রুত) আর কি—আর কি ?
 সাহসে করিয়া ভর একটা আঘাত,
 বস্ কার্ঘ্য শেষ ;
 দেবগণ দাও বল,
 নহেক অধিক
 সাংঘাতিক একই আঘাত—
 মন্দাবতী স্বাধীন আবার,
 দণ্ডার শমন ঘর ।

পৃথী । (দিনকরের অঙ্গস্পর্শ করিয়া)
 কেন, কেন ভাই দিনকর ?
 দিন । কেও—কেও—পৃথীঘর ?
 আহা, আর কে এখানে,
 গুণবতী রূপবতী ভগিনী আমার ;
 হরেছে স্মরণ—
 হবে তোমাদের পরিণয় ।
 প্রাণের অধিক মিত্র,
 সোদরের স্বর্ণ চিত্র,
 প্রণয় বিজয় ছই মুকুট উজ্জল
 স্মৃথ মনে
 একসনে পর ধীর বীর শিরে ।
 কল্যাণীয়া আশাবতী হও সাবধান ;
 দিওনা পতিরে তব

জটিল কুটিল রাজতন্ত্রে দিতে মন ।

বড় আলাতন ! বড় আলাতন !

এই শাসন পালন তত্ত্ব

যজ্ঞা দিবার যত্ন ;

কুশলের কথা বটে

কিন্তু কোশল কেবল ।

পৃথ্বী । হৃদয়ের আশ দিনকর !

অর্দ্ধেক আমোদ মম হবে তিরোধান,

(হবে যবে আমাদের শুভ পরিণয়)

বিবাহ সময় তুমি যদি

নাহি হও অধিষ্ঠান ।

দিন । নিমন্ত্রণে কিবা প্রয়োজন,

না ডাকিতে আগে আমি যাইব যে সেথা ।

পৃথ্বী । ভাল কথা,—দেখ আশাবতী

গন্তীর পণ্ডিত বন্ধুর সন্মুখে মোর

এত ভালবাসাবাসি,

ঐগরের হাসি,

মাথামাখি হৃদয়ে হৃদয়ে,

বড়ই লজ্জার কথা !

নাশা । তবে বলিব কি, বলিব কি পৃথ্বীধর ?

রহু তব বড়ই গন্তীর ধীর ;

মনে নাহি আন, পুঁখীগত প্রাণ

দর্শনে মগন চিত ;

কঠোর জন্ম, হাসির উদ্ভব

লজ্জা করে ও অধরে করিতে বিকাশ ।

কিন্তু ভাগ ভাগ ভাগ,

আছে ঐ হৃদে সুকোমল প্রাণ ;

কতবার দিয়ে ফাঁকি,

দেখিয়াছে ঐ আঁখি,

লক্ষিতে লুকায়ে হিরণ্ময়ী পানে

ভালবাসা-ভরা প্রাণে ।

অলক্ষিতে এসেছে চকিতে

প্রেম জল আঁখি ভরে,

ফাঁপিয়াছে ভূজ যুগ,

যেন হৃদে ধরে ধরে ধরে !

হৃদয়ের সাধ—

প্রতিপদ চাঁদ নবীন কুমারে,

লইতে হৃদয়ে হয়েছে হে আশ ।

তবু মনে ত্রাস

পাছে হয় পাণ্ডিত্য বিনাশ,

তাই রোধি গান্ধীর্থোর খাস,

তাই—

হিরণ্ময়ী-প্রেমদাস কিরায়ে নয়ন,

অন্তভাবে ভুলায়েছে স্বাগত স্বল্পনে ;

যল দেখি পতির স্তম্ভিত মোর

পড়েছ কি না পড়েছ ধরা মোর হাতে ?

কিন্তু রেখো মনে

আজি যদি নাহি আঁস আমাদের বাকী,

এই আড়ি—আড়ি—আড়ি।

পৃথী। সখা তবে আশায় রহিব আমি;

চল আশা।

[পৃথী ও আশার প্রস্থান।]

(লট্কার পুনঃ প্রবেশ)

লট্কা। এই যে সর্দার তুই এখানে এখনও আছিস্? তারি
গোল বাঁধছে;—সর্দার সর্দার কি হবে বাবা?—

দিন। কেন তুই এমন কচ্ছিস্ কেন, কি হয়েছে?

লট্কা। তুহার কি একটা আপৎ পড়েছে; দেখ বাবা আমি
তুহার গোলাম ছিলো, বহুত চাকি দিয়ে কিনিয়ে ছিলি;—কিন্তু কি
জানি তোর প্রাণটা কেমন! কিনলি—আর আমার খোলসা দিলি,
বলি, “তু যা বর, তু খোলসা।” কিন্তু বাপরে হামার, তোকে আমি
ছাড়তে পারেনা; তুহার গুলামের গুলাম হোয়ে, হেলিয়ার
হেলিয়া হোয়ে মু তুহার কাছে আছে।

দিন। ও সব পুরাণ কথা কেন? বাড়ীতে এসব কথা যেন
গোল করিসনি।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম গভাক।

কক্ষ।

বিশ্বগ্রামী ও অংগ।

অংগ। (বলিয়া)। আমি যাব—বাবা বাঁধে, আমি যাব—

নট্কা যাবে, নট্কা লাখী ধরে দেবে; রাঙ্গা পাখী, রাঙ্গা ফুল

মাকে দেব, বাবাকে দেব, আমাকে দেব, বাবা হুটু হ'লে বাবাকে
দেব না।

হিরণ। কি ব'লছ অংগু, কি কাকে দেবে না ?

অংগু। (হাসিয়া) না—না কিছু না, তুমি কেন শুনলে,
কেন শুনলে ?

হিরণ। তাহিত শুনে ফেলেছি, এখন কি হবে ? আমি বলে
দেব এখন অংগু তোমায় ফুল দেবেনা বলেছে ;—ও গো দেখ
অংগু তোমায়—

অংগু। (হিরণগ্রীর মুখ চাপিয়া) না—না ব'লনা ব'লনা,
মা আমার—মা জননী আমার—লক্ষীটা আমার ব'লনা ব'লনা,
বলে তোমায় কোলে কোলে চেপে ধরে দুধ খাইয়ে দেব।

হিরণ। আর আমার দুধ খাইয়ে দিলে যে আমি কাঁদব।

অংগু। কাঁদনা—কাঁদনা, কাঁদলে আমি ঐ বটগাছের উপর
বসিয়ে দেব। হাঁ মা বটগাছ কে মা ?

হিরণ। বটগাছ—গাছ বাবা, আর কে ! ছায়া হয়—পাখীতে
ফল খায়।

অংগু। তা বটগাছের মা কোথা ?

হিরণ। বটগাছের মা সেই—সেই মাঠে আছে।

অংগু। ওকে কোলে করবে না ? হাঁ মা, না কোলে
করে কেন মা !

হিরণ। এই যে তুমি আমার কোলে এসেছ ; (অংগুকে
কোলে লইয়া) ছেলেকে কোলে কলে মার প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

অংগু। কই মা দেখিনা কোথায় জুড়িয়ে থাকে, তোর প্রাণ
কোথায় মা ?

হিরণ। প্রাণ কি দেখা যায়, সে বুকের ভিতর আছে।

অংশু। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বুঝি জানিনি, সেইখান থেকে ছপা আসে। মা কেউ নেই একবার লুকিয়ে মাইটা দেখা মা, কেউ কোথাও নেই।

হিরণ। ছি বাবা বড় হয়েছ, এখন কি আর—

(ভাগীরথীর প্রবেশ)

ভাগী। ও অংশুর মা অংশুর মা, তুমি নিশ্চিন্দ হ'য়ে ছেলে। কোলে করে বসে রয়েছ কিগো।

হিরণ। কেন কেন কি হয়েছে ?

ভাগী। কি হয়েছে জাননা !—দেশহুদ লোক গুনলে আর তুমি জাননা। বলে

যার বিয়ে তার মনে নেই।

পাড়া পড়সীর কাটনা কাশাই ॥

হিরণ। কি তোমাদের বাড়ীতে কিছু—

ভাগী। বালাই বালাই আমাদের বাড়ী কেন কিছু হতে বাবে ; আমাদের আজ বে; আমোদ ঘটা—কত কুটুম আসছে।

হিরণ। তবে—তবে কি বল।

ভাগী। এই দেখলেম দইয়ের ভার ঢুকলো, আমি চারখানা নুতন কাপড় পেয়েছি, আবার চাঁদীর হাঁহুলিও পার।

হিরণ। তা পাল পাবি বেশ করবি, এখন কি হয়েছে তা বল ; আমাদের রাওজীর কিছু অল্প টসুথ গুনেছিল নাকি ?

ভাগী। অল্প কেন হ'তে যায়েগো, মন্ত মরদ—দাঁড়া করেছেন, অল্প কোথা ?

হিরণ। দাঙ্গা!—কিসের দাঙ্গা? কোথায়? ভা'রাতে কিছু হয়েছে নাকি? ক'দিনতো মন ভার ভার দেখছি।

ভাগী। ওগো বলব কি,—একি বলবার কথা, আমার মুখ দিয়ে কি বাকি সরছে! এই নাপিত-বউকে ডাকতে গিয়েছিলুম; তার পর মালী-বউকে ফুলের কথা বলে এলুম; সে কি গোলগো কি গোল বাবা! আজ কোথায় না আমাদের বাড়ীতে বে, আর এই দিন বই গোল করবার সময় পেলিনি; হাড়হাবাতে দাঙ্গা-বেজে খুনেরা সব।

অংগু। ওমা কোথায় গোল হচ্ছে না, আমি দেখতে যাব।

ভাগী। হ্যাঁ তা যাবে বইকি? যেমনি বাপ তেমনি বেটা দাঙ্গার নাম শুনেলেই নেচে উঠে; দিদিঠাকরুণ তুমি কিছু ভেব না; যা কপালে আছে তা হবেই; দাও ছেলে দাও আমাদের বাড়ী নিয়ে যাই, প্যাঁড়া ট্যাঁড়া খাইয়ে ভুলিয়ে রাখব এখন।

অংগু। না না না আমি যাবন।

হিরণ। ভাগীরথী কি হয়েছে বল, মীনারা কি আবার উৎপাত করতে এসেছে?

ভাগী। তা'রা কেন গো? আপনা আগনি হটপাট করে সরছে; সেই পোড়ারমুখে মিলে গুণ্ডার,—কেল্লা চড়াও হয়ে তরোয়াল টরোয়াল বের করে এনে কতকগুলো গোয়ারের হাতে দিয়েছে, তারা যাকে পাচ্ছে তা'কেই খুন কচ্ছে; তোমাদের রাঞ্জীকেও নাকি ঘেরাও করেছিল, এতক্ষণ আছে কি না আমি বলতে পারিনি।

হিরণ। এঁ্যা এঁ্যা কি বলিস! না—না।

ভাগী। ওগো হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের বরও নাকি তার সঙ্গে

জুটে হ্যান্ডাম করেছে; তোর বাপু আজ বে, দই এল—সিঠাই
এল—নাচ হবে—গান হবে।

হিরণ। ভাগী ভাগী বল বল কোথায়—কোথায়—কোথায়
তিনি? পৃথিবীরও কি সঙ্গে আছেন?

অংগু। ও মা চল মা চল বাবাকে কে য়ারছে, চ' মা চ'
তাকে য়ারবি চ'।

ভাগী। খবরটা শুনে দিতে হয় দিদি তাই দিলুম, আমার
চের কাজ—আর দাঁড়াতে পারিনে।

[প্রস্থান।

অংগু। ওমা চল না মা।

হিরণ। কোথায় বাব? মহেশ্বর কি কল্লো কি কল্লো?
কিসের লজ্জা—আমার স্বামীর বিপদে লজ্জা কিসের! আর অংগু
ভা'রাতেই বাই। (অংগুকে কোলে লইয়া বাইতে উদ্ভত)

(দিনকরের প্রবেশ)

এই এই এই যে আমার পতি!

নাথ নাথ,

ভগবান শুনেছেন

হৃদিনীর দীর্ঘশ্বাস।

সিন। প্রিয়তমে, আছে আছে,—

যুচে নাই সিঁথির সিন্দূর তব।

হিরণ। কি লজ্জা কি লজ্জা!

ছি ছি

হেন অমলক কণা কেন আসি মুখে?

বিশৃঙ্খল মৈনিক সকল

তোমা সম ধর্মবীরে করে অপমান ।

কিন্তু—

তবু ভাল, তবু ভাল নিরাপদ তুমি,

মন্দিরে মন্দিরে দিব সেবপূজা অুমি ।

কিন্তু হে পুরুষ !

তব পৌরুষের দায়,

চিরদাসী প্রেম অভিলাষী—

রমণীর প্রাণ যায় ।

যবে সম্মানের আশে

উচ্চ অভিলাষে প্রবেশ সংসার-রণে ;

একবার নাহি ভাব মনে,

আছে ঘরে

অাধিধারা ঝরে—

ভালবাসা-আশী প্রণয়ের দাসী,

আদরেতে তুলে পাত্তধানি কোলে

সতত সোহাগে সেবিতে প্রয়াসী ।

সুধু পেতে উচ্চপদ হৃদিগদ গদ ;

প্রেমনদে না পাইয়া কুল,

আকুল রমণী মোরা,

কল্প নাহি ভাব মনে ।

কিন্তু,

সে যে প্রতিফলে অাধিধারা বহিষ্কলে

ডাকে ভগবানে তোমারে রাখিতে সুখে ।

কভু নিন্দে বিধাতার,

বলে,—কেন করে পুরুষে কঠিন এত

দিয়ে

হৃদয় হরাশী-ভরা অশান্ত-হৃদয় ।

অন্ত । বাবা বাবা তোমার কে মেরেছে ?

দিন । এস বাবা কোলে এস, কেউ মারেনি—মারবে কে ?

অন্ত । হ্যাঁ বাবা কে মেরেছিল, ভাগী বলছিল ; দাঁড়াও না
আমি বড় হয়ে তা'দের খুব মারবো, তোমার সেই খুব বড়
তলগারখানা হ'হাতে ধ'রে ধূপ ধূপ করে মারবো ।

দিন । (অন্তর প্রতি) তা মের বাবা ।

দেখ হিরণ্ময়ী

নগরের রক্ত বায়ু বড় অপকারী ;

মম মনে হয়

স্মৃতি অতি হতেছে তনয়,

আমাদের প্রাণাধিক আঁখির মাণিক

যেন হারিয়েছে সে লাবণ্যছটা ।

হিরণ । না না নাথ

ইহা আছে নয়নেক ভ্রম তব,

বড় ভালবাস তাই সদা শঙ্কা মনে ।

চেয়ে দেখ বদন তাহার,

ফুটিয়াছে যুগল গোলাপ,

ধোয়া যেন শিশিরের জলে ।

দিন । দেখ হিরণ্ময়ী

আসি করিয়াছি হির,

বাছারে লইয়ে তুমি কিছুদিন তরে
 যাবে মোর কানন-বাটীতে ;
 করি পান নির্ঝরের নিরমল নীর,
 সেবি
 কুসুম সুরভি ভরা শীতল সমীরণ
 খেলাইয়ে ফুল্লমনে
 গিরি বনে তৃণদলে,
 সবল সুন্দর হবে
 স্নেহের পুতলি মোর ।
 তুমিও লো প্রিয়তমে
 পাবে রূপ ও কোমল কাশ ।

হিরণ্য : ভাল ভাল

তুমিও তো র'বে সাথে ?

দিন । জান হিরণ্য

হৃদয়ের বাতি চির-সাথী মোর !
 তিল নাহি চাহে প্রাণ
 নয়নের আড়ে রাখিতে তোমারে,
 প্রাণের বাছারে মোর ।
 কিন্তু তাও জেন গুণবতী,
 পতি ভব যেই ব্রত করেছে গ্রহণ,
 সেবিবারে মাতৃসম জনমের তুমি ;
 প্রাণের মায়ায় ত্যজিয়ে তাহার
 বাইতে সে পায়েনা কখন ।
 কঠিন কর্তব্য হেথা বিরোধী হৃদয়মনে ।

(লট্কার প্রবেশ)

লট্কা। এ রাজা!

দিন। চুপ! যাও সরে।

(হিরণ্যর প্রতি)

এইক্ষণে তব স্নানে না পারি বাইতে ;

রাজকাৰ্য্য-ভার মস্তকে আমার

বাইবার নাহি অধিকার।

নাহি অধিকার

প্রিয়া সনে করিতে বিহার

ফুলমনে কুসুম-কাননে ;

খেলিতে খেলাতে

সন্তান লইয়ে নিশ্চিন্তে বসিয়া।

কিন্তু

ছরিতে ভাজিতে তোমা হইবে নগর

শিত্তরে লইয়ে কোলে ;

সেবক লট্কা অবশ্য বাইবে সাথে।

হিরণ্য। প্রাণনাথ কিছু কি হয়েছে ?

দিন। ওকি ও!—

কেন প্রিয়ে বিরম্ব রজন

কেন দেখি এসেছে আঁধারে জন ?

জন যোর কথা রয়োনা ক হেথা।

হিরণ্য। কয় নাথ কহণাত !

চুর করে চখেতে এসেছে জন ;

রমণীর মন সহজে কখন

কিন্তু

হৃদয়ের আরাধ্য আশ্রয়

আজ্ঞাবাধ্য চিরদাসী তব ।

“কেন” “কি” “কিসের জন্য”

কখন কি জিজ্ঞাসা করেছে দাসী ?

তুমি ভর্তা কর্তা দেবতা ধরায়,

আমি বিক্রীতা তোমার পায় ;

পতি সদা দিবে অহুমতি

সতী তাহা করিবে পালন ;

সর্ব্ব স্ব সম্পত্তি, তুমি গুণনিধি

এই মাত্র জানি আমি দাস্যত্বের বিধি ।

দিন । সংসার অরণ্যে বহু বহু পুণ্যে

মিলে পুরুষের ভাগ্যে তোমা সম সতী ।

হিরণ্ময়ী ! হিরণ্ময় প্রাণ মোর—

একে প্রেম ডোরে আছি বাঁধা তোমার ;

তাহাতে অধিক জোরে ক’রেছ বন্ধন,

করি দান

নন্দন প্রথম সন্তান রতনে ।

কতক্ষণ রব আমি একা ?

বাঁধ সদা জামিতে কুশল ;

আজি যদি পায় অবসর,

তব প্রাণেশ্বর হয়ে অগ্রসর

চুমিবে আমারে চাঁদের কোলেতে চাঁদ ।

হিরণ । যাবে—যাবে নাথ

এত ভাগ্য মোর!

আজই তবে পাব দর্শন?

দেখ আশা দিলে মোরে, রহিব আশায়।

দিন। নিশ্চয়;

কিন্তু দ্বৈধ না কর বিলম্ব আর,

শুভযাত্রা কর স্বরাসরি।

কিন্তু তবু—তবু

কণিক এই বিচ্ছেদের আগে

একবার প্রাণাধিকে করিব চুম্বন।

হিরণ।

একটী রতন যাত্রা দেছেন বিধাতা

তোমায় আমার,

এ যুগল হৃদয়ের একমাত্র ফল;

অমৃতের প্রায় ওই শিশু হায়।

দে'খ দে'খ সদা রে'খ মনে,

অতি সবতনে রেখে নয়নে নয়নে

করিবে পালন।

আপদে সম্পদে, গৃহে কি বাহিরে

আঁখি রাখিবে উহার 'পরে;

শুণবতী সতী তুমি, কি আর বলিব।

জেন জেন জেন—হির জেন মনে,

সন্তানের মন করিতে গঠন

একমাত্র পারে কমলী তাহার।

স্বভাব তাহার

মাতার বাতান্ন করে চির অধিকার ।

স্তন ক্ষীর মনে, শিশুদের মনে

প্রবেশে মায়ের মন ;

দিবে হেন উপদেশ,

যেন অবশেষ

হয় শিশু রাজা হতে রাজা,

উচ্চ হতে উচ্চ,

শোভে এ ধরায় উজ্জল বিভায় ।

ভুচ্ছ করি অবনীর সাম্রাজ্য মুকুট,

পরে শিরে

অমরার দেব-বিভাছটা ।

হেলার ঠেলিয়ে প্রলোভন ঘটা,

করে একমাত্র উপাধি ধারণ

“ধার্মিক মানব” বলে ।

অংগ । হ্যাঁ বাবা, মা কোথায় যাবে ।

দিন । সেই যে তোমার পাহাড়ের বাড়ীতে, তুমিও যাবে—

তোমায় কি আর ফেলে যাবে ?

অংগ । আর তুমি ?

দিন । আমিও যাব ; যাব আসবো কেমন ? সে বাড়ী

ভালতো ?

অংগ । হ্যাঁ ভাল—বেশ ভাল ; কত হুল রান্ধা রান্ধা, কেমন
ঝর ঝর করে জল পড়ে, লটকা রান্ধা পাখী পেড়ে দেবে, আমার
নিরে ঘোড়া ঘোড়া খেলবে ; লটকা ঘোড়া হাবি কা

লটকা । হঁ ।

দিন। হিরণ নাও তুমি আর বিদায় কর না; আর পৃথিবী-
বে, আমাকে সেখানে একবার বেতে হবে।

হিরণ। যাবার সময় দেখা হবে না?

দিন। এই যে ছ'ম।

হিরণ। তবু—

দিন। হি. ও কি। নদীটা; চোখের জল কেনতে নেই,
অন্তঃ খাওতো ও চখে একটা চুনো, ছটুখি করে কাঁদে।

অন্তঃ। ওঁঃ না।

দিন। (চোখের জল মুছাইয়া) হি. হি. একবার হাস দেখি,
এই অস্ত্র হেসেছে রে—আদি আদি।

[প্রস্থান।]



দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাক ।

অন্নপূর্ণা ঈশান ।

কুসুমিলা ও অশ্বিনী ।

অশ্বিনী । এই—এই কেমন সেখান দেখি, কেমন কত সুন্দর
কটেছে, কত পানী ডাকছে । এইখানে এক জায়গায় বসিছে
মিই, বসে বসে সেখান কেমন ।

কুসুমিলা । হ্যাঁ ঠিক এই নৌকা বাচ্ছে না ?

অশ্বিনী । নৌকা কোথা দাঁড় ।

কুসুমিলা । এই যে মত মতের—কেমন হঠাৎ দেখে গেছি, কান
ভরে মারে না ত ।

আশা। নোকা ডুববে কি? দেখতে পাচ্ছেন না ওটা মস্ত
ঝাউগাছ, কেমন বাতাস সৌ সৌ কছে।

কুন্ত। ও বাবা সৌ সৌ কছে, তবে আমি কোথায় লুকোব?
তাইতো ভারি শীত কছে, একখানা কবল মুড়িদে আমায়।

আশা। গীত কই বাবা? আপনার কপালে ঘাম বেকছে,
কাড়ান, আমি মুছিয়ে দিই।

কুন্ত। মুছিয়ে দিবে? দেখ যেন আবার চখের কাজল
মুছে যায় না।

আশা। কই চখের কাজল নাই।

কুন্ত। হ্যাঁ আছে বই কি, মা যে আমায় দুধ খাইয়ে, গা
মুছিয়ে, কাজল পরিয়ে দিয়েছে। দোলায় শুয়ে ছিলুম, কেন
আমায় ভুলে আনলি?

আশা। আহা একেবারে যেন শিশু!.. সেই তখনকার কথা
আসছে। বাবা বাবা।

কুন্ত। কেন মা আমার, তুমি তো আমার মা? কে
জানে কেমন ভুলে যাচ্ছি!

আশা। হ্যাঁ আমি আপনার মা, এখন থেকে আমিই মা হ'ব।

কুন্ত। তা আমার মারবে না?

আশা। কেন মারবো কেন?

কুন্ত। যদি আমি ছুটসি করি। দেখ মা আমি লড়াই
করতে গিয়েছিলুম,—হামাগুড়ি দিয়ে লড়াই করতে গিয়ে-
ছিলুম,—তুই জানতে পারিস নি? তা মা আমি ছেলে
মানুষ কি না—একশটা, দু'শটা, ত্রিশটা বই ছবনদের
কাটতে পারিনি। তা রাজা কল্লি কি না—আমায় কোলে

আদর্শ-বন্ধু

করে তুলে আমার গলায় একছড়া স্বকসকে মটরের মালা দিলে।

আশা। মটরমালা তুমি তারপর কি কল্লো ?

কুন্ত। ওমা পিসিমাকে বলিসনি কেড়ে নেবে, তোকে পরভেদেবে না। তোর জন্তেই লুকিয়ে রেখেছিলুম।

আশা। কৈ মটরমালা তোমার মাকে দিলে না ?

কুন্ত। ওমা দেব কি, সে কথা কাউকে বলিসনি ; একটা মা ছোট ছেলে, আমার চেয়েও ছোট—সে নাচতে নাচতে আমার গলাটা না জড়িয়ে ধরে বলে, —‘বাবা’ ! আর অমনি কৈ দে ফেলুম ; কেন মা আমি কঁাদলুম ? সে ত আমার মারেনি।

আশা। আহা এ আমার প্রিয়তম। তাঁকেই রণজয়ের পুরস্কার-মতির মালা দিয়েছিলেন, তাই এখন মনে হচ্ছে। তা বাবা তুমি কঁাদলে কেন ?

কুন্ত। কাল্ল যে এল তা আমি কি করব ; একটা ছোট ছেলে যদি অমনি তোর কাছে নাচতে নাচতে এসে মা বলে, তুই কি কঁাদিসনে ? এই দেখ না তুই এখনি কঁাদবি আমি তোর গলা জড়িয়ে ধরি। মা—মা—মা।

আশা। কেন কেন বাবা আমার, বাবা কুনারাকে ডায় কস্তানমেহ আগে বুঝিয়ে দিলে।

কুন্ত। হ্যাঁ মা যে আমার ফুল দেয়, সে আজ দিলে না ?

আশা। আমি তোমার ফুল তুলে তোড়া বেঁধে এনে দিচ্ছি আমি এখানে জায়গা বসে।

[কুন্তকে বসাইয়া আশাবর্তীর প্রস্থান।]

কুন্ত। চাঁদি মাগা চাঁদি মাগা টি দিয়ে যা।

কোলে দোলে রতনমণি চুমো খেয়ে যা।

(অরুণতী ও ভাগীরথীর প্রবেশ)

অরু। কই আশা কোথায় গেল? ভাগীরথী তোর কি ভীম-
রতি হয়েছে—দেখ না খুঁজে; আজ তার বে সাজবে গুজবে,
না এই ঠিক ছপূর বেলায় বাগানে এল। তবু ভাগী দাঁড়িয়ে
রইলি, আশাকে খুঁজে ডেকে আন না।

কুন্ত। মা মা কোথায় গেলি? বড় ক্রিদে পেয়েছে একটা
আমায় পেঁড়া দে।

ভাগী। ও বাবা একি! ওমা ঐ দেখ দেখ, ঝাউবনের ভিতর
শাদাপানা কি নড়ছে। ও বাবা ও বাবা রাম রাম রাম।
(পলায়নোত্তর)

অরু। ও ভাগী তুই কোথা যাস কোথা যাস? ভয় কি,
তোর চুলে বাবা ঠাকুরের মাছলি আছে।

ভাগী। আর মাছলি আছে! ঝাড় ভাঙ্গলে তখন কি হবে?

কুন্ত। ওমা দোলাটা ছলিচ্ছে দে?

অরু। রাম রাম ওকি সত্যি ভূত নাকি? আমার বাড়ীর
জগান কোণে কালভৈরবের নো পোতা আছে, ভূত আসবে
কেমন করে? ভাগী আগি যাই, তুই মেয়েকে বুকে নিয়ে আর।

[প্রস্থান]

ভাগী। ও গিন্নী ওই বংলো পালালে বুঝি, পালালে বুঝি।
স্বামী রাম।

আমল-বন্ধু

(পুরোহিত উদরাময়নামীর প্রবেশ)

উদ। উঃ ভারী ভেক ! দিগ্গজ সব পণ্ডিত এসেছেন,
আমার সঙ্গে সব তর্ক ! ক চ ট ত প, ঝ ড দ ঘ ভ, সহর্ষে
ইতি পরাণের রঘুবংশের সমস্ত শ্লোকই আমার কণ্ঠাগত, আমার
কি না বিবাহ শাস্ত্রের মন্ত্রার্থ বিজ্ঞাসা করে ! আরে দূর দূর,
লোমহর্ষণের মুদ্রারাক্ষস তত্ত্বের নিরুক্ত অধারে বিবাহের সমস্ত
শ্রীমাংসাই খণ্ড খণ্ড খণ্ডীকৃত বিভজিত বিবস্ত্রত হয়ে আছে, তা
সকলই আমার উদরস্থ । কই গৃহকত্রী অরুদ্ধতী কই ?

ভাগী । ওমা পুরুতঠাকুর যে, ও উদরাময় ঠাকুর ।

উদ । উদরাময় নয়—উদরায়ণ ।

ভাগী । তা হ'লই বা তোমার উদরাময়, ক্ষতি কি ?

উদ । ক্ষতি প্রতিদিন একটী করে পক্ষ বেলা আবশ্যক ;
উদরাময় কি সহজ বস্তু ! স্মৃতিসারের বিনিময়, আমি তা নই
তা নই ।

কুন্ত । ওমা তবে আমার শিয়ালে নিয়ে যাক ।

উদ । ও ভাগীরথী মধ্যাহ্নকালে একি ভূতোক্তি !

ভাগী । পুরুতঠাকুর আমার ধর আমার ধর, আমার চুলে
বাবাঠাকুরের মাছলি আছে, তাই ধরে আমার পড় । (পুরুতকে
জড়াইয়া ধরা)

উদ । একি একি তুমি যে আমার চপেটাবাত করে ?
আরে বিচ্ছেদ হও বিচ্ছেদ হও, আমার সতীত্ব নাশ হবে—সতীত্ব
নাশ হবে ।

ভাগী । ও উদরাময় ঠাকুর, ও উদরাময় ঠাকুর আমার
মক্ষা কর মক্ষা কর, আমার চোখ টিপে ধর ।

উদ। আরে বিচ্ছেদ কর বিচ্ছেদ কর, ব্রাহ্মণী দেখলে
আমায় কি বলবে! আরে সতীত্ব নাশ হ'ল সতীত্ব নাশ হ'ল।

কুন্ত। (অগ্রসর হইয়া) ও হাড়গিলে ও হাড়গিলে তোমরা
হুজনে ঝটাপটী করছো কেন? শোন শোন, মা—আমার মা
কোথায় গেল? আমার কে দুধ খাইয়ে দেবে।

উদ। ভাগীরথী! ভাগীরথী এ বালভূত, মহাকালের
মানভূতো সৌন্দর্য; আমার ছাড় অত পেট টিপ না, আমার
গর্ভস্রাব হবে। (ভাগীরথীকে দূরে নিক্ষেপ)।

ভাগী। আমি নেই আমি নেই চোখ বুজেছি কেউ যেন
আমায় দেখতে না পায়। রাম রাম রাম।

উদ। ধূল মস্তুর ধূল মস্তুর যা বা উড়ে যা,
ভূত, প্রেত, চড়েল, হাঁ করে গে যা;
কে ওড়াগাছের পাতা, কেউটেসাপের মাথা;
গেঁড়ী গুল্লীর হাড়, গিরগিটের ঘাড়,
ছাড় ছাড় যা বা তফাৎ তফাৎ যা।

(পৃথিবীর প্রবেশ)।

পৃথী। বাবা বাবা আমি জানতেন না আপনি এ বাগানো
আছেন, কোথায় আপনি?

ভাগী। ও জামাই ও জানাই এগান থেকে পালাও, আজ
তোমার হাতে মৃত্যু।

পৃথী। তুমি ও যে এখানে?

ভাগী। ও জামাই পালাও, সৌন্দা ছেলেকে আগে ধরে;
মামার নিয়ে চল, পা নেহিরে পড়ছে—চলত পাচ্ছিনা।

আদর্শ-বন্ধু ।

পৃথী । সে কি তোমার কি হয়েছে ? বাবা কোথায় ?
বাবা বাবা আপনি এখানে ? সঙ্গে কেউ নাই ? (প্রণাম)

উদ । ধরেছে ধরেছে বরকে ধরেছে এ বাবা সোজা ভূত
নয় ! পলারতঞ্চ, কচ্ছং ধূলিতং টিকিং দুলিতং যৎপলায়ন্তি
সজীবতি । (উদরারগের পলারন)

ভাগী । ও পুরুত ঠাকুর আমার একেলা ফেলে একেলা ফেলে ।

[প্রস্থান ।

পৃথী । ভয় নাই ভাগীরথী আমার বাবা, বাবা বাবা আপনার
আশীর্বাদে আজ যে আমার বিবাহ ; আপনি যে আমার
শ্বশুরালয়ে এসেছেন বুঝুননা বুঝুননা, আপনি নব বধূ ঘরে নিয়ে
যাবেন, সে কত যত্ন করবে ।

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা । বাবা বাবা এই দেখ আমি কত ফুল এনেছি ; একি
একি তুমি এখানে !

(যমুনা, কমলা, ভদ্রা প্রভৃতি পুরকজাগণের প্রবেশ)

যমুনা । ভোমরা আসে মধু আশে

পেলে ফুলের বাস ।

যার বেখানে সেই, সেই

ছোটো তারির পাশ ॥

কে জানে ভাই নাম করবো না

যদি রাগে কেউ ।

স্রোতের মুখে বাতাস পেলে

আপনি উঠবে ঢেউ ॥

আশা । পিতা বড় ফুল ভাল বাসেন তাই আমিও তাঁর মতো
নানা রকম ফুল তুলে এনেছি ।

পৃথ্বী । আশাবতী তুমি এর মধ্যেই পিতার সেবা আরম্ভ
করেছ, শুঁকে এখানে আনলে কে ?

আশা । আমিই লোক পাঠিয়ে আনিয়েছি ।

পৃথ্বী । মিছে আনা, আহা কিছুই বুঝতে পাচ্ছেন না !

আশা । তবু তবু—

পৃথ্বী । তবু তুমি বেশ করেছ ।

কুন্ত । আমার ঘুম পাচ্ছে বড় ঘুম পাচ্ছে, কে আমার
ভাইয়ে দেবে ?

আশা । ঘুম পেয়েছে—শোবেন ? (পৃথ্বীর প্রতি) তুমি এই
খানে থাক আমি বাবাকে ভাইয়ে রেখে আসি । বাবা উঠুন,
চলুন আমি আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসি ।

[প্রস্থান ।

ভদ্রা । এরা ভাই আর ঠিক বর কেন নয়, ছেলে বেলা
থেকে যাওয়া আসা, একসঙ্গে খেলা, এ যেন ভাই বোনে বে ।
কেন ভাই তোমাদের ভাই বোনে বে হচ্ছে না ? এতে বড়
আমোদ—কেন ?

পৃথ্বী । কি করে বলবো বল, তুমি তোমার ভগ্নধর দাদাকে
বিয়ে করে দেখনা, ভাই বোনে বেতে কেন আমোদ হয় বুঝতে
পারবে ।

ভদ্রা । বাও ।

পৃথ্বী । কেন তার বেলা যাও কেন, হী ঘুমুনা আমি

কি মন্দ বলেছি ? ভদ্রাই তো বলে ভাই ঘোনে বেতে বড় আমোদ, আমিও ওকে সেই আনোদই করতে বলছি এ আর অন্যায়াটা কি ?

যমুনা। তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কব না। আমাদের খেলার সাথী আশাবতীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আবার সেধে সেধে ভাব করতে আসছেন ; এমন বেহারা পুরুষ দেখিনি।

পৃথ্বী। বেহারা পুরুষ না দেখতে পার, কিন্তু বেহারা মেয়ে তো দেখেছ ?

যমুনা। হ্যাঁ দেখিছি কোথায় দেখিছি ?

পৃথ্বী। কেন তোমার আরসীতে।

যমুনা। কোণায় ?

কমলা। হ্যাঁলা যমুনা তুই এমন ল্যাকা, তৌকেই বেহারা বলে গাল দিলে বুঝতে পাচ্ছিসনি ?

যমুনা। আমি তো অত শাস্ত্রও পড়িনি, মন্দুরানগর খেপে রক্তও শিখে আসিনি।

পৃথ্বী। তা চল তোমার সখীর সঙ্গে আমাদের ঘরে চল, যত চাও রক্ত শিরিয়ে দেব এখন।

যমুনা। যাকে শিখাবার তাকেই আগে শিখাও, আমাদের রক্ত শিখাবার লোক আছে।

কমলা। দূর পোড়াকপালী কি বলছিল।

যমুনা। কেন আমার ঘাঁটায় কেন ?

কমলা। তা ও কথায় কি ঐ জবাব ? বল, যে আমার রক্ত শিখাবে সে পূর্ব অঙ্গে আরেক ভঙ্গী করেছে।

(ভাগীরথীর পুনঃ প্রবেশ)

ভাগী । তা তপিস্তে কর—এইখানে বসেই তপিস্তে কর,
খুব কর ; মুণ্ডমালা টালা ছাই টাই এনে দেব নাকি ?

কমলা । তোর খাওয়া হয়ে গেছে না ?

ভাগী । কেন হবে না, কাকুর তো আর খার করে খেতে হয়
না ? খেটেছি খুটেছি পেট ভ'রে খেয়েছি ।

কমলা । তবে আর ছাই পাবি কোথায় যে আনবি ?

ভাগী । আমি কি ছাই খাই নাকি ?

কমলা । তা তুই আপনি বোঝ আমি কি কিছু বলেছি,
এখন কি দরকার বল ।

ভাগী । দরকার আর কি,—বর কার ?

খমুনা । কেন আশাবতীর ।

ভাগী । তবে তোমরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কুঞ্জের ভিতর
তপিস্তে ক'চ্ছ কেন ?

কমলা । তোর জন্যে, আমরা সকলে প'ড়ে হাতে ধ'রে
বুসিয়ে স্নসিয়ে বলছিলুম, “যে দেখে ভাগীরথী থাকতে আশাবতীকে
বে করাটা তোমার ভাল দেখায়না ; লোকে বলবে পৃথ্বীধরের
চোখ নেই, তাই সুন্দর কুৎসিত চিন্তে পারে না ; বল্লম ভাগী-
রথীর চেহারার চটকে কত বড় বড় ভূত প্রেত আটক পড়ে” ।

ভাগী । ওগো ওগো ওগো, থাম থাম থাম ; আমরাও পুরুষ
দেখেছি—ঠাট্টাও বঁধি,—আমাদেরও বয়স ছিল মার পেটে থেকে
পড়েই বড় হইনি ।

পৃথ্বী । কই তুমি ভেগন বুড়ো কই ? তোমার তো এখন
বয়স হয়েছে দেখায় না ।

ভাগী। শোন শোন শোন ভক্তলোকের কথা শোন, যাঁরা রূপ
চেনে, যাঁদের চোখ আছে তাঁদের কথা শোন; যৈবনের গুমরে
ফেটে পড়লেই হয় না। রূপ যৈবন চিরদিন থাকে না থাকে না—
এ যে কি গান আছে না—কি, যৈবন কি ?—

কমলা। (ভাগীর হাত ধরিয়া) কি গান বল না ভাই গেয়ে
দিল, তোর পায়ে পড়ি।

ভাগী। আমি কি গান গাইতে জানি।

পৃথী। তা গাও না, তোমার গলা তো মন্দ নয়।

ভাগী। না—না অমনি এক রকম, অভ্যাস নেই—কমলা
নেই।

কমলা। তা বই কি, শুনেছি সকালে ভাগীরথী হুঁহাতে
ছোটো ডানপুরা নিয়ে তানসেনের গোয়ের উপর বসে মহম্মদী
খেয়াল গাইত।

যমুনা। আর শিরাল গুলো সব বাহবা বাহবা করতো।

ভক্তা। এই যে, তবে নাকি যমুনা কথা কইতে জানে না ?
খন ভাগীরথী দিদি গাক, শোন।

ভাগী। এঁা—উঁ—হঁ—(সুরে) তানা নানা দিন নানা না—
সকলে। বাহবা বাহবা।

ভাগী। ধুম তানা নানা নানা—এঁা এঁ

(গীত)

এ যৈবন চিরদিন নয়।

(লব) যৈবন চিরদিন নয়।

ভাই করি মানা করিলেনেকো অপচর ॥

যেমন জরুর মাসে ভরা গাঙ্গে বাঁড়াবাঁড়ির বাণ,

এক জোয়ারে আসে দুটে,

উথলে ওঠে বাড়ার লারীর মান ;

আবার দেখতে দেখতে পড়ে তাঁটা

তখন কাদা বাঁটা হয় ।

লবীন লারী কেন্দ্রে মরে যৈবন হ'লে কয় ॥

সকলে । বাহবা বাহবা কে বলে তোমার বয়স গিয়েছে ?

(গীত)

কে বলে যৌবন গিয়েছে চলে ।

আঁধাণে প্লাবন যেন কূলে কূলে উথলে ॥

পুরস্কৃত বাসন্তীলতা, আগা মূলে ভরা পাতা,

বদনে চাঁদিনী খেলে, আঁধিতে জোনাকী জলে ।

(রস) ঢল ঢল ঢল ঢল ঢলকে পড়ে,

(রূপ) টল টল টল টল দোলে ঝড়ে,

বয়স গিয়েছে, গেছে সরস প্রাণে প্রাণ তো দলে ॥

যমুনা । ওমা ওমা মাসী যে ।

(অরুণতীর পুনঃ প্রবেশ)

অরু । বাঃ বাঃ বাঃ তোদের কাণ্ডখানা বেশ বাহোক ;

এঁা অবাক কল্লি যে ! ওদিকে সব প'ড়ে রয়েছে আর তোর

এখানে খেই খেই করে নেচে গান কচ্ছিস ? আর বাবাজী তুমিও

নিশ্চিন্ত হ'য়ে এদের রক্ত দেখছো, তোমার না আঁধ বে ?

পূর্ণী । না মা এই আমি বাড়ীর ভিতর যাচ্ছি ।

[প্রস্থান ।

ভাগী। তাই তো বল্লম, যে জাগাইলী তোমার আজ এই
বীতিকিছু বিপদের দিন।

অরু। ওকি কথারে মাসী ? শুভদিন—বিপদ কিরে !

ভাগী। ও তাই হ'ল একটা বিটকেল কাণ্ড তো আজ
হবে, তা আজ আর গান শুনে কাজ নেই, আর একদিন তখন
শোনাব।

অরু। এ্যা তুই কি বলছিস ? হাঁরে যমুনা আমি ঘুমিয়ে না
জেগে ? ভাগী গান গাচ্ছিলো নাকি ? ভাগী ভাগী ভাগী গান
গাচ্ছিলি কিলো ! হাঁরে মাসী তুই গান গাচ্ছিলি কিলো ?

কমলা। তা মাসী নেটা যেন আমাদের দোষ, আমরা যেন
গাইতে বলেছিলুম, কিন্তু ও নাচলে কেন ? আমরা তো আর
নাচতে বলিনি।

অরু। এ্যা নাচলে ! ভাগী নাচলে !

কমলা। ঘুরে ঘুরে মাসী ঘুরে ঘুরে, চোক ন'টকে, কাঁকালে
হাত দে।

ভাগী। আর তোমরা নাচনি ?

অরু। বেশ করেছে নেচেছে, ওদের নাচবার বয়স নেচেছে
তা মলে তুই ? আজ আমুক দিনকর, তাকে ব'লে মাসীকে ঠাণ্ডা
গারদে পাঠাচ্ছি।

ভাগী। কি ঠাণ্ডা গারদে পাঠাবে, আমি পাগল নাকি ?
আমার খুসি আমি গাটবো, আমার খুসি আমি নাচবো। আজ
বাসর ঘরে নাচবো গাইবো ; আমার আশাবতীর বে আমি নাচবো
না ? ওরা নাচের কি জানে ?

মমুনা। হ্যা ভাগী দিদি তুমি নাচ দেখেছিলে কার কাছে ?

অরু । ওর সেই মিন্সে যখন বেঁচেছিল সে যে ভালুক নাচাত, তাই দেখে শিখেছে । এখন আর সব গৌছগাছ করবি আর, আজ কি বসে গল্প করবার সময় ? আর সব আর ।

[ভাগীরথী বাতীত সকলের প্রস্থান ।

ভাগী । গাব না, কেন গাব না ?
যেবন চির দিন রয় না ।
শোন হীরেমন হুরী নয়না ॥

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাক ।

অলিন্দ ।

(পৃথী ও আশাবতী ।)

আশা । জীলোকে সন্তান গর্ভে ধরে মায়ের সুখ মায়ের আহ্লাদ বুঝতে পারে, কিন্তু আমি কি ভাগ্যবতী ! বাঁবাকে পেয়ে আমি মালা বদলের আগেই সেই অনির্কচনীয় মধুর আনন্দ উপভোগ করি ।

পৃথী । স্নেহময়ী আশাবতী—মমতা মাখান আশাবতী আমার, জানতুম তুমি কেবল খেলিয়ে বেড়াও ; গান গাওয়া ফুল তোলা আমোদ করা যেন তোমার জীবনের সর্বস্ব, এই সম্রাটের কুঞ্জই যেন তোমার সমস্ত জগত, কিন্তু জানতুম না ঐ শূন্যগর্ভ বিহীনহরী, এই নৃত্যশীল বীচিমালায় গভীর তলে এত রাশি রাশি উজলি

রত্ন লুকাইত আছে। কোথায় গেলে তুমি এই মধুর গান্ধীবা,
কোথায় গেলে তুমি এই কোমল রেহের সৌন্দর্য্য। জননী খেলা
খেলতে কোথায় শিখলে তুমি প্রিয়তমে— পিতা আমার এরই
মধ্যে অঞ্চলের বেহে আবদ্ধ হয়েছেন, এরই মধ্যে তোমার ঈঙ্গিত
আদর বুঝতে শিখেছেন, এরই মধ্যে সত্য সত্যই যেন তোমাকে
আপনার মমতাময়ী মা ব'লে চিনেছেন; তুমি যেমন আদর ক'রে
ভুলিয়ে সহজে আজ রুখ খাওয়ালে, মাতা আপনার ক্রোড়স্থ
শিশুকে পারে কি না সন্দেহ।

আশা। পৃথিবীর তুমি আমার বালাসখা—আজ আমার
প্রাণসখা, রজনীতে আমার প্রাণপতি হবে। তোমার কাছে আমি
লজ্জা জানি না, মাম জানি না, ভাগ জানি না; সয়ল মনে বলছি
যে এ আনন্দ আমার হৃদয়ে ধরছে না; কিন্তু প্রিয়তম, এই স্নেহের
উপরও যদি কিছু স্নেহ থাকে সে পিতাকে বড় ক'রে, তাঁর এই
বিবাদ মাথা মধুর শৈশবের সেবা ক'রে সে স্নেহ আমার হচ্ছে।
আমি সত্য বলছি, আমার মনে হচ্ছে আমি একটি সন্ত প্রসূত
মহা-সুখের কোলে পেরেছি; প্রিয়তম আমার এক একবার ভয়
হচ্ছে,—এত স্নেহ এত আনন্দ এত সৌভাগ্য ভোঁ কারুর ললাটে
ঘটে না, আমার কি সহিবে।

পৃথী। হি হি কুসুমকলি আমার, ও কথা কি মনে আমতে
আছে। তোমার মত মাধুরীময়ী সরলার পানে দেবতারও সহজে
দৃষ্টি ফরেন, আপরিনী। পূর্ণচন্দ্রের কিরণ, বসন্তের সমীরণ, কমলের
সৌরভ, কমলাই সৌরভ, দেবতার দর, মানবের মামা, জগতের
অমর্য্যাক সমস্ত সৌন্দর্য্য যদি একীভূত হয় তা হলে তাঁর নাম হয়
আশাবতী।

আশা । দেখ তুমি অমন ক'রে বেশী আদর দিলে আমার
মাথা ঘুরে যাবে, আমি ছুঁট হব ।

পৃথ্বী । তুমি ছুঁট হও ছুঁট হও, আমি সব তুষ্ট থাকবো ;
এখন বল দেখি তোমার সেই সাধের বাগান বাড়ী নেওয়াই কি
স্থির হ'ল, সেই খানেই কি সংসার পাতবে ?

আশা । প্রিয়তম অতি মনোরম স্থল !

স্বচ্ছজলে টল টল হ্রদ
 শুয়ে আছে গিরি কোলে,
 হ্রদে ফুল কোকনদ
 হাসিতেছে রাশি রাশি ;
 তলে বালু দেখা যায়,
 রজত শকরী খেলিছে তথায়,
 তীরে বসুমতী তুলিছে তরঙ্গ ;
 শৃঙ্গের উপরে শৃঙ্গ সুরঙ্গে বিহরে,
 গ্রাম তৃণদলে আবরিত কায়
 তরলতা কত শোভা পায়,
 থরে থরে
 পাতার নাকারে ফুটিয়াছে কুলদল,
 পরিমল পবন ছড়ায় ।
 শাখী পরে
 ঝাঁকে ঝাঁকে বসে নানা শাখী—
 বিবিধ বরণ নয়ন রঞ্জন,
 খেয়ে বিনিমূলে কেনা ফল
 অকৃত্রিম উপহার,

আদর্শ-বন্ধু ।

মন সুখে তোলে স্বর লহরে লহরে ।

সেই গানে মিলাইয়া তান

নিখরিনী গিরি-গায় গড়াইয়া পড়ে ।

ছাওয়া উলুথড়ে,

রমণীয়শ্রেণ তথায়

ভরা নব তৃণ বাসে,

সুখের আবাস স্বপনের ছবি মন !

নিরঞ্জে

প্রেম আলাপনে রহিব হৃদয়ে ।

আহা মনে হয়

ববে চন্দ্রিকা নিশায়,

পাতায় পাতায় রক্ত মাথায় শলী ;

নীরদ ঘোমটা খুলি

হৃদ জলে দেখে নিজ মুখ ;

ছাড়িয়া অমরা,

আসিয়া অপরাধ

সেই জলে করে স্নান ;

করে গান নেটে নেচে

সুকোমল গিরিতলে

দলিয়া ঘাসের কুসুম চরণে ।

পৃথী । কল্পনা লইয়ে খেলা

সীদা তব দেখি বালা ।

আশা । সত্য বটে

স্বভাবের মাধুরীতে যোদ্ধার কি কাজ ;

রণ হুহুকার, ধমুক টঙ্কার
 নৃত্য গীত বার ;
 শত্রু করে পলায়ন
 সেই চিত্র দরশন,
 কি সম্বন্ধ তার করনার সনে !
 কিন্তু আছে প্রভু
 অস্ত্র প্রলোভন টানিতে তোমার সেথা ;
 মিত্র প্রেম—
 কাঁদে বাঁধা যার ভূমি,
 অভিন্ন হৃদয় অস্ত্র কণেবর তব,
 সেই দিনকর
 করিয়াছে কানন রচনা তথা ।
 আহা আহা হাসি আসিয়াছে মুখে,
 আহ্লাদেতে গদ গদ দেখি !
 প্রণয়ে আমার নাহি কিছু ধার,
 কিন্তু রবে বন্ধু সন্নিধানে
 তাই এ আনন্দ তব ।
 পৃথ্বী । আপনি কি দিনকর
 করেন তথায় বাস ?
 আশা । না ।
 কিন্তু প্রেমময়ী হিরণ্ময়ী তাঁর
 ল'য়ে আপন সন্তানে
 (মরি মরি কি সুন্দর সোপার সে শিশু ।)
 গেছে জুড়াইতে সেথা,

আদর্শ-বন্ধু ।

তাজি

নগরের বন্ধ বায়ু, ঘোর কলরব ।

পেলে অবসর তব বন্ধুবর

যান তথা দেখিতে তা'দের ।

এখন—এখন বল পৃথীধর

প্রণয়ের ঘর মোর বাঁধিবে সেখানে ?

পৃথী । আদর আমার

হ'য়ে তুমি কর্ণধার যদি ধর হাল,

সুখে তুলে পাল হেলায় যাইতে পারি

সুদূর সাগর পারে,

স্বামচক্র সেতুবন্ধ করি উত্তরণ ;

নিকটে বিপিন বাস

নিতান্ত লামাত্র কথা ।

আশা । ভাল জান

ভুলাইতে সুমধুর তোবামোদে ;

দেখ পুনঃ

স্বভাবের সেই খেলা ঘরে,

খেলিবে আদরে

আমাদের স্ববির সন্ধান,—

ভোলা মন বিতীর শৈশবে ।

পৃথী । বন্ধ সাধ হ'তে সন্তানের যাত্রা ।

(সহকার্য প্রবেশ)

আশা । কিরে লটকা ।

লটকা । হামার রাজা কুখ্য ? হামি যে শুনলো সে তোদের কাছে আছে, আর একটা সর্দার হামারে বোল্লো তু তাকু ডাকি আন, বড়া ভারি কাম আছে ।

পৃথী । তিনি এইখানেই আছেন আমাদের সঙ্গে দেবদর্শনে বাবেন ; যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয়, যাও লিছনে ঐ নেবু-বাগানে তাঁর দেখা পাবে ।

লটকা । ভাল ।

[প্রস্থান ।

পৃথী । আবার কি হ'ল এখন কি প্রয়োজন ? আমাদের এই শুভকার্যে বন্ধু উপস্থিত থাকতে পারবেন না নাকি ?

আশা । ইস থাকবেন না—কেন থাকবেন না ? তাঁকে খুঁজতে এসেছে লোকটা কে ?

পৃথী । ওটা একটা ভীল, ওকে ছেলেবেলা ডাকাতরা ধ'রে এনে এখানে বিক্রী করে, তার পর দিনকর কিনে নেন ; একটু বড় হ'লেই দিনকর ওকে স্বাধীনতা দিচ্ছিলেন ; কিন্তু ও কোন মতেই গেলনা স্বৈচ্ছায় ভৃত্য হ'য়ে রইলো ; ও বলে দিনকরের মত সদয় হৃদয় মহাপুরুষের সেবা করায় স্বাধীনতা অপেক্ষা অধিক সুখ, অধিক আনন্দ ।

আশা । দেখ তুমি খাম, ঘুরিয়ে কিরিয়ে কোন মতে বন্ধুর একটা কথা পেলেই অমনি তাঁর গুণ রাখা আরম্ভ হলো । দেখ সত্যি বলছি আমি যদি তোমার ষোড়াকে, কি একটা পাখীকে বেশী আদর করতে দেখি তা হলেও আমার মনে মনে রিষ হবে, আমি ভারী রাগ করবো ; কেন তুমি আর কা'কেও আমার চেয়ে ভালবাসবে ?

পৃথী। কা'কে তোমার চেয়ে ভালবেসেছি ?

আশা। কেন তোমার বন্ধুকে ? তাঁকে তুমি প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাস না ?

পৃথী। বাসি, সত্য বাসি, সেও আমার তেমনি ভালবাসে।

আশা। তবে আমাকে কেমন ভালবাস।

পৃথী। তোমায় আমি শুধু ভালবাসি, কেমনও নেই এমনও নেই।

ভালবাসা তোরে জীবন আমার,

অন্ত প্রাণ নাহি মোর।

আশাবস্তী তুমি তুমি,

আমিও যে তুমি,

তব মুখ চুমি

পৃথীধর নাহি আমি আর,

আমিও গিয়েছে আমার।

হৃদয় কলস ভরি ভালাবাসা জল

ঢালিয়া দিয়াছি তব প্রণয় স্বীরোদে ;

মিশে গেছে জলে জল।

স্বপ্নাময় হয়ে গেছি মিশিয়া তোমাতে,

নাহি ভিন্নকায় ভিন্ন প্রাণ

ভিন্নবৃত্তি ভিন্ন পৃথী আর।

আশা। কথক ঠাকুর নয়কার নয়কার।

তবে আর কেন

এট এট আসে দিনকর।

(দিনকরের প্রবেশ)

দিন । পৃথি—

আশাবতী না জানিবে কিছু ।

আশাবতী করি আশীর্বাদ

অবিবাদে অবিচ্ছেদে ভুঞ্জ পতি স্তম্ভ ;

দেবগণ

কৃপা বরিষণ করুন তোমার শিরে,

দেব কৃপা রহক তোমা'রে ঘিরে,

দিবারাতি সাথে সাথে

দেবগণ রক্ষুণ তোমা'রে ।

পৃথী বলি শোন,—

(জনান্তিকে) জান কি—জান কি পৃথী,

এই মাত্র কি শুনিছ আমি !

আশা । হে ধার্মিক

তব আশীর্বাদ বিকল না হবে ।

দেখ সখা এই পৃথী তব

সারা বেলা ধ'রে বিমুক্ত অন্তরে,

কেবল বলিতে ছিল কত ভক্তি ভরে

ভালবাসে সে তোমা'র ;

“দিনকর ভাই দিনকর ভাই”

আর কথা নাই ।

দিন । কি আর কথা নাই এই সারা বেলা ?

প্রেমের প্রলাপে

করেনি আলাপ আশাবতী সনে ।

আদম-বন্ধু ।

(জনান্তিকে) সর্বনাশ আমাদের !

অধু আমাদের নয়—

অভাগী জনম ভূমি পৃথী !

পৃথী । সে কি কথা বল স্পষ্ট করি ।

দিন । (জনান্তিকে) বুঝেছি কি পৃথীধর ।

রাজার রাজত্ব পুনঃ !

পৃথী । সে কি ? কোথায় ? কে রাজা ? অসম্ভব ।

দিন । সত্য সত্য

সত্য আমি বলি শুন,

দণ্ডার পরিবে আক্ৰি রাজার মুকুট ;

তারি আজ্ঞাধীন সৈন্তগণ

সারি দিয়ে দাঁড়ায়েছে পথে ।

পৃথী । কিন্তু ভা'রাত !—

ভরাতুর হর্ষল ভা'রাত

সত্যই কি মত দেবে ইথে ?

নাহি—নাহি কি হে কেহ

একজন বাধা দিতে তারে ?

দিন । বাধা দিবে তারে !

(প্রকাশ্যে) দেবগণ দেবগণ

হও সঁহায় আমার,

কিন্তু করহ বিনাশ,

আমি বাধা দিব তারে ।

আমি—আমি—আমি—

অনল গহ্বর গিরি

করে যদি অগ্রুপাত স্বপক্ষে তাহার ।

আসে ভৈরব বেতাল

দখিটির সমস্ত কঙ্কাল,

বজ্ররূপে পুরে তার অনাগার,

বিপক্ষে একাকী দাঁড়াই আমি ।

একাকী—একাকী !

হাঃ হাঃ কোথা গেল,

ভুলিয়াছি ছুরিকা আমার ।

আশা । একি একি পৃথ্বীধর !

পৃথ্বী । অকস্মাৎ ঘটেছে ঘটনা,

রাজ্যে গোলযোগ

আলোড়িত হৃদি তাই হয়েছে সখার ;

ধৈর্য্যধর আশাবতী কিছু নাহি ভয় ।

দিন । পৃথ্বীধর

এসেছিহু শুভকার্য্যে বিবাহ সভার,

শান্তির আবাসে

শান্তবেশে আসিতে উচিত,

সে কারণ নিরস্ত্র এখন ;

সখা সেহ মোরে তব তরবারি ।

পৃথ্বী । কেন—কি করিবে ?

দিন । যা করি—দাও—দাও ।

আশা । পৃথ্বীধর ! পৃথ্বীধর

মোর দিবা

বল কিবা অভিসন্ধি বন্ধুর তোমার !

পৃথী । দিনকর কোথায় যাইবে বল ?

দিন । ভা'রাত সভায় ।

পৃথী । তবে আমি যাব তব সাথে ।

আশা । কখনই না ।

দিন । না—জ্বাল বলিয়াছ সখী,

কখনই না ।

(জনান্তিকে) না না কখন হবে না তা ;

কি করিবে গিয়া সাথে ?

ভা'রাতের বিধিমাতে

যোদ্ধার নিষেধ

অস্ত্র হাতে প্রবেশিতে সভাতলে ;

তবে মম সনে গমনে কি ফল ?

আশাবতী

লও লও, লয়ে যাও বরে ধ'রে,

দেবগণ রাখুন দৌহারে স্নেহে ।

পৃথী । ভাল প্রতিজ্ঞা করহ তবে,

আবাল্য সখ্যতার করহ শপথ,

ধৈর্য্য ধ'রে র'হব কার্য্যকালে ;

উন্নত রৌপ্যের বশে না করিবে কিছু ;

হুঃসাধ্য হুঃকর কার্য্যে ভুলিবে না কর ।

দিন । স্থির কর মন,

ক্রোধে বোধাবোধ শুল্ল নাহি হব ।

(উভয়ের হাতে হাতে মিলাইয়া ।)

ভাগ্যবতী দেহের পুতলি ।

প্রিয়তম পৃথ্বীধর
এতদিন আছিল আমার,
প্রফুল্ল হৃদয়ে
আজি হ'তে দিলাম তোমার ।
আসি তবে—বিদায় এখন ।

পৃথ্বী । না—

আমি যাব তব সাথে—
দিন । আশাবতী লয়ে বাও হাত ধ'রে,
আদর জাননা ?
হয় তো
মগন সময় পুনঃ হব উপস্থিত
হইতে মগন তোমাদের সাথে স্নেহে ।

[পৃথ্বী ও আশার প্রস্থান ।

দিন । এই বার—

এই বার মনাবতী তোমার সেবায়
থাকে কিবা বার প্রাণ, তুচ্ছ এই কায় !

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

ভা'রাত সভা ।

মতিচাঁদ, ছলাই, সর্দারগণ ও দণ্ডার সিংহ ।

ছলাই । এঁরা, না করিতে আক্রমণ,

এত শীঘ্র

পলাইল শত্রুর আগে হ'তে !

দণ্ডার। হে সুধীর সর্দার মণ্ডলী
 রাজ্যের ভূষণ সবে,
 কি কবে অধিক দাস ;
 সবে মাত্র করেছি সজ্জিত
 অসীম সাহসী রাজ্যের হিঁতৈবী
 মম বীরদলে,
 কোথা হ'তে
 ঠিক যাহ বলে যেন
 বার্তা গেল চ'লে বিপক্ষ শিবিরে
 ছিল ভ্রূক, পেল শঙ্কা
 থামিল যুদ্ধের ডঙ্কা,
 তাহু ভুলে পলাইল পাহাড়ীয়া দল,
 বস্ত পণ্ডর সমান
 আপন বিবরে সবে ;
 চর মুখে পেয়ে সমাচার
 করিলাম সসজ্জমে সবার গোঁচর ;
 রাজ্যের মঙ্গল হেতু হয়ে জ্ঞানহারা
 লজ্বন করেছি বিধি ;
 প্রস্তুত শান্তির তরে ।

মতি । হে পণ্ডিত সর্দার সম্মন,
 ভ্রাতৃগণ করহ শ্রবণ ।
 সত্য বটে
 ভা'রাতের অহমাত আগে,
 প্রবেশিরা গড়ে

খুলি স্বপ্নের ভাণ্ডার,
 বিধি বহির্ভূত কাজ করেছে দণ্ডার ;
 সত্য বটে
 আপনার মনের মহত্ব শুণে,
 দোষ করিয়ে স্বীকার
 যাচিছে আপন মুখে আপনার দণ্ড ;
 কিন্তু সবার ইচ্ছায়
 ভা'রাতের সভাপতি আমি ;
 শুন সবে মম অতিপ্রায় ।
 দূরে যাক দণ্ডারে দণ্ডের কথা,—
 যেই ভীষণ বিপদে
 আজি সবে গেছ পরিত্রাণ,
 হ'ল রক্ষা মন্দাবতী বিপদের করে,
 বিনা রক্তপাত প্রজাকর অর্থ ব্যয়,
 একমাত্র
 সেনানীর অশূর্য্য বুদ্ধির বলে ।
 উচিত সবার হয় এই সভাতলে
 প্রদানিতে বীরমালা সেনাপতি গলে ।
 দণ্ডার !—
 আজি প্রকাশ্য সভায়
 এ ভা'রাত ধন্যবাদ দিতেছে তোমার ।
 দণ্ডার । মান্যবর সভাপতি ।
 অতি দীন বোকা আমি,
 ভূত্ব তব এ রাজ্য সেবক,

পালন করেছি মাত্র কর্তব্য আমার
ইথে আর পুরস্কার কিবা প্রয়োজন !
কোন গুণে ল'ব ধন্যবাদ ?
কর্মফলে প্রভুদল সম্বলিত সবাই,
ধন্যবাদ এ অধিক নাহি আমি চাই ।

হুলাই । না না

তব্ব কর্মফলে এখন (ও) জীবিত মোরা,
ধন্যবাদ অবশ্য দানিব ।

মতি । হে বীর দণ্ডার

হায় কত গুণ বাখামি তোমার !

হয় মনে

রাজোখর বলি তোমা করি সম্বোধন ;

ভুজ বলে বুদ্ধি বলে

কর প্রজার রক্ষণ ;

এ বিপত্তি কালে

রাজ্য ঘেরা শত্রু জালে,

যুদ্ধের আশঙ্কা সদা ।

হুলাই । অন্তরের অন্তর হইতে

সুন্দর প্রস্তাব করি আমি সমর্থন,

ল'য়ে রাজার আসন

করুন দণ্ডার সুখে প্রজার পালন ।

দণ্ডার । হে পণ্ডিত সর্দার মণ্ডলী—

হুলাই । মহামতি সেনাপতি

করি হে মিনতি অশেষ নীরব রহ ;

এ সভায় জানি মোরা সবে

নিজ বিনয়ের গুণে কিবা কবে তুমি ।

দিন । (নেপথ্যে) নীচাশয় দাস-কারে দিস বাধা ?

চণ্ডালের হাতে করাইয়া বেত্রাঘাত

দ্বিধা ক'রে দিব শির ।

সকলে । ওকি কি কি কি ?

মতি । গভীর যুক্তির কালে

মন্ত্রণা আগারে,

অসত্যের ন্যায় করি কলরব

কে করে প্রবেশ ?

(দিনকরের প্রবেশ)

দিন । কেহ নয়, সর্দার অনেক ।

প্রথম জিজ্ঞাস্ত কিছু আছে যে আমার,

কেন দেখিলাম পথে, আসিবার কালে

বসিবার ভরে

তোমা সবাকার সাথে পবিত্র সভায় ?

কেন দেখিলাম পথে পথে ?

অল্পধারী সৈন্যগণ করে বিচরণ ?

স্থধু পথে নয়,

এই পবিত্র মন্দির দ্বারে

কাতারে কাতারে

নয়-অসি সৈন্তবৃন্দ দিতেছে পাহারা !

পুনঃ জিজ্ঞাসি সবার,

শান্তভাবে ধীরে ধীরে চিন্তায় মগন,

কর্তব্য সাধনে

প্রবেশিতে যাই এই সভার ভিতর,

কেন

অসি-ভুলি দস্থ্যদল রোধিল আমার ?

সদ্ব্যবহারের অধিকার গিয়েছে কি মোর ?

ঈজাগারে নাহি মম স্থান ?

কাহার স্পর্ধায় আমার গলায়

নরঘাতী যুদ্ধের নফর

অসি তোলে করিষ্য সাহস ?

নাম তার পাষণ্ড পাহাড়

কলঙ্কী নারকী নীচ বিশ্বাসঘাতক !

কার বলে

সৈন্যদলে যিরেছে ভা'রাত সভা ?

মতি । দ্রাক্ষগণ কঠিন সমস্তা !

গুভাণ্ডিত দেশের মোদের

নির্ভর যাহাতে করে,

হইবে অচিন্তে করিতে পূরণ ।

বাতুলের প্রলাপ বচন

শ্রবণের যোগ্য নহে এবে !

ছলাই । এক কথা শুধু আমি করেছি জিজ্ঞাসা,

যদি ভুলবলে বুদ্ধির কোশলে

না রক্ষিত দণ্ডার মোদের,

কি হইত এতক্ষণ দশা সবাচার ?

দিন। কি হইত দশা ?

অধীনতা হীনতার বিপরীত দশা !

আর কোন দশা !

স্বাধীনতা গরিমায় হইয়ে উজ্জল,

অবহেলে

ভুক্তিতাম স্বাধীন জাতির স্বথ ;

বিধিদত্ত মানবের সত্ত্ব সমুদয়

নিজের রাজ্যের কার্য্যে নাহি হ'ত ক্ষয় ।

মুক্ত প্রাণে

রাক্ষপথে করিতাম বিচরণ,

মুক্তদ্বার হ'ত মন্দিগার;

মুক্ত কণ্ঠে কহিতাম কথা

মুক্ত করে কাজ ।

মতি। সম্ভাবি জিজ্ঞাসি আমি সচীব সকলে,

সহিব কি স্থিরভাবে

বিদ্রোহীর বিবেচ বচন ?

দিন। বিদ্রোহী ! বিদ্রোহী !

হাঁরে মতিটান কে ছিল বিদ্রোহী,

যবে

মম অভিযোগে সমগ্র ভা'রাত সভা

ষড়যন্ত্রকারী ব'লে,

এক বাক্যে

সৈন্তাধাক্কে করেছিল কর্ণচ্যুত ?

যবে বর্ষণ বিহীন কর্ণ গর্জনে

কুতিল বক্তৃতা তব
গিয়েছিল আকাশেতে ভেসে,
তবে কে ছিল বিজোহী ?

ছলাই। চুপ চুপ চুপ দিনকর
সভাকার্যে হতেছে ব্যাঘাত ;
নহে—

দিন। কি—কি, কে বলে আমারে চুপ ?
ছলাই চাঁদ ?—
বচনের ছাঁদে মিষ্টি মিষ্টি বুলি,
যেন ভূমিগতা লতা পাহাড়ের ধুলি ;
তুমি ?
ভাল ভাল শুনি কি তব প্রস্তাব ;
ভাল রহিমু নীরব ।
বল ।

মতি। এইবার কর স্থির
প্রবীণ সচিবগণ ।
যোগ্যতর কেবা আর
মহাত্মা দণ্ডরি চেয়ে ?—
আমাদের নীৰ্য্যাসন করে অধিকার,
দেখে রাজকার্য্য আমাদের হ'য়ে ;
সুধু কেন তাই ?—
সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করে রাজ্যের শাসন ;
যেই কার্য্যে
বহুদিনে প্রমাণ হয়েছে ধার্য্য

অন্যায় অযোগ্য রূপে ব্রতী মোরা এবে ।

যদিও

মনে মনে অনেকের আছে অভিমান,

নাহি

মোদের সমান কেহ শাসক পালক,

বল একমাত্র মহান্ দণ্ডার

হয় কিবা নয় যোগ্যতর ?

হুলাই । কে তবে অধিক যোগ্য ?

বীর ভোগ্যা বহুকরা,—

এ বিপত্তি কালে একমাত্র স্তম্ভ হ'য়ে,

কে আর ধরিবে শিরে

বিপুল ক্ষমতা ভার ?

মতি । যদি তাই হয়,

কিবা চায় রাজ্য আর মঙ্গল অধিক

সাধারণ প্রজাগণ তরে !

কি অভাব আমাদের—কি করি আমরা !

মন্ত্রণার তাণে

এক সঙ্গে বহু লোক করিয়ে জনতা,

কেবল কলহ তর্ক বাচাল বক্তৃতা

এই তো মোদের কাজ !

তাই বলি ওহে সর্দার মণ্ডলী,

ওহে স্বদেশীয়গণ,

চাই

করিতে বরণ হেন জন উজ্জপদে,

যিনি ভূজ বলে বুদ্ধির কোশলে
 সমস্ত প্রভুত্ব পেয়ে করতলে,
 আমাদের চেয়ে
 ভালমতে করিবেন রাজ্যের শাসন ।
 তাহি স্বার্থে দিয়ে বিসর্জন,
 সাধারণ হিতের কারণ,
 এই শুভক্ষেণে, আজি প্রকাশ সভায়
 সভাপতি রূপে আমি করি হে প্রকাশ—
 এইক্ষণ হ'তে হ'ক ভায়াতের নাশ ।
 কেশরী বিক্রমে, বুঝে বৃহস্পতি
 ঐশ্বর্য্যে কুবের সম,
 রাজ জ্ঞাতি মহানু'দগার
 আজি হ'তে
 হইলেন মন্দাবতী রাজ্যের ঈশ্বর ।

দিন । রাজ্যেশ্বর ! রাজা ।

১ম সর্দার । এতে সম্পূর্ণ সম্মতি য়োর ।

২য় সর্দার । এ প্রস্তাবে আমিও সম্মত ।
 হুলাই । সকলেই সর্কলেই সঙ্কট ইহাতে ।

দিন । সকলে—সকলে ।

সত্য কিহে সঙ্কট সবাই ?

হ'ল সর্ব্বনাশ ;

জাতির জাতিত্ব প্রজার স্বায়ত্ব,

সমুদয় সম্ব

সকলকে হ'ল নিরক্ষর

ভুড়ি দিয়ে নিল কাড়ি প্রজা অধিকার ।

আর সন্ডে সবাই !

আরে রে রে ক্রীতদাস বল,

ও হো

পিতৃহত্যা মাতৃঘাতী পাতকী নিচর,

ওহো ভগবান ভগবান

কি বলিব আর !

মুখপানে চাহিয়া এদের

সম জাতি মহুয়া যে আমি,

এ কথা বলিতে হইতেছে লজ্জা মোর !

হাঃ হাঃ কি করিলি কি করিলি,

স্বহস্তে স্বেচ্ছায় দিলি কি না ডালি

প্রাণাধিক প্রিয়তর স্বাধীনতা ধন ?

রাজ্যের প্রধান ভিত্তি করিলি ধনন ?

ঠেলে ফেলে

দিলি ওরে গোরবের চুড়া তার !

স্বেচ্ছাচার অত্যাচার,

রক্তারক্তি একাকার,

পীড়িতের হাহাকার,

হবে এবে পবিত্র মন্দিরে !

কেন কিসের কারণ,

ওহে ভাইগণ

নিজ করে বাঁধি শিলা আগুন গলায়,

ভুবিতেছ জনমের মত

আদর্শ-বন্ধু ।

অতল গরল সাগর আঁধারে ।
কভু কি পাইবে কুল,
কভু কি ভাসিবে আর ?
যদি কভু ভাস হায়
পৃথিবী শব প্রায়,
জগৎ কুঞ্জে নাসা দেখিয়া স্থণায় ;
কেনরে কেনরে ভাই
স্বহস্তে রচিয়া চিতা অগ্নি জালি তায়,
দিতেছ ইচ্ছায় ভালি আপনার কায় ?

৩য় স। আমি কভু দিই নাই মত ।

৪র্থ স। না—না আমিও না ।

৫ম স। না—না—

দিন । হও চিরজীবী লও ধন্যবাদ ।

কেয়ে ভাই

ক্ষীণ কর্ণে উৎকর্ষা করিলি বারণ !

কিন্তু হায় হায় হায়,

কয়জন মাত্র পাত্র

হুর্দল ভাবায় তুলিল আশার রব !

ছি ছি মন্দাবতীবাসী !—

না না কর মাগ,

নাহি দিব শাপ না বলিব কটু ।

করপুটে জাহ্নপাতি করি নিবেদন,

ওছে স্বদেশীরগণ

দ্রাতার সমান সবে জীবনের ধন,

আদশ-বন্ধু ।

দেখ অন্ধ আঁধি অশ্রুতে আমার,
 কণ্ঠে বাক নাহি সরে আর ;
 দেখ হীনজন প্রায় লুপ্তিত ধরায়
 ধরি সবাকার পায়,
 বচন না বুঝায় আমার !
 কি বলিব আর—
 জ্ঞানহীন বাক্যে দীন আমি !
 দেখি আজিকার এই ব্যবহার
 স্বর্গে বসি শোকে সব ফেলে অশ্রুধার !
 সম্তানেরে স্বাধীনতা দিতেছে বিদায়,
 দেখে—

স্বর্গ-আশ্রা করে হায় হায় !
 গৃহেতে রমণী আছে
 কেমনে ঘাইবে কাছে ?
 শিশুস্বত ল'য়ে কোলে
 চখের স্নম্বে তুলে
 কেঁদে কেঁদে সুধাইবে যবে সবে,
 কেন পুত্র কেন নাথ কেন ভাই,
 কোন দোষে
 এ সবারে করিলে হে চিরদাস ?
 কি উদ্ধর দিবে তবে,
 কেমনে লজ্জায় তুলিবে বদন হায় ?

মতি । প্রাধানের পদে প্রতিষ্ঠিত আমি ;
 দুই এক কুদ্রজন হইলে আমত

প্রভূত আয়ার মতে হবে তা' খণ্ডন ;
আমি বলি এইমত এইমত,
রাজদণ্ড দণ্ডারের করে ।
জামুপাতি করি নমস্কার
বলি দ্বাজ্যোৎসব সম্ভাষি তোমায ;
জয় মহারাজ দণ্ডারের জয় ।

সকলে । জয় মহারাজ দণ্ডারের জয় ।

দণ্ডার । বন্ধুগণ স্বদেশের সজ্জন সকল
কৃতজ্ঞ রহিম আমি সবাংকার ঠাই ।

দিন । হা দেবগণ হা ভগ্নরান !
হা—হা মাতৃভূমি জননী আমার ।

দণ্ডার । অবসর মতে মুকুট পরিব শিরে;
রাজদণ্ড করিব ধারণ,
যোগ্যজনে মিত্রগণে করিব সম্মান ;
কিন্তু চাহি এবে
করিবারে দূর এই পুরী হ'তে,
যা'দের উৎপাতে
শান্তিভঙ্গ হয় রাজদেহের,
যা'রা চীৎকার কলহ করে
প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে রাজশক্তি সনে ।

(অগ্রসর হইয়া দিনকরের প্রতি)

যাও যাও চলে

দিন । তা'রাতের সভা আমি,
তা'রাতসভার মাঝে

রহি দাঁড়াইয়ে নির্ভীক অটল ।

দজার । বেরাদব বিশ্বাসঘাতক,

সন্মুখে আমার

মুখের উপরে হেন কথা কও ?

দিন । বিশ্বাসঘাতক !—কা'কে ? কা'কে হেন কথা ?

বুকে হাত দাও আপনার,

দেখিবে

বিশ্বাসঘাতক কোথায় !

মন্দাবতী মন্দাবতী !

মাগো এই ছিল ভাগ্যেতে তোমার !

হা ধর্ম—স্বাধীনতা !

তোমাদের নামে

অজি হ'ল হেন ব্যভিচার !

যেই নাম নিলে রসনার

পুলকেতে প্রাণ ভেসে যায়,

মানব হৃদয়

উচ্চ হ'তে উচ্চস্তরে করে আরোহণ ;

মাতা মন্দাবতী সতী

হারালে মা হারাইলে চিরদিন তরে !

নায়ে নায়ে দণ্ডার

অসি নহি প্রতারক,

কিঞ্চ মাতৃভূমি ভক্তিবলে

এই সভাতলে

ডেকে বলি প্রতারক তুমি ।

স্বাধীন-বন্ধু ।

দণ্ডার । রক্ষীগণ রক্ষীগণ ।

দিন । বাঃ বাঃ হইয়াছে স্বর্ক,

গুরু ডাকিতেছে নরঘাতী চেলা দলে !

পাহাড় সিংহ ও কতিপয় সৈন্তের প্রবেশ ।)

দণ্ডার । বন্ধন কর ।

দিন । বটে !

তবে লহ লহরে পামর,

একজন স্বাধীন

এই শেষ—শেষ উপহার !

(দণ্ডারকে ছুরিকা হস্তে আক্রমণ, সৈন্তগণ

কর্তৃক দিনকরকে বন্ধন ।)

নে—নে, ভাগ্য তারা তোর উন্নত এখন ;

মনাবতী—প্রাচীন নগরী

আজি হ'ল ধূলিসাৎ !

বস ! হ'য়ে গেছে,

আর কি ?

অধম গোলাম মোরা জনমের তরে !

দণ্ডার । তুমি সজ্জস্থ সকলে,

যদি কেহ থাকে হে বিদ্রোহী

গরু গরু হবে তার প্রবে ।

দৃষ্টান্ত দেখাব আজি অতীব জীবন,

সারধান হ'বে যা'তে

ব্রাহ্মদ্রোহী নরঘাতী নীচশয় বত ।

এই দিনকরে দিব কামাদের করে ;

ঘাতকের অঘাত কুঠার,

সামান্য তরুর সম

কাটিবে ইহার শির ;

না দিব যোদ্ধার মত অসির সম্মান #

ইতর জনের প্রায় লইয়ে মশানে

অস্ত্রই ঘাতক ছেদন করিবে শির ।

দিন । স্বদেশীয়গণ, সর্দারের দল

পুতিয়াছ বিষবৃক্ষ—হাতে হাতে ফল !

আনন্দে ভক্ষণ করি নিজা যাও

পার যদি বিধাত বহির মাঝে !

দাসের শৃঙ্খল

করিতে ধারণ হইয়াছি বানী,

ভুঞ্জ দাসত্বের সুখ, কম অপরাধ ।

ওগো মা জনম ভূমি !

আজি মনে রেখ ভূমি,

তোমার উদ্ধার তরে

অনেক যতন করে না পেয়ে উপায়,

মান রাঙ্গাপায়

এই দেহ দিব বলিদান ।

চলরে পাহাড় লয়ে চল কারাগারে ।

[দিনকরকে বেঁটন করিয়া পাহাড় সিংহ'ও

গৈতগণের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাক ।

অলিন্দ ।

(পৃথীধর ।)

নেপথ্যে । জয় মহারাজ দণ্ডারের জয় । (কোলাহল ।)

পৃথী । কিসের এ কোলাহল !

বরষার কালে ভীষণ কল্লোলে

নামে যথা জলস্রোত পর্কিত হইতে,

সেই মত

গোল আঞ্জি হ'তেছে নগর ময় !

দেবগণ কি হ'ল কি হ'ল !

সখার কারণে

উৎকর্ষায় কাঁপিতেছি আমি ;

কে আছ ওখানে ?

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

ভা'রাতের সমাচার শুনিলে কি কিছু ?

ভৃত্য । না প্রভু ।

পৃথী । হ'ল বহুক্ষণ,

পাঠিয়েছি সংবাদের তরে

কিরেছে কি কেহ ?

কাম চোষ্টা অলসের দল !

ভৃত্য । এখন (ও) কিরেনাই কেহ ।

পৃথী । যাও শীঘ্র অন্তগতি

লোকজনে সন্ধ্যা জমি :

জানত সর্দার দিনকরে,
দেখ ভাল ক'রে তাঁরে,
কি বলেন কি করেন তিনি ;
যাও যাও—

ভৃত্য । যথা আজ্ঞা প্রভু । (যাইতে উদ্ভ্রাত)

পৃথ্বী । আর স্তন—বেশ করে বুঝ
ক্রোধের লক্ষণ উত্তপ্ত বচন
হয় যদি কিছু তাঁর দণ্ডারের সনে ।

[ভৃত্যের প্রস্থান ।

যাও যাও—
যৌবনের উন্মাদ শোণিত
না বহে শিরায় আর ;
স্থির বুদ্ধি দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞানে ;
তথাপি স্থায় আমার
হৃদয়ের তেজ বড়ই প্রখর ।

(অপর ভৃত্যের প্রবেশ)

২য় ভৃত্য । প্রভু !

পৃথ্বী । কি সংবাদ কি সংবাদ—
এলে কি ভা'য়াত হ'তে ?

২য় ভৃত্য । না প্রভু
ভা'য়াত সভায় যাই নাই আমি ।

পৃথ্বী । কি যাও নাই ?
আমি আজ্ঞা দিবেছি যাইতে তথায়

২য় ভৃত্য । আমি নহি, অন্য একজন ।

আমি আসিয়াছি প্রভু নিবেদন হেতু

সকলে প্রস্তুত ;

পুরোহিত—

কুটুম্ব সমাজ উপস্থিত সবে ।

কথা হয়েছে সজ্জিত,

দেব দেবী প্রণামের তরে

মন্দিরে হইবে বাজা, আশ্বিন মন্ডর ।

পৃথ্বী । কি হয়েছে সময় ?

২য় ভৃত্য । লগ্ন ব'য়ে যার প্রায়, বিলম্ব না সহে ।

[প্রস্থান

পৃথ্বী । ধৈর্য্যধারণা কখন কি বর

হইয়াছে হেন বিবাহ বাসরে !

ভগ্ন মন—শুভ লগ্ন হ'ল উপস্থিত ;

কিন্তু কি করিব আমি চলে না চরণ,

দোলায় ছলিছে প্রাণ

দিনকর আশাবতী মাঝে ।

সখার না পাইলে সংবাদ

কোন সাধে মন নাহি যায় ;

বিষম বিপদে তিনি,

হয় ত বা মৃত্যু-মুখে !

আর প্রেম-কীলি পরিবার আশে

নিশ্চিন্তে ছেঁয়ার আমি !

মৃত্যু-মুখে—সখা মৃত্যু-মুখে !

কেন হেন কথা এল মন মনে !
 আর না আর না এখনি যাইব আমি ।
 পাথর বাঁধিয়ে পায়
 আজি চলিছে সময় ;
 প্রতীক্ষায় উৎকর্ষায়
 যখন অস্থির প্রাণ,
 পল চলে মহুর পমনে ।
 হা জগদীশ !
 কেহ নাহি আসে, কেহ নাহি বার্তা আনে
 হৃদয়ের ভার মোর করিতে লাঘব !
 কি করি—কি করি ?
 একি আশাবতী !

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা । প্রিয়তম পৃথ্বীধর !
 পৃথ্বী । কেন আদরিণী ?
 আশা । শুনিবু গোপনে জননীর ঠাই
 অলুহ হয়েছ তুমি,
 তাই দেখ এই কত্না মাজে
 না করিয়া লাজ,
 না করিয়া বাজ,
 (আসিতে হেথায় যদিও উচিত নয়,)
 তবু আইলাম স্বরাভয় দেখিতে তোমার ;
 অধাইতে দেহের কুশল
 করিতে সাক্ষনা ।

পৃথী । কি বলিব জননী তোমার,—
 কেন বুঝা হেন কালে
 দিল ক্লেশ কোমল প্রাণেতে তব ?
 ছি ছি নাহি কিছু বিবেচনা !
 প্রাণাধিক আছি আমি সুস্থ সুখে,
 মহাসুখে—মহাসুখে !
 শশীকলা না হও উতলা ।

আশা । আর বলিতেছিলেন মাতা,—
 কিন্তু সে কথায় আমি নাহি দিছি কাণ ।

পৃথী । কি—কি সে কথা ?

আশা । বলিতেছিলেন
 বসি চণ্ডীর ঘটের কাছে,
 পাছে আছি আমি—না জানেন তিনি ;
 কেঁদে কেঁদে বলিলেন মাতা চণ্ডীকায়
 খণ্ডিতে আপদ গ্রহ,
 ফিরাতে বরের মন
 যদি
 বিবাহে বিরক্তি কিছু হ'য়ে থাকে তাঁর ।

পৃথী । আহা আহা সরলা আমার
 কেন নয়নেতে বহে ধার ?
 শশীকলা হ'ওনা বিকলা,
 উতলা অধিক ক'রনা আমায়
 ফেলে তুমি আঁধি জল ।
 শুন সুকুমারী

ও হৃদয় দিয়েছি তোমায়,
 বিকিয়েছি কার,
 বাঁধা আমি রূপ-ফাঁদে তোর !
 বালক বয়সে খেলিতে খেলিতে
 গলায় দিয়েছি মালা,
 পুনঃ আজি বালা পরা'ব যে হার
 জীবন থাকিতে টুটিবে না আর ;
 জীবনের পারে সেই হেমহারে
 অমরায় র'ব গাঁথা হই জনে !
 হাসিলে কি শশীমুখী ?
 শুখা'ল শিশির, ফুটিল কমল !
 দেখে ওই হাসি, প্রেম ফাঁসি পরিবারে
 হৃদয়ে পরিতে তোরে হইলু অধীর ।
 চল চল আশাবতী
 চল আনন্দ দায়িনী
 আনাদের অপেক্ষায় রয়েছে সকলে । (গমনোন্মত্ত)

(লট্কার প্রবেশ)

কোথা লট্কা—

বল বল কোথা তোর প্রভু ?
 ক'ব ছোটো কথা, বল কোথা তিনি ।

লট্কা । সর্দার হানাকে তোকে নিয়ে যেতে বলেছে ।

সুখী । কোথায়—কোথায় ?

লট্কা । যে—সে আপনি বলবো ।

আদর্শ-বন্ধু ।

পৃথ্বী । কোথায় ?—

কখন হইবে দেখা ?

এক কথার পার না বলিতে ;

ও হো হো হো

বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি আঁখি দেখে তোর,

মৃত্যু ! মৃত্যু !—

প্রাণ দণ্ড হইয়াছে সখার আমার !

লটিকা । রাজা—রাজা—হ্যারে হামার রাজা—

রাজারে হামার—

বাপারে হামার—

পৃথ্বী । দিননাথ দিননাথ

এই হ'ল অবশেষ !

হা সখা—হা সখা

ছি ছি বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর আমি !—

অচল অটল দেখিছ দাঁড়ায়ে,

যবে বন্ধু পতঙ্গের প্রায়

গেল বেগে অলস পাবক মুখে !

সখা দেখে লোক দীপ্ত দিনকরে,

সেই মত স্পষ্ট বুঝিছ আমি,

অসংখ্য নৃশংস বিপক্ষ সমাজে

ক্রোধে একা গেলে

সখা নিশ্চয় হারা'বে প্রাণ ।

ধিক ধিক ভীকু প্রাণ !

আমার বিপক্ষে ..

কতু সখা না করিত ছেন ব্যবহার !

দিক্ দিক্ରେ আগায় !—

শটকা । শুন সর্দার—

পৃথী । ব'লমা—ব'লনা—কিছু না বসিতে ইথে,

জানি আগি কিবা আসে তব রসনায়া ।

হায় পক্ষীর সমান

বাঁব আগি সখার সদমে,

নহে শব্দেহ তাঁর

নীরায়েতে তিরস্কার করিবে আগায় ।

আশা । পৃথীধর পৃথীধর কি কর কি কর ?

পৃথী । আর না—আর না—ধ'র না আগায়,

যেতে দাপ্ত সখার লকাতের

আশা । শুন প্রিয়তম—

পৃথী । ছেড়ে দাপ্ত, শুন কথা—

নহে

তুমি আগি সম পাণী বকুর নরণে

কপের ছটার মধুর কথায়

তুমি ভুলায়ে রাখিলে গোচর,—

বিশ্বাসঘাতক অন্ধ পাতকী যে আগি

রহিলাম ভুলে রনগী অঞ্চলে বাধা !

কামিনী—কামিনী জগৎ ভুলানি

রহ দূরে ;— (কিঞ্চৎ সরাইয়া দেওন)

আশা । হা নির্দয় !

পৃথী । কেঁদেছ—কেঁদেছ ?

আশাবতী কঁদাইলু তোরে !

ক্ষমা কর,

দয়া কর, বাতুল উন্মাদ আমি ।

কি করি কি করি ? ওহো আশাবতী

নাহিক উপায়,

প্রাণ বায় সখার আমার !

অদৃষ্ট আকাশে মোর

উঠেছে রাক্ষস গ্রহ,

লয়ে যায় ছিঁড়ে মোরে তোর হৃদি হ'তে !

চল চল লটকা চল চল ।

[পৃথ্বীধর ও লটকার প্রস্থান ।

আশা । পৃথ্বীধর পৃথ্বীধর

ছায়া যাবে সাথে সাথে ।

[আশাবতীর প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গভীর ।

পারাগার সম্মুখস্থ পথ ।

(দিনকর ।)

দিন । (স্বগত) পা'বনা পা'বনা দেখিতে আর,

নুদিবে কি আঁধি না দেখে সে শেষ দেখা ?

বুঝ তো পতির প্রাণ পিতার মমতা,

তবে হেন ব্যথা কেন দিতেছ অপরে ?

হ'লনা স্মরণ ?

নম্র আবেদন যবে করিলে অগ্রাহ্য

মাৎসর্ঘ্যের ভরে হে দণ্ডার,
 আছে নিজ ঘরে বনিতা দ্বিহিতা !
 ভাল কেন এ পিয়াসা,
 আঁখি মুদিবার আগে দেখিতে বাসনা !
 যা'ব কোথায় যে চ'লে কোন অন্ধকারে !
 বিস্মৃতি-সাগরে
 কিছুক্ষণ পরে হইব মগন !
 কেন তবে এই দরশন আশ ?
 সকলি তো বুঝি সকলি তো জানি,
 কেহ কারু নয় মিছা অভিনয় ;
 তবে নির্বোধের প্রায়
 এখনও হৃদয়
 কাননায় কেন কাঁদে সাধে ?



(চট্টসাইয়ের প্রবেশ)

চট্ট । কাঁদে কি সাধে, ঐ এক জায়গায় বাধে !
 বুদ্ধিফুঁকি চিত্তজুঁকি গুনতে বড় বেশ ।
 পরের বেলা বুঝিয়ে দিতে, নাইক জ্ঞানের শেষ ॥
 কি বুদ্ধি থাকে মাথার ভিতর, আর একটা কে বুকে ।
 সেইটে দেয়না হেসে খেলে যেতে শিল্পে ফুঁকে ॥
 তারি বাপ তারি মা তারি মাগ ছেলে ।
 বেরাল কুকুর কোলে করে এসব না পোলে ॥
 সেই পাঠায় ঠোটে হাসি, চোখের কোণে জল ।
 চট প'রে তার খটকাতে ভাই হ'য়েছি পাগল ॥

দিন। কি সাইজী যে, আপনি তো মহাজ্ঞানী।

চট্ট। তা ঠিক জ্ঞানেশ্বর আমার অবধি নাই, তা না হ'লে
অজ্ঞান হ'য়ে ঘুরে ঘুরে মরি ?

দিন। আপনি যে যথা তথা ভ্রমণ করেন তা জীবের হিতের
জন্য।

চট্ট। এ বদমাশ কেমন বাবা !—কোন দিন ভোগার কি হিত
করেছি ? খামকা একটা দাবী ঘাড়ে চাপাও কেন ? ভুবড়ী-বাজীতে
আঙুল দিয়েছ, জলন্ত কোয়ারা ছুটেছে, ফুল কাটিছে ; বারুদও
ফুরবে, অন্ধকারে খোলটা প'ড়ে থাকবে।

দিন। কিন্তু আপনার ঐ ভুবড়ীর আলোয় অনেকে পথ
দেখতে পার।

চট্ট। আর খুদে খুদে গোকামাকড় বেচারাও বিস্তর মারা
পড়ে ; সে যা হ'ক এখন ভোগার কি জ্ঞানটার আবশ্যক ?

দিন। জানেন কি আমার আসন্নকাল নিকট।

চট্ট। বেশ তো, আর কাঁটারোঁচা ভেঙ্গে পথ চলতে হবেনা,
ঘরে পৌঁছে নিশ্চিন্ত হ'বি।

দিন। কিন্তু পশ্বে যাঁরা সঙ্গে ছিল, তা'দের সঙ্গে প্রাণ এত
আকুল হচ্ছে কেন ?

চট্ট। বারণ করনা।

দিন। বারণ শোনে কই ?

চট্ট। তোর অত বুদ্ধি, এত বড় একটা রাজ্যি চালানি, আর
এইটে ঠিক করতে পারছিসনি ? কত শাস্ত পড়েছিস, জানিস তো
শব মারা !

দিন। জানি বটে এ সংসার মায়াময়,

দূরা পুত্র কেহ কারু নয় !
 আছে এই আজি নানা ভাবে সাজি,
 এই চলে যায় যেন ছায়াবাজী প্রায় !
 সবই বুঝি—সবই জানি,
 তবু নন বারিবারে নারি ;
 চুরি করে আসে বারি নয়নের কোণে,
 অরি তাহাদের মুখ—
 জুড়ীত বুক যারা হৃৎকের সংসারে !
 জামি—
 দীনবন্ধু দয়াময় উপার সবার,
 তবু প্রাণ করে হাহাকার ;
 ভেবে অকূলে বেতেছি ফেলে,
 ছিল যারা
 মেহের পুতলি মুখ চেয়ে দোর ।
 একি ধোর মনের বিকার !
 বুঝি তর্কে না কুলায় আর ;
 পরনান্না সদা নির্ভিকার
 তবে কেবা করে আকুল পরাণ ?
 আছে চিত্তের ভেতর চিত
 গেড়ে মস্ত জিত, করে বুদ্ধির উপর জিত ।
 এই হাড় আর মাসে কৈলে কাঁদে
 খানিক হাসে খানিক কাঁদে,
 সেটা আর কেউ নয়—
 তোর হৃদয় তোর হৃদয় !

চট্ ।

তারে ফেগবার নয়—তোলবার নয়,
 সে সকল কয়—সকল নয়,
 সে একেই পাঁচ—একেই ছয়,
 ওই তোর হৃদয় তোর হৃদয় !

গীত ।

ওই বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু কি ।
 ওরে সেই টুকুতে ঠেকে গেছি ॥
 ও সে তোর হৃদয় তোর হৃদয় !

শাস্ত্রতর্ক আর বিচারে,
 প্রমাণ করি সব মিছারে,
 তবু আর কেটাকে, কোথাথেকে
 টানদে ধরে মনকাছি ॥

ও সে তোর হৃদয় তোর হৃদয় !

জানে সবাই সব মায়া,

কায়্যাপানা কেবল ছায়া,

জায়া মৃত ভগ্নী ভায়া

খালি ছবির খেলা, ছায়াবাজী ।

একজন খালি হয়না রাজী ॥

সে তোর হৃদয় তোর হৃদয় !

মায়ায় জলে রাগাবান্না,

মায়ায় খুঁজি হীরে পাশা, মায়ায় দৌরে দিয়ে ধরা,

হস্তে হয়ে ঘুরতে লেগেছি, ঘোরাচ্ছে যে কানানাগি ।

সে তোর হৃদয় তোর হৃদয় !

তবু বুদ্ধি ছাড়া আর যে আছে,
 বেঁধে রেখে রাখার কাছে, পাক খাওয়াচ্ছে বানিগাছে,
 এমনি সেটার কারসাজী ।
 সে বোঝেনাকো বুঝিহুঁষি,
 ভবের মেলা ভোজের বাজী ।
 সেই পাজীটা তোর হৃদয় তোর হৃদয় !
 যা' বলবার ছিল বলুম শেষে,
 চট্‌সাঁই যে চলো দেশে,
 কাজ ফুরুলো, গাছ মুড়ুলো, সাঁই শুড়ুলো নাটির কাজ ।
 আজ থেকে তাঁর অহৃদয় ॥

[প্রস্থান ।

দিন । ঠিক ঠিক, হৃদয়—হৃদয় !
 দয় ব'লে নাম তার হয়েছে হৃদয় ।
 হৃদয়ইতো পিপাসা বাড়ায়,
 আশারে তাড়ায়,
 দেখাইরে প্রলোভন তখনি তাঁড়ায়
 হৃদয় আপন করে,
 আপনে গোপন করে,
 পর তরে অশ্রুধারে আঁখিরে ভাসায় ।
 মমতা-নেশায় আসন্ন সময়
 মানবে মাতায়ে রাখে ;
 দল্ল ধন্তরে দণ্ডায় ।
 জীবনের সাথী এ হেন হৃদয়ে
 অনায়াসে দে'ছ বলিদান ।

(পাহাড় সিংহ ও রক্ষীগণের প্রবেশ)

পাহাড় । সকলি প্রস্তুত,

প্রস্তুত—প্রস্তুত ।

দিন । সুহৃদের তরে কর অপেক্ষা পাহাড় ।

পারি নাই বিদায় হৃদয়ে নিতে

তব প্রভুর সমান,

তাই কেনে উঠে প্রাণ ;

সাবধানে শুন এক শেষ অহরোধ,

দিও এই লিপি পৃথিবীর-করে—

একমাত্র বন্ধু যেই, তব লবে মোর ।

মিনতি তোমার,

যদি কভু দেখ পৃথিবীরে

ব'লো তারে,

দিনকর মরণের পূর্বক্ষেণে

করিয়াছে সখারে আশীষ ।

আরও ব'লো—

নিশ্চিন্তে মরেছি আমি,

শান্ত মনে স্নানত বিখ্যাসে ।

জানি বন্ধুত্ব গিড়তাবে

করিবে পালন ব্যাক্তা শিশুরে মোর

উদার হৃদয়—

নেপথ্যে পৃথ্বী । হঠাৎ কোনাগ,

অসম্ভব ।

হতম করিবে তাহার

আমা মনে আলাপের আগে ?

(পৃথীধরের প্রবেশ)

পৃথী । আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু সব আমি তাঁর,
হৃদয়ের ভাই,
আপন হইতে আপনার ।
মৃত্যু আগে বলিবার থাকে যদি কিছু,
আমি নাত্র অধিকারী শুনিবারে তাহা ;
ছেড়ে দাও পথ ।

হা দিনকর ! হা দিনকর !
দিন । শেষ বাহা ছিল মনে দেখিব তোমার,
কিন্তু—

কেঁপেছিল হৃদি ভেবে সাক্ষাতের ভয় ;
ধৈর্য্য ধর পৃথীধর, পুরুষ আমরা—
পুরুষের রোদন না সাজে !

পৃথী । দণ্ডাক্ষার সাথে সাথে মৃত্যু !
নাহি সহ্য মুহূর্ত্ত বিলম্ব ?
দিনকর ! কোন আশা নাহি আর,
সকলি কি অসম্ভব ?

দিন । আমার স্বপক্ষে অসম্ভব সব !
দণ্ডারের পক্ষে সকলই সম্ভব !
পড়িয়ে মায়ায়, বারেক জায়ায়
দেখিবারে হয়েছিল সাধ,

আনাহিয়া তারে হেথা ;
তাই দ্বাদশ দণ্ডের তরে,
চাহিয়া সময় করেছিল এই ভিক্ষা ।

পৃথী । দিলে না, দিলে না !

দিন । এক দণ্ড নয় !

কিন্তু আকুল হয়েছে প্রাণ
একবার

চুমিবারে মেহভরা সেই মুখ । -

আহা ! হবে অনাথিনী

আদরিণী প্রেমসী আমার !

আহা !

অনাথ হইবে শিশু—বন্ধের পঞ্জর !

আহা ! হ'ল না হ'ল না

নিরঞ্জন আগে আর একটা চুম্বন !

মুখে ভাব নাহি আসে,

কণ্ঠে যেন বিঁধেছে কণ্টক ;

ছিছি হইয়ে পুরুষ

আজি কাঁদিলাম রে মণীর মত !

পৃথী । মেহ-প্রেমে গলা'য়ে হৃদয়,

যেই জন উথলে নয়নে

ভালবাসা জনার কারণ,

প্রতি বিন্দু তার পূরিত পৌরুষে ;

অমৃতের কণা ভেবে

দেবগণ চায় তার পানে ।

ধলিতে ছিলে না তুমি,
চাহ দেখিবারে একবার
বনিতার বালকে তোমার,
চির বিদায়ের আগে ?

দিন । পৃথ্বীধর

যদি সহস্র বৎসর
হ'তো পরমায়ু মোর,
দিন দিন মব নব সুখ তার ;—
সে সুখের সুদীর্ঘ সময়
হেলান দিতাম কিঞ্চিৎ বিধাতায়,
মুহূর্তের তরে—
যদি পারিতাম ধরিতে কদরে,
প্রাণের প্রিয়ারে, শিশু অংক সহ !

পৃথ্বী । পাহাড় সিং,

ল'য়ে চল ভদ্র মোরে
এই দণ্ডে দণ্ডারের পাশে ;
উচিত মোর বলা মহারাজ,
নব অভিধান তাঁর ;
চল ল'য়ে রাজার নিকটে ।
একি ! এই যে আসেন এইদিকে ।

(রাজবেশে দণ্ডারসিংহ ও হলাইয়ের প্রবেশ)

দেখ দেখ নবীন ভূপতি
চরণেতে পতিত তোমার আমি ।

আদর্শ-বন্ধু ।

যদি ভালবাস ভাষ্যারে তোমার,
যদি থাকে স্নেহ আপন সন্তান 'পরে,
যদি মায়াময় মনে
পার বুঝিবারে পতির পিতার মন,
তন বোড়করে মম নিবেদন ;
দাও অমৃত, ওহে মন্দাবতী-পতি
মরণের আগে
দিনকরে বাইতে ভবনে,
একবার দেখিতে বনিতা,
কোলে ল'তে স্নেহের পুতলি শিশু ।
অষ্ট দণ্ড তরে প্রাণদণ্ড রাখ বন্ধ,
আমার চরণ করে
রক্ষিগণ পরাক শৃঙ্খল ;
মুক্তিকার তলে—
ঘোর কারাগারে রাখুক আমার ;
র'ব বন্দী বন্ধুর কারণ
যতক্ষণ ফিরে নাহি আসিবেন তিনি ;
দাও এই ভিক্ষা, শুধু এই ভিক্ষা দাও ।
দণ্ডার । কি আশ্চর্য্য
বন্দী রবে পরের কারণ !
প্রাণদণ্ড প্রতীকার—
বন্দী তার বিনিময়ে !
কে তোমার—সহোদর ?
পৃথী । না, না, ঠিক সহোদর নয়,

না—হ্যা—

আমার—আমার প্রাণের অধিক ভাই ।

দণ্ডার । দিনকর

পড়িয়া তোমার শাস্ত্র

বুঝি এই বাতুলতা !

দিন । মহে বাতুলতা,

মহে কোন আত্মীয় আমার,

যে ভাবে আত্মীয় লোকে বলে এ সংসারে ।

ভালবেসে হৃদয়ে হৃদয়ে

হইয়াছি হৃদয়ের ভাঁহি ছইজম ।

দণ্ডার । (দিনকরের প্রতি)

তব অনুরোধে, আগ্রহে তোমার

কেলিছে বিপদে আপনার শির ।

পৃথী । না, ক্ষমর শপথ !

দণ্ডার । ভাল, শুনি তব সখার মিনতি ।

(দিনকরের প্রতি)

যদি আমি মুক্তি দিই তোমারে এক্ষণে,

দিই অনুমতি বাইতে ভবনে,

বিনা রক্ষী

অথবা—

প্রহরী অলক্ষিতে রক্ষিতে তোমায়,

কিছু কি ভাবনা তব নাহি হবে মনে ?

কোন বাধা ভয় এই বন্ধুর কারণে ?

জান কি নিশ্চয় ?

আসি ঠিক নির্দিষ্ট সময়
আপন অদৃষ্ট-লিপি করিয়া পূরণ,
উদ্ধারিবে বন্ধুরে তোমার,
নিবারিয়ে প্রাণ-নাশ তার ?

দিন । নিশ্চয়—নিশ্চয় !

স্বর্গে বসি শুন দেবগণ,
আসিব সময়ে নিশ্চয় নিশ্চয় !
শূত্র-গর্ভ বস্ত্র করে শব্দ সমধিক ;
দেখে সখার ব্যবহার
উথলিছে হৃদয় আধার,
নাহি শক্তি করিবারে বাক্য আশ্ফালন ।

দণ্ডার । ভাল রাখিলাম প্রার্থনা তোমার ।

কত দূরে আছে তব পুত্র পরিবার ?

দিন । চারোয়ার গিরিধারে উপবনে মোর,
বার ক্রোশ হেথা হ'তে ।

দণ্ডার । ভাল, পোনের দণ্ডের তরে

দিলু সময় তোমার,
প্রাণদণ্ড বন্ধুরে পঞ্চদশ দণ্ড ।
মধ্যাহ্ন ভাস্কর মাধার উপর এবে,
যাও শীঘ্র—

পঞ্চদশ দণ্ড পরে,

ঠিক সন্ধ্যার সময়
উপস্থিত হইবে এখানে,
থাকে যদি ধর্মভর :

ইচ্ছা থাকে রক্ষিতে বন্ধুর প্রাণ ।

যাও ল'য়ে যাও জামিনে কারার। (দিনকরের বন্ধনমোচন)

দিন । আসি ভাই, কি কব তোমার !

পৃথী । কোন কথা না, কোন কথা না

যাও ভাই নিরাপদে

যেইখানে প'ড়ে আছে প্রাণ তব ।

যাও দ্রুতগতি

একি আবার আঁখিতে জল !

ধৈর্য্য ধর ভাই ।

দিন । ভাই ইচ্ছা ক'রে কাঁদি নাই,

কিন্তু

তোমা হেন বন্ধু—এ হেন মহান্ প্রাণ !

বুঝি দেখে নাই দেবগণ অমরার ।

পৃথী । আর কেন বিদায়—বিদায় !

এস হে নায়ক কর আবদ্ধ আমায় ।

দিন । পাহাড় সিং,

দাও ভদ্র মোর সেই পত্রখানি ;

পৃথীধর, আর একবার

দাও কোল কর আলিঙ্গন । (আলিঙ্গন)

ভাই ভাই—

সদয় আসিব, বিদায় এখন ।

পৃথী । যাও ঘরে গিয়ে দেখ সবে স্মৃতি ।

[দিনকরের প্রস্থান ও পৃথীধরকে বন্ধন করিয়া

রক্ষিগণের অপর দিকে প্রস্থান ।

দণ্ডার । হুলাই হুলাই,

সত্য কি দেখিছ বাহা !

জাগ্রত কি আমি !

না—

দেখিলাম স্বপনেতে কোম দেবলীলা !

সত্য কি এ মাটির ধরায়

দেবের হুঁত এ হেন হৃদয়

ধরে নরকায় !

হুলাই । আশ্চর্য—আশ্চর্য !

দণ্ডার । আশ্চর্য !—আশ্চর্য কি হে ?

মহাভারতের কথা, পুরাণ কল্পনা,

উপকথার ললিত রচনা

আদর্শ যা কিছু আছে,

এই বন্ধুত্বের কাছে সব পায় পরাজয় ।

এনে দাও ছদ্মবেশ মোরে

আপনি ভেটিব পৃথিবীরে কারাগারে,

সময় মতন দেখাইব প্রলোভন ;

যদি দেখি স্থির এই বন্ধু-বীর

রহিল অটল,

যদি জীবনের ডরে

তা'র সত্য নাহি নড়ে,

ধিক তবে মুকুটে আমার !

তুচ্ছ গৌরবের রব—রাজত্ব অর্জন !

তচ্ছ সিংহাসন—শিশুর খেলনা ।

আদর্শ-বন্ধু ।

ঐশ্বর্য—স্বপ্নের দারিদ্র্য ;
ধর্ম, প্রেমে নাহি যদি শোভে নরকায়ী,
রাজত্ব, ঐশ্বর্য সব ছায়া—ছায়া—ছায়া !

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাক ।

আশাবতীর বাটীর পশ্চাৎ ।

(লটকা ও দিনকর ।)

লটকা । এ মেরা রাজা—এ মেরা সর্দার—এ মেরা বাপ—
আরে জান বেঁচে গেছেরে বাপ্ জান বেঁচে গেছে ।

দিন । বেঁচে গেছি, সেকি ?

লটকা । আরে ধোড়া ঝড়ি তো বেচিয়েছে, গোড়া ঝড়ি
তো বেচিয়েছে ! আরে মেরা বাপ ।

দিন । যাক, আমার ধোড়া—আমার ধোড়া—আমার ধোড়া
কোথায় ? ধোড়া এখানে রেখেছ কেন ?

লটকা । হাসি জানলে সর্দার ভূইসিংগীর সাদিতে আসবো,
নেওতা খাবো—সেই ধোড়াটা এখানে রাখলো । উঃ ওঃ পিপড়কা
পেড়ে বেঁধিয়ে দিয়েছে, ষণ্টুয়া সাথে আছে ; তেজী ধোড়া কচ্ছী
কচ্ছী রে রাজা, তুহার বিজলী, নয়া মালিয়েছিস যেটা, তীরেসা
ছুটবে ।

দিন । কি আমার কচ্ছী ? কি বিজলী ? লটকা তোমার
খুব খুব বুদ্ধি, ঠিক ধোড়া প্রস্তুত রেখেছ, চল ।

আদর্শ-বন্ধু ।

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা । দিনকর সত্য কি বা' শুনি ?

দিন । আশাবতি ক্রম মোরে ;
শুনিতেছি তব স্বর ডাকিছে আমার,
তবু না সম্ভাবি
বাধা আমি হ'তে অগ্রসর ;
কয় দণ্ড মাত্র পাইয়াছি অবসর,
জীবন মরণ মাঝে অমূল্য এ দণ্ডচয় !
পলমাত্র অপচয় করিবারে নারি ।

আশা । রাও দিনকর ।

দেহ উত্তর আমার, সত্য কি বা' শুনি ?
না কি তব অভিমতে
প্রতিভু রাখিয়ে প্রাণ,
আছে মম পৃথ্বীধর বন্ধ কারাগারে,
আগমন প্রতীক্ষায় তব ?

দিন । বোঝ তুমি,—অন্তে গিয়ে অকস্মাৎ
জানাবে মরণ-বারতা মোর,
তা হ'তে নহে কি ভাল
নিজে আমি গিয়ে ঘরে,
বলি ধীরে ধীরে—
“হিরণ্য ! বিদায় দাও যাই মরিবারে ?”

আশা । না তা কেন ?

হেসে-হেসে বল গিয়ে তাঁরে
“দেছে প্রাণ পৃথ্বীধর তব বিনিময়ে” ।

নগরে উঠেছে গোল,

পল্লীর সবাই বলিছে আমার

“আশাবতী

ভাঙ্গিছে কপাল তোর, হওলো সাবধান ।”

দিন । তোমার কি মনে হয়,

প্রতারণা আমি করিব সখায় ।

আশা । মনে হয় ?—

মন কোথা মোর, কে করিবে মনে ?

কি সম্ভব অসম্ভব কিবা

কেমনে জানিব ?

কে জানে অচিন্ত্য কোন্ দৈবের ঘটনা,

তিলমাত্র লঘুভারে

পারে পালটিতে অদৃষ্টের তুলাদণ্ড,

পণ্ড করিবারে

গানবের সকল সঙ্কল্প !

কি আর তখন ?

পৃথ্বীর মরণে,

কেন নাহি স্মৃখী তবে হবে দিনকর

বাচাতে ঘৃণিত প্রাণ !

দিন । আশাবতি

শপথ না করি ;

যথা সন্দেহ আপন মনে

সেইখানে শপথের ঘটা

কথায় কথায় দিবা শুকতর ।

আমি যে আসিব ফিরি সখার সকাশে
অতি স্বাভাবিক কথা এই ;
সত্য প্রকৃতির নিত্য নিয়মের মত ।
ইথে যদি করি দিব্য
পবিত্র বন্ধুত্ব নামে লেগিব কলঙ্ক ।
ক্ষণকাল তরে বিদায় কল্যাণি !

(যাইতে উত্তত এবং আশাবতী কর্তৃক বাধা দেওন)

ছি ছি ধর'না আমায় ।

আশা । এ হ'তে অধিক জোরে
ধরিবেন হিরণ্ময়ী,
কিন্তু তারে তুমি করিবে না মানা ।
রাখিতে জীবন, ধরিয়ে চরণ
ছনয়নে ফেলিবে অশ্রুধার ;
হৃদয় বিদারি হাহাকারে—
বিধিবে অন্তর তব,
হইবে অস্থির তুমি ;
হেথা পৃথ্বীধর হারাইবে শির ।

দিন । শাস্ত হও, ছেড়ে দাও মোরে ।

আশা । কর দয়া দিনকর হুঃখিনী বালায় ।

দিন । সময় প্লায়,—

অতি অনিচ্ছায় ছাড়াইল্প তব কর ।
বর্ষরতা ক্ষমা কর গুণবতি !

আশা । দিনকর—সখা দিনকর !

দয়া কর—দয়া কর ।

আদর্শ-বন্ধু ।

দিন । দেবগণ করুন করুণা,
রক্ষুন তোমারে ।

[দিনকরের প্রহান ।

আশা । দিনকর, দয়া—দয়া—দয়া দিনকর !,
অবলারে ক'রোনা গো অনাধিনী ;
ওহো বালিকার সর্বস্ব যে ভেদে যায় !
গেলে ?—গেলে ?—
ওহো ঐ যায়, ছুটিয়া পলায় !
অন্তরের অন্তর হইতে মম
কে ধেন বলিছে ডেকে,
“এই গেল ফিরিবে না আর,”
ফিরিবে না আর রাখিতে নাথের প্রাণ ।
প্রাণের ব্যথা
হিরণ্ময়ী লুটাইবে পাশ,
জড়াইয়া গলা—
কুকারিয়া রোদন করিবে শিশু,
জাগাইবে মানবের
সহজাত জীবনের আশা ।
কে না চাহে রক্ষিতে আপন প্রাণ ?
কিহা কোন দৈবের ঘটনা
রোধিবে তাহার পথ,
বাধা দিবে ফিরিতে সময়ে ;
সেই বাধা পৃথ্বীর বধিবে মোর !
ওহো কি করি—কি করি আমি !

আদর্শ-বন্ধু ।

ধাই পাছু পাছু,
ঝুঝাইব এই সব পায়ে ধ'রে তাঁর,
হৃদয় গলা'য়ে আনিব কিরা'য়ে ।
মথপ্রায় ভগ্ন মন অভাগার মত,
প্রাণের আকুল আশায়
ধ'রে রব দিনকরে ।
কিন্তু হায় হায় যাইব কোথায় !
ওহো ! কত পথ গেছে,
কেমনে যাইব পাছে ?

ভুরঙ্গ কুরঙ্গ বেগে ধায়—
দ্রুত দূরে যায় ;
ওহো ! আমার কপালে বাজ
অশ্ব হ'ল পক্ষিরাজ,
চরণে পবন দলিয়া চলে ।
পৃথ্বীধর পৃথ্বীধর !
এখনও চন্দন চর্চা বসিয়ে কপালে
করিতেছে কপালেয়ে হেসে পরিহাস ।
(বৃদ্ধ রাজকর্মচারীবেশে দণ্ডারের প্রবেশ)

দণ্ডার । তুমি না গো আশাবতী ?
পৃথ্বীধরে পতিত্রে বরণ তুমি না করিবে ?
আশা । কি ?—কি ?—পৃথ্বীধর ?
কি সংবাদ তার—কি সংবাদ তার ?
দণ্ডার । বলি তুমি তো বিয়ের ক'নে,
পৃথ্বীধর রর ?

আশা। হ'রেছিল সব আরোজন,
 উঠেছিল হলুধনি ভেদি চত্ৰাতপ,
 কিন্তু কাগরুপী কাল ঘটালে জঞ্জাল !
 দেখিতে দেখিতে —
 নিভে গেল আনন্দের আলো ।
 মহে বাসরের দীপাবলি,
 নাচে চিতা-অগ্নি নয়নে আমার !
 ওহো ! কখনও কখনও সে ফিরিবে না ।

দণ্ডার। না, ফিরিবে না ।

আশা। না !
 সন্দেহ আমার প্রবল করিলে তুমি ;
 যথেষ্ট আঁধার আছিল হৃদয়ে !
 কোন্ অন্ধকার হ'তে এলে তুমি,
 পুনঃ শুনাইতে অমঙ্গল ভাব ?
 ওকি হাসি বদনে তোমার ?
 কি বিকট ভয়ঙ্কর হাসি !

দণ্ডার। শুন আশাবতি
 পাষণ্ড দণ্ডার করেছে প্রতিজ্ঞা,
 দিতে আজ্ঞা অমুচরে
 দিনকরে রোধিতে রথায়,
 বারিতে প্রবেশ তার সময়ে নগরে ।

আশা। জগদীশ জগদীশ একি হ'ল !

দণ্ডার। এই অভ্যাচারী পীড়কের গৃহে
 আমি কর্মচারী,

আদর্শ-বন্ধু ।

সেই হৃদ্রে জানিয়াছি গোপন মন্ত্রণ,
গৃহ সাংঘাতিক অভিশ্রয় ।

আশা । যদি করেছ এ দগ্ন
পূর্ণ কর পুণ্য তব ;
খুঁজি মল্যাবতী ধাম
লও জবাধিক অশ্ব,
ক্রতু ধেরে ধর দিনকরে,
জানিও তাঁহারে এই জঘন্য জরনা ;
জানি আমি সদাশয় তিনি,
আছে ধর্ম-জ্ঞান প্রকৃতিতে কোমলতা,
জেনে শুনে বন্ধুরে বঞ্চনা
মনে হয় কভু নাহি করিবেন তিনি ।
পিতৃসম ভূমি
ধর গিয়ে তাঁকে, বাঁচাও পতির প্রাণ ।

দত্তার । আগে হ'তে আমি এক করেছি উপায়
বাঁচাতে তাঁহার ;
পৃথ্বীধর সনে ভূমি
কর পলায়ন মল্যাবতী হ'তে ।

আশা । কি বল কি বল !—আছে কি উপায়
বাঁচাইতে তাঁর প্রাণ ?
দত্তার সপের দন্তে পেতে পরিজ্ঞাপ ?

দত্তার । নিরাপদে চিরদিন তরে,
কাঁচা কর যদি ভূমি
পরামর্শ মত যের ।

আশা। আজ্ঞাধীন হব তব,

মাগিব কল্যাণ

দেব সন্নিধানে তব মঙ্গল কারণ।

দণ্ডার। এস তবে, এস মম সাথে।

আশা। দেখিব—দেখিব তাঁহার পুনঃ ?

চল— চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ভাগীরথীর প্রবেশ)

ভাগী। কই, নেই তো এখানে ? ভালা ভালা, আশাবতী
মেয়ে বটে, ক্ষেত্রীর কি কিনা ? ঘোড়া চড়া খোঁড়া ধরা মেয়ে সব
কিনা ? তোর আজ বে—কত কাঁদবি, জ্বা করা করবি ; আমার বে
দিন বে হয়েছিল কারার চোটে পাড়া থেকে লোক তাড়িয়ে
ছিলুম, আমার কি কেউ ধামাতে পারে ? ওমা তুই আজ কনে, পা
পধ্যস্ত ঘোমটা টেনে পিঁড়ির উপর বসে থাকবি, তা নয় কেবল
ছুটোছুটি। আহা মনে ক'রেছিলুম আজ কত পুরী লাড়ু খাব,
ধনুরার মাকে ব'লে রেখেছিলুম তাকে কত দেব, ঐ জয়পুরী
পাথরের লোটাটা কত দিন ধরে দেখছি মনে ক'রেছিলুম আজকের
গোলমালে নুকিয়ে রাখবো, তা চুলোর ঝাক—বাসরে কত ভাল
ভাল গান গাইব নাচবো, তা কিছুই হ'লনা গা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গভাক।

কারা-প্রাঙ্গণ।

(দণ্ডার সিংহ)

দণ্ডার। রাধিয়াছ এই কারাগারে ?

অনর্গল কর দ্বার ;

ধাকে যেন মনে বলিয়াছি যাহা,

আনহ বন্ধীরে।

[একজন রক্ষীর প্রস্থান।

(প্রগত) ভাল ক'র করিব পরীক্ষা ;

(প্রকাশে) বীরবর পৃথীধর !

পৃথীধর নেপথ্যে—

কি আবার, কে ডাকে আমার ?

(পৃথীধরের প্রবেশ)

দণ্ডার। বন্ধু, হিঠৈবী তোমার,

অমূল্য সময় নাহি কর ক্ষয়,

সীত এস, এস, সম সাথে।

পৃথী। কোথা যেতে হবে ?

দণ্ডার। কিছু উপকার করিতে তোমার,

মানিতে সাহায্য বিপত্তির কালে

, আলিয়াছি আমি হেথা।

পৃথী। কে তুমি ?

গার কিবা উপকার করিতে আমার ?

দণ্ডার। এই অত্যাচারী দণ্ডারের ঘরে

বসতি আমার ;

জেনেছি দৈবাৎ, বিষম উৎপাত

হবে যা তোমার পরে।

পৃথী। কি—জীবনের শঙ্কা ?

দণ্ডার। হাঁ—জীবনের শঙ্কা।

এই পঙ্কিল কর্মের তরে

বিংশতি নৃশংস সৈন্তে করেছে প্রেরণ,

রোধিতে মিত্রেয়ে তব আসিবার কালে ;

নিবারিবে উদ্ধার তোমার।

পৃথী। সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ একি তুনি !

দণ্ডার। সময়েতে সখা তব

নাহি হ'লে উপস্থিত,

সে দণ্ডার পাথরের চিত ,

লইবে তোমার প্রাণ ;

পরে—

পাঠাইবে দিনকরে শমনের ঘরে।

পৃথী। বিষম এ সমস্তার

হার দিয়েছিহু প্রাণ রাখা।

ভেবেছিহু তুমি আমি—

হুজনার একজন যদি দাঁচি,

হর—আমি পালিতাম পক্ষী গুলে তব ;

মর—তুমি গুলের সমান

সেবিতে পিতারে ঘোর,

স্বাস্থ্য না করিতে দান আশাবতী ধনে ।

কিন্তু এবে দেখি

দৌহাকার ঘরে হরে হাহাকার,

কেহ না বাঁচিবে আর এ নীচ চক্রান্তে ।

দণ্ডার । পৃথীধর

আমি আসিয়াছি বাঁচাতে তোমার ।

পৃথী । কোন পণে ? কি আছে উপায় ?

দণ্ডার । শুনি তব প্রাণের মহাব,

এই আদর্শ-বন্ধু,

বিশ্বাসে আশায়

হায় পিশাচ দিতেছে ছাই,

আঘাত লেগেছে মম হৃদয়ের তারে ।

প্রাণ মোর নাহি চাহে আর,

রহিতে এ পাপের সভায় ।

গোছেগোছে উৎকোচে

খুলিয়াছি কারাবার ;

তব জীবনের সাথী আশাবতী

হয়েছে সম্মত পালিতে তোমার মনে ।

জনক তোমার—

পৃথী । মহাশয় ! মহাশয় !

দণ্ডার । শুনি দিয়ে মন ।

জনক তোমার,

প্রাচীন হৃবির জনক তোমার—

তুমি বাকে ভাব বকেন প্রাণ,

আদর্শ-বন্ধু

না করে আলাপ
বহুদিন হ'তে অপরের সনে,
সেই পিতারে তোমার
আমি করিয়াছি নমস্কার ;
বুঝায়ে ব'লেছি ভাল ক'রে
সকল ঘটনা ।
ক'রে প্রণিধান আমার বাধান,
আলিঙ্গন দান দিয়াছেন যোরে,
আপনি উঠিয়া
বিরামের শান্তি-শয্যা হ'তে তাঁর ।
পৃথী । অঙ্কুর ঘটনা তুমি করিছ রটনা ।
দণ্ডার । না হও আশ্চর্য্য !
নিদ্রিত মস্তিষ্ক জেগে ওঠে
অকস্মাৎ প্রবল উচ্ছ্বাসে ।
গোপনে গোপনে আমি রেখেছি গুছিয়ে
তব যাত্রা হেতু যেবা কিছু প্রয়োজন ।
সম্মুখে বন্দরে ঐ আছরে প্রস্তুত পোত ;
নাথোদা অনেক
বান্ধব আমার—অধিকারী তার ।
অতি দ্রুতগামী পোত,—
পেরে অহুকূল বায়ু তুলিতেছে পাল,
এখনি নজর তুলি যাইবে স্বর্জরে ;
উঠ গিয়া পোতে আশাবতী সাথে,
পশ্চাতে মিলিব আমি

ল'য়ে পিতারে তোমার ;
 পবিত্র দ্বারকা তীর্থে
 হ'বে অন্তিম আবাস তাঁর ।
 এই যে সুশীলা বাংলা !
 এসেছরা, এস সতী স্বামীর সকাশে ।
 পৃথী । সত্য—সত্য—সত্য—সত্য !
 একি হুক্কোধ্যা বিধির লীলা !
 সত্য এল আশাবতী, সত্য তবে সব !

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা । প্রিয়তম পৃথীধর
 কোমার লজ্জার আমি দিছি বিসর্জন,
 আসিয়াছি বলিতে তোমার ;—
 এসেছিল শুভক্ষণ
 হৃদয়ে ধারণ তুমি করিবে আমারে,
 কিন্তু দৈবের বিপাকে—
 এলে চ'লে দাগীয়ে ঠেলিয়া পায় ;
 কমিয়াছি, ভুলে গেছি সেই হৃদয় ।
 ভাব মনে, কত দিন উভয়ে উভয়ে
 নিভৃত নিকুঞ্জে—
 করিয়াছি প্রাণ বিনিময় ;
 ভাব মনে, কত দিন হ'ল
 ভালবাসা ভরা
 এই ক্ষুদ্র হৃদয় আমার;

করি কুতাজলি
 দিয়েছে অঞ্জলি চরণে তোমার ;
 ল'য়ে বালিকার রূপ
 কত তুমি ক'রেছ বিক্রম,
 প্রেমে গ'লে কমেছি তোমারে সব ?
 সেঠ ভালবাসা বাসিব তোমায়
 যতদিন রহিবে জীবন ;
 প্রাণের প্রাণ দিব হে তোমায়,
 রমণী ধরায় হৃদি-প্রতিমায়
 বাসে নাই কভু হেন ভালবাসা !

পৃথী ।

চল নাথ মম সাথে সুদূর প্রবাসে ।
 গুন আশাবতি বুঝ মম ভালবাসা,
 নাহি কর উপহাস ;
 জনমীর কোলে শিশু—ছজনে ঘুমায়,
 থেকে থেকে জেগে মাতা শিশুমুখ চায় ;
 হ'লে ঘুমে অচেতন মুদিবে নয়ন,
 কিছুক্ষণ সে বদন নারিবে দেখিতে
 তাই করে প্রাণ কেমন কেমন !
 রাখি চখে চখে মিলাইয়া বন্ধে
 করে তারে গাঢ় আলিঙ্গন ।
 তাহার, অধিক প্রাণাধিকে মোর,
 উচাটন হয় প্রাণ তোমার কারণ ।
 প্রিয়া মম চুরি ক'রে
 হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছ ডোর,

মনে ছিল—

ফুলের বাসর কভু না হইবে ভোর ।

আহা আশাবতি

ভালবাসা সীমায় আমার,

উপমা কোথাও না মিলে !

ভারতের সমগ্র ঐশ্বর্য্য,

তব সৌন্দর্য্যের কাছে

বিলীন হইয়ে যায় ।

কি মোহিনী নয়নে তোমার,

স্বর্গ মর্ত্য ছার নিকটে তাহার !

কিন্তু তব রূপ তব গুণ

হ'ত যদি

লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক উজ্জ্বল,—

আপনি মোহিনী

আসি যদি বসিত লো নয়নে তোমার,—

সৌন্দর্য্য হইতে সুন্দর হইতে যদি

ধরি কোটী কমলার

অভুল লাবণ্য সুন্দর বদনে তব,—

তথাপি তথাপি হুলো পতি-পাগলিনী,

করিরছি যেই সত্য—ধর্ম্মসাক্ষী করি,

প্রত্যক্ষ ঐশ্বর্য্য পদ করিয়া স্মরণ,

(জীবন অধিক মানবের মান)

নিজমুখে রাখি বাঁধা,

সেই সত্য কখন না হইবে খণ্ডন ;

হইব না আশাবতী

দিয়ে মানে বলিদান ।

আশা । বুঝিতে না পারি কিবা বল তুমি !

দণ্ডার । সতী কিবা তব অভিপ্রায় ?

পৃথ্বী । জাননা কি আশাবতী তুমি,

সেই দণ্ডার রাজন

দেছে অবসর দিনকরে,

জামিন রাখিয়ে জীবন আমার ।

দণ্ডার । (স্বগত) আশ্চর্য্য ! অদ্ভুত !

স্থির প্রতিজ্ঞার রেখা এখনও লনাটে,

অকপটে চাহে সত্য করিতে পালন ;

নয়নে কুণ্ঠন নাহি ।

আশা । পৃথ্বীধর ! হৃদয়ের দেবতা আমার—

প্রাণের প্রাণের নিধি প্রিয় পৃথ্বীধর,

আমি তবে নহে কেহ ?

বুণায় ঠেলিছ পায় !

দণ্ডার । কিন্তু সেই অত্যাচারী রাজা

নিজে নাশিছে বিশ্বাস,

গোপনে মন্ত্রণা করি ।

পৃথ্বী । অনিলাম বটে তব ঠাই ।

আশা । পারিবে না দিনকর

রাখিতে তোমার প্রাণ আসিয়া সময়ে ।

পৃথ্বী । প্রিয়তমে আশাবতী, অনিরাছি সব ।

আশা । আর তুমি ?—

ওহো ভগবান ! ভগবান !

তুমি হারাইবে প্রাণ না আসিলে সেই !—

পৃথ্বী । তাও জানি আশাবতী—হিয়ার হীরক ।

আশা । যদি জানহ সকল,

কেন তবে অচল এমন ?

কেন নাহি পলাইছ

আমারে লইয়ে হৃদে ?

দয়াশূণ্যে

এ প্রাচীন করেছে উপায় যবে,

হায় হায় কেন নাহি চল ?

পৃথ্বী । এই প্রলোভন শ্রবণ আমার

উচিত না হয় কদাচিত ;

কিবা যদি পশে কাণে,

মিথ্যা বলি জানে যেন প্রাণ ।

থরে থরে ঘটনার স্তরে

ঘুরিতেছে এই ধরা,

কেবা জানে কোন স্তম্ভ তস্ত্রে

মস্তকগার যন্ত তথ্য করিবে বিকল !

কিবা স্তম্ভপাতে করিবে নিশাত !

কিছু ছেন স্থির—নাহি ছেন বুদ্ধিবীর,

সে টলাবে মম হৃদি

সত্য হ'তে এক পদ ।

পুরুষ বলিয়া—

মনে মনে আছে যে সম্মান

কার সাধা, কে করিবে আন ?
 যশের হ্রাসে রাখিব গৌরব,
 ভীকু নাহি হব আমি ।
 তুমি আশাবতী,—
 কোন মতে সখা মোর পারিবে ঝিরিতে ;
 কোন মতে—কোন মতে,
 এই আশা—নিরাশা এ আশা !—
 তবু করে বিশ্বাস তাহার ;
 এ প্রসঙ্গ সাক্ষ কর সতী ।
 কালের বদন অতীব ভীষণ,
 প্রজ্জ্বলিত চিতা-চিত্র অতি আলাদারী !—
 তথাপি—তথাপি—
 নিশ্চয় (এ) মরণ প্রার্থনীয় শতবার,
 সম্মানে কলঙ্ক রেখা সন্দেহের চেয়ে ।

দস্তার । দেখ দেখ চেয়ে,
 গড়ুরের পক্ষ সম
 যেত বন্ধ করিয়ে বিস্তার,
 আনন্দে উড়িছে পাল অল্পকুল বায়ে ;
 কচ্ছ সাগরের স্নানীল সলিলে
 হিল্লোলে হলিছে গোত ।
 আসে, ক্ষুদ্রতরী তীরে
 লইতে আরোহিণী ;
 নাহিক সময়,
 এখনি—এখনি যাইতে হবে ।

আদর্শ-বন্ধু ।

চল পলাইয়ে কেহনা বলিবে কিছু ;

কর ধীর মতি স্থির ;

নহে তাজি তীর যাবে তরী

করিয়া তরঙ্গস্তুপ ;

এখন যদি না বাও যাবেনা কখন ।

আশা । দেখ দেখ, তীর বেগে আসে তরী

আরোহি লহর-মালা,

শুন শুন ক্ষেপণীর ঘাতে

তালে তালে জলোচ্ছ্বাস রব ;

দেখ স্বাধীনতা সম্মুখে তোমার,

দেখ স্বাধীন তরনী :

অনন্ত স্বাধীন সাগরের জল ;

কলকলে ডাকিছে তোমায়

তরনীর নিরূপদ কোলে ।

পৃথ্বীধর ! ও আমার পৃথ্বীধর !

চল চল কালের কবল হ'তে,

হেসে ভেসে নাচিয়া তরঙ্গে রঙ্গে

পবিত্র দ্বারকা-দ্বীপে ।

দণ্ডায় । লাগিয়াছে তরী ঘাটে ;

এখনও কি ইতস্ততঃ ?

পৃথ্বী । না—না—

ভগবান বড় প্রলোভন !

রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে ;

আশাবতী কাদে, ধার বহে-বুধ চাঁদে,

“না” বলিতে ফেটে যায় প্রাণ,

ছিঁড়ে যায় হৃদয়-গ্রন্থি ।

বাক্—বাক্—

তবু না—না—দেখিব না মুখ ;

কি করে বুকের মাঝে !

বুঝি বল হারাই হারাই,

জগদীশ দোহাই !—

দেহ বল অন্তহলে মোর,

রাখ পুরুষের মান,

পলাইছে জ্ঞান—আগি পালাই পালাই ।

[বেগে কারাগারের ভিতর প্রস্থান ।

আশা । ওরে আশা কুরাইলি একেবারে,

হ’ল সর্বনাশ ।

দীননাথ ! (মূর্ছা)

কুন্ডার । একি ! একি ! কে আছে ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

অন্তঃপুর ।

(অরুন্ধতী ।)

অঙ্ক । গোপীনাথ গোপীনাথ কি হ’ল ! এমন স্বপ্নের সমর

বিনামেঘে বজ্রধাত কেন হ’ল ?

(কমলার প্রবেশ)

কমলা । ও মাসীনা, আমরা হাতাহাতি ক’রে হাজারের উপর

পাণ তো সেজে ফেলেছি, এখন সিন্দুকের চাবিটা দাও তার ভিতর রেখে দিই, আবার বাইরে রাখলে কেউ খেয়েটেয়ে ফেলবে।

অরু। আর পাণ কি হবে!

কমলা। ওমা সে কি গো! পাণ কি হবে?—বে-বাড়ীতে পাণের কি কম খরচ! হদো হদো সব নেশুনে লোক আসছে, তোমার সিন্দুকে না রাখ কোথায় তুলে রাখবো বল?

অরু। হ্যাঁ! কমলা, এত বড় মেয়ে হ'লি তবু কিছু জ্ঞান হ'লনা? মাথার উপর কি বিপদ পড়েছে বুঝতে পাচ্ছিসনি! বর কোথায় যে বে হবে?

কমলা। সে বাপু আমরা কি জানি, তোমরা গিরিবানী আছ তোমরা বুঝবে; আমাদের বা ক'ত্তে হয় আমরা কচ্ছি। মাসীর কথা শোন, বের আগেই অমন একটা গোলমাল হয়ই হয়, তা ব'লে কি বে বন্ধ থাকে।

অরু। আরে বাছা এবে বরের প্রাণ নিয়ে টানাটানি!

কমলা। প্রাণ নিয়ে টানাটানি, মা হাতী নিয়ে টানাটানি; রাজা তো রাজা—বাদশা হ'লেও প্রাণে মারতে পারেনা, আমি জানিনি বটে বরের সাতখুন মাপ।

অরু। বাছা জন্ম জন্ম ছেলেমানুষ থাক, আমাদের মতন বুড়ো হ'য়ে কথায় কথায় যেন নির্ভরসা হ'তে না হয়।

(উদরায়ণ পুরোহিতের প্রবেশ)

উদ। গৃহিণী কং, কং গৃহিণী? তুমি কং—অর্থাৎ কোথায়?

অরু। (স্বগত) বরহি একে আপনার জ্বালায়, আবার বুড়ো বাবুন তার উপর এল জ্বালাতে।

উদ। বলি কেন বাকরোধ? আপনা আপনি কি বিজবিজ?

অরু। হ্যাঁ পুরুতঠাকুর, কি বিপদ হ'য়েছে বুঝছোনা?

উদ। আমি বুঝিনি? বেদবেদান্ত, শঙ্খ ষড়বজ্র, ত্রায় অস্ত্রায়, দর্শন অদর্শন, ষড়বিংশপুরাণ, অষ্টাবিংশমহাত্ম্য, কোকিল, পাতরেঞ্জল সব আমি বুঝি, আর আমার বোন "বুঝনা"! তবে আমি নির্বিরোধ মুর্থ, অবজ্ঞান!

অরু। বিপদের সময় ভাল লাগেনা বাপু।

উদ। বিপদ!—কিসের বিপদ! হুম্মান পুরাণ পড়েছ? তা যদি পড়তে, তা হলে বিপদকে এতক্ষণ আমার মতন চতুষ্পদে মথন ক'ত্তে পারতে।

(শীলাবতীর প্রবেশ)

শীলা। হ্যাঁ ঠাকুরদাদা আপনি কি চতুষ্পদ?

উদ। নয়তো কি? আমি কি অসামান্য মানব যে সকলের সমপদ হ'ব? আমি চতুষ্পদ, আমার পিতা ছিলেন ষট্পদ; কথং কিবা চিন্তা করন্তি মনে মনে? জানন্তি কেহং যে হতজ্ঞান করিস্! একাধিক্রমে বাইশ বৎসর নানাশাস্ত্রঃ ধৃতংময়া করবার পর অধ্যাপক আমার প্রশ্নইলেন, "কি উপাধি ল'বে?" আমি বলুম "বিদ্যারাসভঃ," নিকাতরে বিদ্যার বোঝা বইতে পারি।

অরু। ঠাকুর এখানে না ব'কে ততক্ষণ হুটো তুলসীটুলসী দাঙগে, যাতে আমাদের এই গেরোটেরো খণ্ডন হয়।

উদ। তা' কি বাকী আছে, যে কাজ করেছি তার লগ্নে হুটী সুবর্ণ দক্ষিণা দিতে হ'বে। এ দক্ষিণাটা উল্লিখ বিবাহের বিদায়ের ভিতর ধরিতবা নয়। বলছিলে হুটী তুলসীপাতা, এ শব্দট সৎকট বিপদে ক্ষুদ্রনতি তুলসীপাতার কি কাজ হয়? আমি শুচকে

আদর্শ-বন্ধু ।

একশ একটা বড় বড় কচুপত্র উদ্বাটন করে ঘটে চড়িয়েছি, আর
বীজমন্ত্রটন্ত্র নয়—শক্ত শক্ত শুঁড়ী মন্ত্র পাঠ করেছি; এতক্ষণ বর
দেখগে বাসার বঁসে নিপাত ।

সকলে । বালাই ! বালাই !

নীল । হাঁ ঠাকুরদাদা ও কথা কি মুখে আনতে আছে,
“বর নিপাত” কিগো ?

উদ । ওরে শ্রালিকা অর্থাৎ মাদীশালী, সমস্কৃষ্ট তো পড়লিনি,
তা বচনের বাক্য বুঝবি কেমন ক’রে ?—“বর নিপাত”, কি না
বরের বিপদ নিপাত ; বিধাতৃ পদপ্রত্যয়ের অনটনের সঙ্গে নটপট
ক’রে ওটা গুলু হয়ে গেল ; আমাদের সমস্কৃষ্টের অনেক কথা গুলু
ক’রে লোপ পেয়েছে ।

(ভাগীরথীর প্রবেশ)

ভাগী । দাও দাও দাও—শিগ্গির দাও ।

অরু । কি দেবলো, আর জালাসনি বাপু এ সময় ।

ভাগী । আমি তো জালাছিগো ! তা মেয়ের বে দাও, জামাইকে
নিয়ে খাও দাও শোও, তার পরে জালাকে বিদায় দিও ; আজ
এখন দাও । মেয়েটা মেয়ে প’ড়ে কাঁদছে, কত বোঝালুম—
বাছেতাই বলুন, খোঁপাটা জালাগা ক’রে গিয়েছিল ক’সে দিলুম,
কুলগুলোর ছিরিও নেই ছাঁদও নেই,—হ্যাঁগা একি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
স্বাক্ষর ব্যাজর বকুছ কেন ? দাওনা—

উদ । কি দত্তং কিং দত্তং ?

ভাগী । কড়িং কি গত্তং কড়িং কি গত্তং ; আমার শ্রাদ্ধের
মন্ত্র পড়তে এলে ?

(কুন্তসিংহের প্রবেশ)

কুন্ত। কত বাজনা আসছে, বাঁশী বাজছে, রান্ধা কাপড়
 এয়েছে ; আজ বিয়ে—কার বিয়ে ? আমার—না আর একজন ?
 আমার। এই যে নাচঘর, ঐ যে বাইজী সব দাঁড়িয়ে আছে ;
 বাইজী বাইজী আমায় চিন্তে পার ? এই যে মুনীয়া এসেছে,
 সেবার আমার বিয়েতে নেচে ছিলে, বাবা তোমায় একখানা পান্না
 দিয়েছিল, কেমন মনে আছে ? এ কে দাঁড়িয়ে—গণশী ? তুমি
 এত ছোট হ'য়ে গেছ ? অনেক বয়স হ'য়েছে দেহ গুঁড়িয়ে আসছে
 কিনা !

ভাগী। ওরে বুড়ো কি লোকামো কচ্ছিস ? এদিকে তোর
 ছেলে মরে, আমাদের খরচপত্তর করিয়ে সব গাটী করে।

অরু। ভাগী কি বলিস, তোর মুখের সামাই নাই ?

ভাগী। না আমার সামাইও নেই কামাইও নেই, তোমার
 জামাই এই ঢং করে লেটা বাঁধাতে পারে আর আমি বলতে
 পারিনি ? আর এই বুড়ো মড়া—তোমার বেয়াই এসে ভ্রাকাপনা
 কচ্ছেন, একে কেউ ধ'রে ঠাণ্ডা গারদে দেয়নাগা ? আমার বলে
 কিনা বাইজী !

শীলা। ও ভাগী দিদি তোকে বলেনি তোকে বলেনি, আমা-
 দের বাইজী বলছে।

ভাগী। হ্যাঁ তোমাদের বলেছে, খুঁড়িয়ে বড় হওয়াটা বুঝি
 যৈবনের দোষ ! আমার চোখ দেখে, হাত পা নাড়া দেখে মিসে
 বুঝেছে যে আমার ভাও বাতলান অভ্যাস আছে, তাই আমাকে
 বাইজী বলছে। আমি বাইজীই থাকি আর ধাইজীই থাকি তা ও
 মিসের কি ?

আদর্শ-বন্ধু ।

কুন্ত । ও বাঁদী কি বলছিল, বাইকীদের পাখা করনা ।
সারেস্নীওয়ালারা কোথায় গেল ? ধর দেখি তান, “মেরে এজী
এজী ভালা, রাম নাম সত্য হায় ।”

ভাগী । ঐ গান গেয়েই এবার তোমার বিয়ে হবে বটে বুঝলি
মিলে ? ছেলের যে প্রাণ যায়, তোমার ছেলে—তোমার ছেলে ।

কুন্ত । এঁা এঁা আমার—আমার ! আমার ছেলে, ছেলে !

ভাগী । হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার ছেলে পৃথীধর, মন কি পুড়িয়ে
রেখেছ ? পৃথীধর—

কুন্ত । পৃ—থী—ধর ! পৃথী—ছেলে ?—আমার ?—সেইতো—
হ্যাঁ, নাম রেখেছিল যে সেত অনেক দিন চ’লে গেছে, কোথায় সে ?

ভাগী । ওগো তোমার ছেলে—আজকের যে বর, পৃথীধর—
পৃথীধর—

কুন্ত । হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঐ—ঐ—আমার ছেলে, আমার ছেলে—
কোথায় গেল ? দে দে এনে দে, দে—পৃথীকে দে, আমার মা
কোথায় গেল ? আমার ছোট খাট মা—টুক টুকে মা, হুধ
খাওয়ালে, ফুল দিয়ে ভুলালে, ঘুগ পাড়ালে, কোথা গেল মা ? মা
আমার কেন লুকুলো ? আপনি লুকুলো, আমার বাবাকে
লুকিয়ে রাখলে—পৃথীকে লুকিয়ে রাখলে !

শীলা । ও মামী দেখ দেখ, বুঝি মনে মনে বুঝতে পেরেছে, চোখ
থেকে জল গড়াচ্ছে ; মনের ভেতর বুঝেছে, আহা বাপের প্রাণ !

উদ । বাপস প্রাণ তলয়ারসু থাপ, মনে মনে বোঝন্তি—থাপ
লাগন্তি কাপে ক্রাপ ।

কুন্ত । ওমা—মা তুই কোথায় গেলি ? আমার টুক টুকে মা,
বাবাকে নিয়ে আয়, হুজনে আয় ।

অরু। দেখ গেরোর উপর গেরো দেখ, আঁহা বুড়ো মানুষ
বুঝেছে, বুঝতে পাচ্ছেনা যে বুঝেছে—কিন্তু শ্রাণ বুঝেছে, এই
কাদতে লাগলো ; লোকজন পোরা বাড়ী এখন কি করি ?

কুন্ত। মা ! গলা শুকিয়ে উঠছে মাই দেয়া মা—

কমলা। তোমার মে মার কাছে নিয়ে যাব—এস।

কুন্ত। যাবি ? তুইও বেশ মা—এও বেশ মা—সুঝাই বেশ মা !

গাছ পালাও মা, পৃথিবীটেই মা—মা মা চমা।

[ভাগীরথী ও পুরোহিত বাতীত সকলের প্রস্থান।

উদ। কিম্বাশচর্য্য ধনুর্ধরম্ ! আন্তিকন্ত ভাগীরথী একি
হ'ল, কন্তং ?

ভাগী। আর কি হবে ?—এখন পাঁজী পুঁথি বগলে নিয়ে
গন্তং গন্তং।

উদ। এত পরিশ্রম, মন্তুপাঠ, দক্ষিণার কি ?

ভাগী। ঐ যা বলছ কন্তং, কলাগাছে কান্দী কান্দী নন্তং।

উদ। ওরে আর্দ্রাচিনে পাবন্তী পাপিরা ! আমাকে পরি-
হাস ?—বিদর্ভ ?

(নেপথ্যে কোলাহল)

ঐখানে পাহাড়ের উপর, ঐখান থেকে দেখা যাবে।

চল চল শীঘ্র চল, চলতে পারনা ? পাহাড়ে উঠবে কেমন করে ?

(কমলার বেগে প্রবেশ)

কমলা। ও ভাগী ও ভাগী খিড়কী বন্ধ ক'রে ভিতরে আস
ভিতরে আর, সহর শুক লোক বেরিয়ে পড়েছে পাহাড়ের দিকে
ছুটেছে, দিনকর আসছে নাকি দেখতে।

ভাগী । আসবে—আসবে—মুখ পোড়া আবার আসবে ?
চলতো দেখিগে ।

[প্রস্থান

উদ । আমি ত্রিয়ে চারু কদম্বশীলে—মুখময়ী খুদে অবলে,
আমি পুরোহিত—রমণী বিশেষ, তোমাদের সহিত অবলুপ্তন দিবে
অভিসার করবো—চল ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাক ।

চারয়ার উপত্যকা ।

দিনকরের উপবন-বাটিকা ।

(অংগু ও হিরণ্যময়ী ।)

অংগু । মা মা, দেখ দেখ আমি একটা—দুটো কি পেয়েছি

হিরণ্য । দেখি, ওমা এয়ে নিচু কোথায় পেলো ?

অংগু । ঐ যে পড়েছিল, আমি কুড়িয়ে আনলুম ।

হিরণ্য । হঁ, বুঝি বাহুড়ে—

অংগু । কে এনে দেছে ম্যা ?

হিরণ্য । তোমার খণ্ডর তোমার জন্তে এনে দেছে বাবা ।

অংগু । মা, খণ্ডর কেমনতর পাখী ? কোন্ গাছে থাকে ?

আমায় একদিন দেখাবে ?

হিরণ্য । হ্যাঁ দেখাব, এখন যাও নিচুগুলো আর নেবুটা
নিরে ঐ কুড়িটার ভিতর রেখে এসত বাবা ;

অংগু । আমি রাখবো, আমি রাখবো (ফল লইয়া ঝড়িতে

রাখিরা) ওমা, আজ গাছ গুলোর কাছ থেকে সব ফল গুলো কেড়ে নিয়েছিস্ ? এ ভালটা সব ভ'রে গেছে। ওমা, নানানস্টা পেড়ে ফেলেছিস্ ? তবে আমি “বন থেকে বেরুল টে,—সোণার টোপের মাথায় দে” করে বলব ?

হিরণ । আরও আনারস আছে বাবা ।

অংগ । হ্যাঁ মা, আজ এত কল কেন তুলছিস্ ? আজ কি বাবা আসবে ?

হিরণ । কি ক'রে বলব বাবা, কেশব নাথ জানেন ।

অংগ । কেছব নাথ কেন আমায় ব'লে দেন না ; বাবাকে কদিন দেখিনি, বাবা বড় ছুটু হয়েছে ; আমায় দেখতে আসেন না, আজ এলে বাবার কাছেত যা'বনা ।

হিরণ । গুন বাবা, লটকা বলেছিল এমনি সময় তিনি আসবেন ; তুমি যাওত ফটকের কাছে যাও, তাহ'লে এলেই তিনি তোমায় কোলে নেবেন, এই বাগানে আসতে আসতে তোমার মুখের রং কেমন সুন্দর হ'য়েছে, দেখে ভারি খুসি হবেন । দেখ বাবা রাস্তায় বেওনা, ফটকের কাছে আমগাছে যে দোলনা আছে তা'তে ব'সে দোলগে । কোলে উঠতে পারলে বেন আর কোন দিকে ভুলিয়ে নিয়ে যেওনা ; বুঝলে অংগ,—মায়ের ছেলে মার কাছে এস ।

অংগ । তবে আমি যাই দোলায় হুব, বাবা এলেই ঝাঁপিয়ে কোলে উঠবো ; বাবা আমার কত কত কি নিয়ে আসবেন ।

[অংগের গ্রহণ ।

হিরণ । চম্পকের কলি মোর ।

প্রথম আদরে তাঁর
 এবে তব অধিকার,
 তুমি পাবে কোমল কপোলে
 প্রথম চুম্বন ;
 কেননাথ হইয়ে নিষ্ঠুর
 পাঠাইলে এ দাসিরে নির্জন নিবাসে ?
 সন্দেহ দোলায় সতত হুলিছে মন,
 এই আশা—এই ভয় !—
 নাহি জানি রমণীর মন
 অকারণ কেন হয় সূচকল !
 তাহার উপরে
 আসিয়াছি দেখে তোমারে বিকল,
 রাজ তস্মৈ বিদ্রোহ হুচনা ।
 এস নাথ এস মম পাশে,
 মিছা হাসি হেসে ভুলায়ে শিশুরে ।
 না দেখে তোমার মুখ শূন্য মোর বুক,
 জগৎ বিষাদময় !

(অংশুকে কোলে লইয়া দিনকরের প্রবেশ)

অংশু । মা দেখ দেখ, বারাকে ধ'রে এনেছি ।

হিরণ । এঁা এই যে এলে !

দিন । হিরণ্যি সর্বস্ব আমার !—

হিরণ । হৃদয়ের অধীশ্বর মোর,

দেখ ভালবাস ব'লে

আদর্শ-বন্ধু

তুলিতেছিলাম কল তব ছুঁশি হেতু ;
 কিন্তু নাথ ! আসিবে আসিবে বলে,
 শুণে পলে পলে
 প্রতীক্ষায় কেটে যায় দিন ;
 হৃদয়ে শুথায় আশা ।
 হয়তো আসিছ তুমি, এই ভাবি মনে
 কতবার-বার করিয়াছি ভুলে ।
 উখিত কুয়াশা ধূম উপত্যাকা পথে,
 আলয় আলোকহীন তোমার বিহনে ।

দিন । তবে কি—তবে কি,
 আমি না থাকিলে কাছে,
 আপনায় ভাব তুমি এত অসহায়,
 হৃদয়ের হিরণ আমার ?

হিরণ । কি করে আমার মন
 জাননা কি মনে মনে ?
 ওহে জীবন সর্বস্ব
 প্রাণাধিক প্রিয়তম দয়িত আমার,
 যদি বলি খুলে—
 থর থরি কত কাঁপে অন্তর আমার !
 কি যে সন্দ হয় মনে, মন্দাবতী ধামে—
 তুমি যবে থাকহ একাকী,
 ব্যস্ত রাজ কাজে ।
 কি ! না শুনিতে চমকিলে কেন ?
 পুরুষ বলিয়ে বড়ই পৌরুষ তব ;

কিন্তু যদি অবলা হিরণ
বলে তার মর্মেয় কাহিনী,
পারে ছুটাইতে
অক্লথার নয়নে তোমার।
এই দুইলাম হাতে হাত,
বল সত্য ক'রে নাথ
আর নাহি ফেলিয়া রহিবে মোরে ?

দিন। বল দাও, বল দাও মোরে জগদীশ।

হিরণ। সত্য সত্য কর প্রাণেশ্বর,
আমি ধরিয়াছি কর,
যদি না থাকিত অংশু সাথে,
সুধাংশুবদনে না শুনা'ত মোরে
মধুমাথা আধ আধ ভাব,
যদি না বলিত ললিত বুলিতে
কত কি করিবে কাছা বড় হ'লে পরে,
অসহ্য হইত মম নিভৃত নিবাস।
আয় বাবুয়া বল,—বা বলিস মোরে
নিতি নিতি, শুনিবেন উনি।

দিন। হাঁ বাবা, হাঁ বাবা অংশু
বড় হ'লে কি হইবে তুমি ?

অংশু। তলয়ার বেঁধে করিব লড়াই।

দিন। না না লড়াই কি ভাল ?

অংশু। না আমি করিব লড়াই

কাকাদী পিথীর মত

আমি হ'ব একজন,—

‘একজন’ কি বলে মা ?—

সেই যে—সেই যে—

হাঁ হাঁ যোদ্ধা !

কাকা যোদ্ধা, আমি যোদ্ধা ।

দিন । বেঁচে থাক বাবা,

আছে বীরের লক্ষণ তো'তে !

যাও তো চাঁদ, যাও ঐ পাঁচিলের ধারে

আছে যে লতানে গাছ,

আন গুটিকত ফুল তুলি—

গেঁথে দিব মালা তোরে । (অংশু যাইতে উদ্যত)

শুন—শুন,

নন্দন লাহিত হার

একবার পরারে গলায়,

বেড়ে ধর কণ্ঠ মোর সুকোমল করে ;

আহা হয়েছে—হয়েছে, জুড়াইল প্রাণ !

হবে একজন, বেঁচে থাক বাছা ;

যাও, আন ফুল-ফলাল আমার ।

(স্বগত) এইবার দয়াময়

জড়িত রমনা, কেমনে প্রকাশি । [অংশুর আহ্বান।

হিরণ । দিন দিন কলা কলা

সুধাংশু পূরয়ে যথা,

অংশুর আমার

রূপের মাধুরী বাড়িতেছে সেই মত ।

দিন । আদরের আদরিণী,
 সংসারের জ্যোতিঃ সতী হিরণ্ময়ী মোর
 করহ স্মরণ বিবাহের দিন হ'তে ;
 কখন কি ভুলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়
 বলিয়াছি কুবচন !

চাহিলে তোমার পানে,
 কুপিত নয়ন দেখেছ কি কভু ?
 হিরণ । না—না জানেন ভবানী, কখনই না ।
 কত ভাগ্যবতী, তাই পাইয়াছি
 শিবের সমান এ হেন সুন্দর পতি !

দিন । বল,—
 হৃদয় হইতে বলিতেছ এই কথা ?

হিরণ । সত্য সত্য নাথ !
 তোমার শিক্ষায়
 কপটতা শিখি নাই আমি ।
 পরিহাসে তব পাশে
 মিথ্যা কভু কহি নাই ;
 জাননা কি নাথ তুমি ?—
 হৃদয় আমার,
 দর্পণ সমান আছে বিদ্যমান
 প্রাণের সম্মুখে তব ।

দিন । দাস্তি গেলে অশাস্ত এ প্রাণ !
 আহা রেহবতী সতী—

প্রেমের সলিল তার
 উছলিছে কানার কানার !
 হ'লে মম দেহান্তর,
 ও অন্তর টেলে দিবে নিরন্তর
 সমুচয় সুধারামি সন্তানে যোদের,
 ডুবাইবে তারে জননীর অমৃত আদরে।
 হিরণ। ছি ছি ওকি অলক্ষণ !
 মরণের কথা এননাকো মুখে
 যত দিন জীবে দাসী ।
 বল সর্বস্ব আমার,
 কিবা পুরস্কার আর্ধ্য-সতী চাহে আর
 পতিকোলে পরলোক গতি বিনা ?
 নাথ নাথ ! ওকি ভাব মুখে ?
 কেন পাংগু সুধাংগু অধর ?
 অঙ্গ যেন ভেঙ্গে পড়ে, কাঁপে ধর ধর !
 পীড়িত কি তুমি ?
 কিহা কোন বিষয়ের শোকে
 হইয়ে হতাশ হয়েছ উদাস !
 বল কি ব্যথার ব্যথিত হৃদয় ?
 বল, অন্তরের শান্তি হরিয়াছে কে ?
 দিন। শুন প্রাণের হিরণ,
 যদি আমি শুনাই তোমার
 কেন ভরস্কর গুরুতর
 বিষাদ সংবাদ.

পারিবে কি ধরিবারে ধৈর্য্য ?

হিরণ । সংসারের কি ছুঃখের কথা নাথ

ওনাবে আমার,

তব সুহবাসে

পরিহাসে উড়াইতে পারি ;

আপনি হাসিলে হাসি'ব তোমার ;

হইয়ে সেবিকা

শিখা'ব তোমার হ'তে সুখী ; অদৃষ্টের ফেরে

বল খুলে কি বেদনা হৃদে ?

দিন । লিখেছিহু এই পত্র দ্বিত পৃথীধরে,

হয় নাই প্রয়োজন পাঠাতে তাহার ;

কর পাঠা'হুনি । (পত্রপ্রদান)

এই পত্রে

ছই তিন ছত্রে বুঝিবে সংবাদ ;

রসনা বিবাদ করে হৃদয়ের সনে,

মুখে না বলিতে পারি !

হিরণ । (পত্র পড়িয়া) একি—একি

কাল ভূজঙ্গের বিষে লেখা এ লিখন !

কুরে কুরে ধার প্রাণ মোর !

দিনকর !—মৃত্যু !—কখন !—কেমনে ?

কিছুনা বুঝিতে পারি !

মৃত্যু !—কোথার !—কি দোষে ?

দিন । দণ্ডার হ'য়েছে রাজা,

আজার তাহার প্রাণদণ্ড মোর ।

হিরণ । কিন্তু কই তুমি নহ কারাগারে,—

শৃঙ্খল নাহিক পায় ?

কি জানি, কেমনে পেয়ে অবকাশ

এনেছ হেথায়,—

একাকী ! একাকী ! নাহি কোন রক্ষী !

চল যাই পলাইয়ে রাজপুতনায়

অথবা গুচ্ছরে ;

কোথাও—কোথাও

মন্দাবতী ছেড়ে হোক যেখানে সেখানে,

যেথায় সেথায় ।

দিন । নহেক কোথাও !

লইয়ে বিদায় এইখান হ'তে

যাইব সটান

মন্দাবতী ধামে ।

এতক্ষণ ফুরাত জীবন !—

হিরণ । না—না ।

দিন । শুন বলি, এতক্ষণ ফুরাত জীবন !

কিন্তু হৃদয়ের সখা পৃথ্বীধর,

খসায় শৃঙ্খল মোর

প'রেছে আপন পায়,

মম আগমন প্রতীক্ষার

নিজের জীবন দিয়েছে জামীন,

পায়ের ধ'রে পাপাচারে

মেগে নেছে অবসর,—

পাঠাতে আমার তোমার সকাশে

চির বিদায়ের তরে ।

হিরণ । সকলি দৈবের লীলা !

দেবদত্ত অবসর,

নাহি দিব যাইতে তোমায় ;

এই ধরিলাম বুকে,

প্রেমমাধা ভুজে কঠিন বন্ধনে,

যাও দেখি ?—দেখি হৃদয় ধরেছে জদি !

দিন । না—না ।

হিরণ । কখন না—কখন ন

থাকিতে জীবন, যেতে নাহি দিব কভু ।

না—না !

দিন । মা ?—না ?

না যাব কিরিয়ে ?

নাহি থসাইব সখার চরণ-শৃঙ্খল ?

ওরে আপনি যে দিয়েছি পরায়ে তারে ।

হিরণ । জীবন—জীবন—অমূল্য জীবন,

রক্ষিতে তাহার যে কোন উপায় !

হৃদয় হৃদয় হয়,

পাপ পুণ্য পরিণত ।

যেই জগদীশ করেছেন সৃষ্টি,

দেছেন চৈতন্ত জীব,

অহরহ তিনি বলেন সবায়,

প্রকৃতির বশে—মানসের রসনার

“রক্ত রক্ত রক্ত সবে, রক্ত আপনায়।”

যদি ভালবাস মোরে,

ভালবাস প্রাণের বাছারে,

বলি জাহ্নপাতি——(জাহ্নপাতিয়া উপবেশন)

ওকি, কেন আগুন নয়নে !

(অংগুর ফুল লইয়া প্রবেশ)

ভাল ভাল নাথ নয়নে তড়িৎ তব,

বাকী কেন থাকে বজ্রাঘাত !

বধহ আমার, নহে ঋদ্ধ প্রাণ

আমাদের তরে ।

আহা ! দেবগণ সময় বুঝিয়ে

এনেছে তনয়ে ;

ওরে হাবিরে অনাথ !

তুলি ক্ষুদ্র ছুটি হাত

জাহ্ন পাত মম পাশে,

বল মধুর বচনে বীণার রোদনে,

বল

শৈশবে অনাথ না ক’রে তোমার ;

(ওহো ! শৈশবে—শৈশবে—

না বুঝিতে কিছু !)

করুণাসাগর প্রাণেশ্বর মোর

চেয়ে দেখ মুখ পানে,

পতি—দেখ প্রাণের দুর্গতি !

বনিতা-বালক লুঠায় চরণে তব ।

দিন । দেখিয়াছি—দেখিতেছি সব,

সেবতা দানব

করিছে আহব হৃদয়ে আমার ;

শিরায় শিরায় অন্তর্ভেদী তড়িৎ-তাড়ন !

কিন্তু না—কিন্তু না—

যা'রে—যা'রে মুদে আঁধি,

হ'রে বধির শ্রবণ,

না দেখিস না শুনিস

এই কাতরতা !

মায়া মোহে দারাপুত্র দেখাইছে লোভ,

নাশিতে বিশ্বাস, হ'তে ধর্মচ্যুত ।

হিরণ ! হিরণ ! সহধর্মিণী আমার,

হও ধর্মোতে সহায় পতির তোমার ।

কঁাদ—কঁাদ—কৈদে কিন্তু দাওহে বিদায় !

(স্ত্রী-পুত্রকে আলিঙ্গন)

হিরণ । কৈদেছি—কৈদেছি—হৃদয় বেধেছি,

অস্তরে অস্তরে ফাটিতেছে হাড়ে হাড়ে,

আবাড়ের ধারা হুন্য়নে না কুলায় !

ওহো পতি যায়—প্রাণ যায়—

যায় সর্বস্ব আমার !

ওহো আমি কোথা য়ার,

কোথায়—কোথায় । (মর্চ্ছা)

দিন । হিরণ !

জীবনের জীবন আমার,

খোল আঁখি দেখ চেয়ে ;

জাগ জাগ হিরণ আমার,

পলায় সময়,

অস্তিম কালের কাল

আসিছে নিকটে মোর,

কর্তব্যের কঠিন তাড়ন,

নাহিক অপেক্ষা

কথায় কথায় কাটা'ছুত সময় ।

আহা ! অচেতন মগ্ন বরণ,

দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্রীণ,

শবপ্রায় অবয়ব,

এই ভাবে হ'বে তোরে যেতে

সময়েতে হ'ত শব ভীষণ মশানে !

(দিনকর কর্তৃক উচ্চ স্থানে শয়ন)

আহা হা রাখিব না মৃত্তিকায় ;

আয়—আয়, চূর্ণ বিচূর্ণ ও হৃদে

একবার ধরি তোরে জনমের মত !

ওরে এই শেষ—এই শেষ !

বিদায়—বিদায় প্রিয়ে,

বিদায় জনম মত !

নিরঞ্জন আগে এই বিদায় চুম্বন,

ওহো পারিনারে, আর একবার !

আদর্শ-বন্ধু ।

অংগ । বাবা, মা কথা কইতে কইতে ঘুমিয়ে প'ড়ল কেন !
তুমি কি বলচ, তুমি কঁাদ কেন বাবা ?

দিন । ওরে অংগুরে আমার

ফেটে গেল—ফেটে গেল বুক !

আর ঠাহি সহে !

কুসুমের কলি হ'লিবে অনাথ ;

বক্ষের পঙ্কর—

প্রাণ চেয়ে প্রিয়তর,

শৈশবের সুচিত্র সুখের,

প্রীতিমাখা প্রতিবিম্ব, মোর !

দীনবন্ধু দীনবন্ধু দেখিবেন তোরে !

থাক থাক বাবা ভোলাস মায়েরে,

গেল বাপ অকূলে ফেলিয়ে ।

অংগ । ওমা—ওমা উঠ না মা ।

[দিনকরের বেগে প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাক্ষ ।

পর্কত পথ ।

(লটকা)

লটকা । বাঃ—ভয়ে তো গেছে, কামতো সেরে দিয়েছে, রাজা
মোর কিরে মরতে যেতে পার্কে না । এখন যা হোক লটকার
লিলাটে হোবে । লোকেন বড়া ঝাপা হোবে, হামার জানটী বি

লিভে পারে! লে, লেবে। তারপর ঠাণ্ডা হোলে লট্কা
লট্কা বোলে বুক চাপড়াবে আর রোবে, তখন কেমন মজাটী
হোবে! ঐ সর্দার আসছে, এক খাপ্পড়ে হামাকে মারিয়ে
ফেলবে। ভাগ ভিলের বেটা ভাগ; আরে ভাগ, এই এসে গেল।

(দিনকরের প্রবেশ)

দিন। আর কি—বা হবার হ'য়ে গেছে! ব'লে ফেলেছি,
জন্মের শোধ একবার দেখে নিয়েছি, জন্মের শোধ বুকে ধরিছি,
চুমো খেয়েছি। আহা! মুচ্ছিতাবস্থায় কেলে চল্লুম, শিশুর হৃদয়-
বিদারণ ক্রন্দনে কাণ দিলুম না, কি নিষ্ঠুর—কি নিষ্ঠুর আমি!
তা কি ক'রব, উপায় কি? ধর্ম সত্য, দেবতুল্য নির্দোষ প্রাণ!
লট্কা শীঘ্র ভিতরে যাও, তোমার প্রভুপত্নী মুচ্ছিতা, অংশু কঁাদছে
ভাদের দেখগে, সাঁসনা করগে। ব'লো, আমার কি ভয়ানক
অবস্থা! ব'লো, আমার হৃদয় চুরমার হ'য়ে ভেঙ্গে গেছে!
ব'লো, ঘাতকের খজো এ প্রাণ যাবার অনেক আগেই আমি
মরেছি, যাও।

লট্কা। বাঁচ গিয়া রে বাপ। (যাইতে উদ্ভত)

দিন। এই লট্কা শুন, আমার ঘোড়া কোথা রাখলে
শীঘ্র এনে দে যাও; বিস্তর বিলম্ব করেছি—আর না। পবনদেব!
আর অধিকক্ষণ আমার নিঃশ্বাস তোমায় কলুষিত কর্বে না;
এ জন্মের মতন আমার সাহায্য কর। তোমার বলে বন্ধুর কাছে
আমায় নিয়ে চল, আমার ধর্ম রক্ষা কর। ওহো! দেখতে
দেখতে এই যে সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ট'লে পড়ছেন। ঘোড়া—
ঘোড়া—লট্কা দাঁড়িয়ে কি ক'ছে?

লটকা। এ রাজা। (কম্পন)

দিন। কাঁপছ কেন? কেন মুখ চুন? ম'রে যাও, মাহুকের মত হও। চট্—চট্ ঘোড়া নিয়ে এস। যাবে আর আসবে, আমার প্রাণের অবস্থা বুঝ না?

লটকা। রাজা, রাজা—

দিন। গোলাম, আমার কথা শুনছিস কি না শুনছিস, নিয়ে আস এখানে; ঘোড়া—ঘোড়া—আমার ঘোড়া? আমার এতকণ অর্ধেক পথ যাওয়া উচিত ছিল।

লটকা। এ রাজা, এ অন্দাতা, তু হামাকে মেরে ফেলবি?

দিন। ভীল, ভুই কি পাগল হ'য়েছিস নাকি? না আমার এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র সময়ে বিক্রপ ক'চ্ছিস? কি, কথা ক'চ্ছিস না যে?

লটকা। সর্দার মেরা, রাজা মেরা, বাপ মেরা, তু কভি আমাকে কড়া কথাটা বোলিস না, ছেলিয়ার মত হামাকে ভাল বাসিয়েছিস।

দিন। ওসব কথা এখন কি আবশ্যক? ওরে শীঘ্র ঘোড়া এনে দে, সময় যায়—সময় যায়—না হয় কোথা আছে বল আপনি গিয়ে নিচ্ছি।

লটকা। রাজা খুসিমে গিয়ে আপন মাথাটা দিবি, হামি এ দেখতে পার্কে না, লটকার প্রাণটা কেমন কেমন কোরতে লাগলো।

দিন। কি, বল—শীগিরি বল।

লটকা। (পদে পতিত হইয়া) বাপ! তুহার জান বাঁচাবার আশ কোরে হামি ঘোড়া—

দিন। কি?

লটকা। মারিয়ে ফেলেছি, তোকে বাঁচাতে ঘোড়া মারিয়ে
ফেলেছি।

দিন। জগদীশ ! জগদীশ !!

লটকা। মাপ কর রাজা, মাপ কর বাপ।

দিন। রাফস, এখনও আগি কেন চুপ কুঁরে দাঁড়িয়ে আছি
তা জামিস ?—দেখছি—দেখছি, আমার প্রাণের প্রার্থনা শুনে
দেবতারা তোর মাথায় বজ্রাঘাত করেন কি না দেখছি ! এখনও
হ'ল না—এখনও এক বজ্রপাতে হুজুরের মৃত্যু হ'ল না ! ভাল
থাক দেবতারা, আপন হাতে আজ পিশাচের ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধান
ক'রব। আর প্রেত, তোর দেহ এখনি খণ্ড খণ্ড করি।

লটকা। মারিসনি মারিসনি, প্রাণ দে রাজা প্রাণ দে।
বাপ ! হামি মরতে পার্কে না, বাপ হামি মরতে পার্কে না—
বাপ হামি তুহার প্রাণ বাঁচিয়েছি, হামার প্রাণটি দে, হামার
প্রাণটি দে।

দিন। সখা আমার, সখা আগার ! উঃ কেন আমার হৃদ-
য়ের অগ্নি শিখা তোকে ভস্ম কোচ্ছে না ? পৃথ্বীর প্রাণ
হারা'ল, আগার জন্ত প্রাণ হারা'ল ! হায় হায়, পৃথ্বীর রক্তে
আমার আত্মা কলুষিত হ'ল ! মহাপাতকী আগি, আমিই তারে
হত্যা করলেম ; আহা—“দিনকর তুমি কোথায়” ব'লে, সখা
আমার এতক্ষণ কাতরে ডাকছে। আর দিনকর, তুমি কোথায় !
পাপিষ্ঠ দিনকর নিশ্চিন্তে দূরে দাঁড়িয়ে ! ওহো—ঐ—ঐ ঘাতক
খুজা তুলেছে, ঐ পৃথ্বীর কাতর চক্ষু, ঐ আশাবতী কান্দছে,
মর্নের অভিশম্পাতে আমাদের দগ্ধ কচ্ছে। ঐ রক্ত স্রোত—ঐ
রক্ত স্রোত—পৃথ্বীর রক্ত আমার ডুবালে ডুবালে।

লটকা। ওঃ বাণ, প্রাণদে—প্রাণদে—

দিন। কেবা ডাকে হৃদয়ে আমার

প্রতিশোধ—প্রতিশোধ !

বলিদান—বলিদান !

তাই হবে, তাই ক'রব !

চল্ চল্ ।

লটকা। কুথা—কুথা যাবে ?

দিন। বৈতরণী পারে—কালের আঁধার ঘারে !

মন্দাবতী বহুদূরে,

শমনের ঘর এই যে নিকটে !

ওই যে ওই পাহাড়ের পাশে

অন্ধকার গভীর গহ্বর,

ঘাড়ের ধ'রে ঘুমাইয়া তোরে

ফেলিয়ে অতলে,

সঙ্গে সঙ্গে নিজে দিব বাণ ;

না—না, গোলাম, পালাবি কোথা ?

কাতরে কাঁদিছে পৃথ্বীধর

বিশ্বাসঘাতক তরে ।

বিশ্বাসঘাতক আমারে করিলি তুই !

ওই—ওই রক্তমাখা কবন্ধ তাহার

ছুটে আসে বধ্য ভূমি হ'তে,

রক্তমাখা—

শ্মশিত-করে করে আবাহন

ঐ লব্ধ গিরি শৃঙ্গ হ'তে ।

লটকা। প্রাণ, প্রাণ, দয়া, দয়া—

দিন। চা'ম্ দয়া প্রেত পিশাচের কাছে ?

দিনকর ভুলেছে করুণা !

[লটকাকে টানিয়া লুইয়া বেগে প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্তাক।

বধ্যভূমি।

(পাহাড় সিংহ ও ছলাই)

পাহাড়। বড়ই আশ্চর্য্য খেয়াল দেখি এ রাজার !

ছলাই। আশ্চর্য্য মনের গঠন তাঁহার,

হেন বিপরীত ভাব সমাবেশ

নাহি দেখা যায় বহু জনে !

উচ্চ হ'তে উচ্চতর হইবার আশ,

বিদ্যা বীরত্বের একত্র মিলন।

হৃদুতি নিনাদে, রণের হুকারে

উন্মাদ যে প্রাণ,

সেই প্রাণ গ'লে যায় পুনঃ,

বাণি—বীণা মধুর স্বাক্ষরে !

দেখিয়াছ রণক্ষেত্রে নির্মম হৃদয়

ক্রকুটি—কুটীল ভয়ঙ্কর রূপ

বিপক্ষে বিনাশ কালে,—

আবার দেখেছি আমি,

সঙ্গীত নায়ক বড়-বড় কলাবতে,
 রাগ রাগিণী আলাপে
 করিবারে পরাজয় ;
 মম, মনে হয়, সে সময়
 রণজয় ধ্বনি হ'তে; শ্রোতার "বাহবা"
 মিষ্টতর লাগে তাঁর কাণে ।

গাছাড়। উপস্থিত ক্ষেত্রে
 মিত্রতার অপূর্ণ আদর্শ,
 হৃদয়ের বিচিত্র বিকাশ,
 আকর্ষণ করিয়াছে তাঁরে ;
 চিরদিন বিশ্বাস রাজার,
 শোণিত মাংসের দেহে
 স্বার্থের প্রভুত্ব বড়ই প্রবল !
 অস্ত্রের কারণে, বন্ধুত্বের প্রয়োজনে
 স্বার্থবিসর্জন—
 মন তাঁ'র না করে প্রত্যায় ।
 বোধ হয়
 এইজন্ত অস্ত্রকার অদ্ভুত পরীক্ষা ।
 কিবা মনে হয় আপনার,
 দিনকর আসিবে কি কিরে ?
 হুগাই । শোণিতের সনে,
 জীব মনে জন্মে সংস্কার
 রক্ষিতে আপন শ্রীণ ;
 দূরে থাক জীবগণ কথা ।

বাকা-বুদ্ধিহীন তরুণশ্রমতা
 রক্ষিবারে জামে নিজ উদ্ভিদ জীবন ।
 দেখ লজ্জাবতী লতা, হয় সঙ্কুচিত ।
 অঙ্গুলি হেলালে কাছে,
 দেখ সত্তজাত ছাগ-শিশু
 জানেনা সে মগনের সাংঘাতিক ফল ;
 ল'য়ে গেলে নদীকূলে তা'র,
 কাঁপবে সে থর থর, চা'বে পলাহিতে ।
 প্রাণ সনে দিয়াছেন বিধি
 প্রাণের এ মায়া ;
 যত দিন রয় কারা, এ মায়া না যায় !
 তাই ভাবি অসম্ভব,
 “দিনকর ফিরিবে আবার” !

পাহাড় ! সত্য কভু না ফিরিবে সে ?
 ঢলাই । বল কি ?—বন্ধপ্রাণ হয়েছে বিমুক্ত,
 থসিয়াছে বন্দীর শৃঙ্খল,
 স্বাধীনতা নিশ্বাস প্রাশ্বাসে,—
 মুক্ত সমীরণ খেলিতেছে অঙ্গে
 বহি পর্বত তরুর বাস,
 অসীম জগৎ উদ্যান প্রকুল চৌদিকে,
 জীবন মরণ নিজ স্বেচ্ছাধীন ;
 হেন অবস্থার, বাতুল না হ'লে
 কে দেয় বাড়া'য়ে গলা জলাদেয় করে ?
 পাহাড় ! কিন্তু তাই যদি হয়,

আদর্শ-বন্ধু ।

রাজার সকাশে আছে কি কুমার আশা
পৃথিবীর ভাগ্যে ?

হুলাই। কিছুগাজনা ।

ল'য়ে এক মুহুর্তের আয়ু,

জীবনের বায়ু

নাহি দিবে সেবিতে তাহারে রাজা ।

দেখে এই উন্নত হৃদয় বল,

গন্ধিত শিকার কল,

ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত তাঁর ;

দেখে এই উচ্চভাব, ভয়ের অভাব

মনে মনে ভেবেছেন আপনারে হীন ।

দেখেছ অদূরে ঐ গিরিশিরে,

কাতারে কাতারে কত দাঁড়ায়েছে লোক ?

পাহাড়। উদ্‌গ্রীব নীবর সবে

উৎকণ্ঠা আবেগে !

দেখিতে গুনিতে এই

অপূর্ব ঘটনাপূর্ণ নাটকের শেষ,

দেখ—

ছাদে ছাদে উঠিয়াছে কত নরনারী ;

হাজার হাজার চক্ষু

চেয়ে আছে পথপানে ;

দুগুণকাল আগে—

অতি দূরে উঠেছিল কোলাহল,

মাগরের জল যথা চঞ্চল তরঙ্গে ।

কিন্তু সময় হ'তেছে শেষ,

পরিশেষ—

দেখিবার আশে রব-হীন স্থির সবে ;

যেন ত্রিগাম্য নগর ঘুমায়।

আশা। (নেপথ্যে) কা'র সাধা কে বারে আগায় ?

যদি মৃত্যু হয় তার

স্বচক্ষে দেখিব আমি ;

তার পর চিতায় বাইর সাধে।

(আশাবতী ও অরুণতীর প্রবেশ)

অরু। মা আগার—মা আগার কি কর ?

আশা। আর না—

আর না শুনিব সান্তনা তোমার ;

গমতার স্বরে আর নাহি প্রয়োজন।

শুনিব কেবল—

শ্মশানেতে প্রেতের চীৎকার।

অরু। ওমা আশাবতী ঘরে চল, লজ্জাস্বরম্ সব গেল, বড়
ঝরের মেয়ে তুই এখানে আসতে আছে বাছা ?

আশা। আয়া হেন অভাগীর তরে

কোন স্থান আছে আর শ্মশান সমান !

আমি পুত্ৰী তাঁর,

পত্নী ধর্ম্মের সমক্ষে ;

বহুদিন হ'তে হৃদিগুপ্তহার

হইয়াছে বিনিগয় ;

পত্নী—পত্নী

বাকি শুধু সংস্কৃতে উচ্চারিতে

শাস্ত্রের শপথ গোটাঁকয়,

হুজনার কেহ কিছু না বুঝিব ;

পতি-পত্নী প্রাণে প্রাণে মোরা ;

জীবনে মরণে স্থান মম তাঁ'র পাশে ।

ঐ ঐ ঐ বধ্য-মঞ্চ—

ভয়ঙ্কর বাসর আমার !

ঐ ঐ ঝুলিছে রূপাণ !

দীনবন্ধু—দীনবন্ধু !

অরু । ওমা তুই কি করিম ! ঘরের ছেলে ঘরে আর না ;
ও বাবা হুলাই রায় তুমি তো আমার ঘরের ছেলে এ কটু উপকার
কর বাবা, আমার ছুঃখিনী মেয়েকে ধ'রে ঘরে পাঠিয়ে দে
বাবা । আমি দেখি কোথায় রাজা ; তাঁর পায় ধ'রে পৃথীর প্রাণ
ভিক্ষে নেব ।

[প্রস্থান ।

আশা । দিওনাক বাধা,

ভয়ঙ্কর আনন্দে আমার

ক'রোনা ব্যাঘাত ;

প্রাণভ'রে—প্রাণভ'রে যতক্ষণ পারে,

দেখিবে উন্মাদ প্রাণ বারেক সে মুখ !

শেষ দেখা লেখা ছিল জীষণ মশানে !

কারে জান ? তারে—তারে—

বা'রে বরবেগে দেখেছি প্রভাতে,

বা'রে, ভেবেছিহু দেখাব বাসরে
কোমার সরসের সুধামাথা সমাদর ।
যা'রে, এবে দিয়ে লজ্জা বিসর্জন,
আসিয়াছি শেষ দেখা দেখা দিতে
বিপরীত স্থলে,—
ধরণীর যমালয় নৃশংস মশানে !
আর লজ্জা নাই—নাহি আর ভয়,
আছে শুধু ভালবাসা—
আর বিকট নিরাশ !
অলস্ত আগুনে এক মুসে জ্বলে,
হ'ব ভস্মরাশি ।

(ছদ্মবেশে দণ্ডার ও গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ)

এই যে তুমি ।
তুমিই প্রথমে মোরে দেছ কুসংবাদ,
তোমারি কথায়
হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত
হ'য়েছে তুবার জল ।
ঠিক ব'লেছিলে তুমি
“ফিরিবেনা দিনকর” !
ওহো কপালে আমার
মিত্র হ'ল স্বার্থপর, প্রতারক রাজা ।
দণ্ডার। শুন আশাবতি
মিথ্যা কথা ব'লেছি তোমায় ।

আশা । কি ?

দণ্ডার । কোন নিগূঢ় কারণে,
উপকথা করিয়ে রচনা
গিয়েছিল তব পাশে ।

আশা । কি কারণ ?—জিজ্ঞাসার নাহি প্রয়োজন ;
এবে ইচ্ছা ক'রে নির্দয় হৃদয়ে
কেন হেন মিথ্যা কথা র'চে,
ক'রেছিলে প্রাণে মোর কশাঘাত ?
কি হ'বে জিজ্ঞাসি আর !
কিন্তু বালিকার মাথা খাও
একবার কহ সত্য কথা,
অভ্যাসের দোষে রসনা তোমার,
যদি না অশক্ত হয় সত্য উচ্চারণে ;
দাও সত্য প্রশ্নের উত্তর,
আছে কিগো আশা ?
পারে কিগো দিনকর কিরিতে এখনো ?

দণ্ডার । পারে—যদি থাকে মন,
আসা বা না আসা
সম্পূর্ণ নির্ভর ইচ্ছায় তাহার ;
এখনও স্বাধীন সে সমীরণ সম ।

আশা । রাখে নাই সৈন্ত তবে দণ্ডার রাজন
রোধিবারে পথ ?

দণ্ডার । না—না সত্য কথা ।

আশা । যে হও সে হও তুমি,

এই একটা কথার ভরে
 দেবতার আশীর্বাদ—
 বধূ'ক তোমার 'পরে;
 হও সুখী পুত্রপরিবার সনে।
 আহা! এই ক্ষীণ আশার কিরণ
 নবীন জীবন দিতেছে আমার!
 নবীন আলোক দেখিগো নয়নে!
 অবিরোধে দিনকর পারে ফিরিবারে।
 কিন্তু—কিন্তু—ওহো ভগবান,
 এখানে যে কাল—
 করাল বদন করিয়ে বাদান
 এসেছে শিয়রে!
 ওহো দুয়ারে দাঁড়িয়ে যম!
 কতক্ষণ আছেগো সময়?

দস্তার। সুখাও এ গ্রহাচার্য্যে।

আশা। হে আচার্য্য—

গ্রহ। চৈত্বিরির আজ ন'টী হীন।

সমান সমান নিশিদিন ॥

ছ'টী কলা দিয়ে বাদ।

আকাশেতে উঠ'বে চাঁদ ॥

ত্রিশ দণ্ড শূন্য পল।

রবি যাবে অস্তাচল ॥

বাকি সিকি দণ্ড ছ' বিপল।

আসতে আঁধার ধরাতল ॥

আশা । এই—এই—এইমাত্র আছে গো সময় !
 ওহো ! জ্যোতির্ময় আলোক আধার—
 জগৎ জীবন দিনকর !
 “লক্ষ্মণে” দানিতে প্রাণ
 বীবের কবলে আছিলে আবদ্ধ তুমি ;
 হ্রস্বল অবলা—বাহতে নাহিক বল,
 আছে মাত্র ভক্তি বল প্রাণে,
 করুণা নয়নে দেখ চেয়ে দাসী পানে ।
 পতির প্রাণের হইয়ে প্রয়াসী,
 শ্মশানে সন্তাপে ডাকিছে তোমায় সে ।
 হে পিতা সবিভা ! তনয়া হয়েছে ভীতা
 নিবাহের আগে বৈধব্য শঙ্কায়,
 রক্ষা কর তারে ।
 যাও মম্বর গমনে
 পশ্চিম গগনে তব ;
 হে তিমির ! ডুবাও না অনন্ত তিমিরে,
 এক সাথে গাঁথা যুগল জীবন ;
 এস যদি সন্ধ্যাদেবী খুলে কাল কেশ ।
 জীবনের অভিনয় হবে মম শেষ ।

দণ্ডার । দেখ সময় পলায়,
 ঐ ষটিকায় বালু ঝরে যায়,
 তথাপি না আসে ফিরে দিনকর রায় ।
 গুন শোকাকুলা বালী,
 পলে পলে পল

তব আশা-ভরতলে করিছে আঘাত ;

কীর্ণ রবিকর, উঁকি মারে রাত ।

আশা । ওগো গ্রহবিপ্রবর

ভূত ভবিষ্যৎ গোচর তোমার,

বল খুলে তব জ্যোতিষের বলে

কত দূরে দিনকর ?

আছে কি আসার আশা ?

গ্রহ । আটকা আছে ছ'পা ব'লে,

চার পা পেলে আসবে চ'লে ;

দোরের এসে খাড়ি ছ'পা,

বেঁচে যাবে খাড়ার ঘা ।

আশা । একি প্রহেলিকা ভাষার তোমার,

বুঝিতে না পারি কিছু ।

গ্রহ । এসেছে যা মনে,

বল্লুম তা গ'ণে ।

দাদার কড়ি দিদিকে দিস,

নধু ঢালতে ঢেলেছে বিষ ;

বাঁচতে বলে কাণে কাণে,

আপনি মরে ম'রতে টানে ;

বিষম গ'ল্লী খঙালে কি

হ'তে চা'বি রাজার ঝি ?

আশা । বুঝিলাম তুমি বচনের সার,

তোমা হ'তে উপকার

হবে না আমার কিছু ।

সত্যের নিশান তুমি হে তপন !

জানে জগজন

প্রভাকর সত্যের আকর,

তীব পবিত্র বিশ্বাসে

আজি যদি হয় সত্য নাশ,

যাও চির-রাহুগ্রাসে ;

আকাশে প্রকাশ—

কভু নাহি আর তুমি হও হে ভাস্কর ;

অনন্ত আধারে ঘেরুক অবনি,

পাপ পুণ্য বাক ধসাতলে,

মানব সমাজ হইয়ে তঙ্কর

পরস্পরে করুক বিনাশ।

যদি দিনকর—

স্বার্থে ভুলি পদতলে দলে এ বিশ্বাসে,

পৃথীরে আমার—

হেলায় ফেলায় কালের কবলে,

যদি ধর্ম !—ওহো শৃঙ্খলের বিহীন

পশিতেছে কাণে মম,

কারাগার খুলেছে ছয়ার,

আর এক ছয়ারের ধারে

আনিছে পতিরে মোর !

(কারাগার উন্মোচন ও বন্দীভাবে পৃথীর প্রবেশ)

আশা । পৃথীধর—পৃথীধর—

ওহো এই কি হে বরবেশ !

পৃথ্বী । আহা আশাবর্তী এসেছ এখানে ?
 মমতা মাখান প্রাণ বালিকা আমার,
 প্রণয়ের আদর্শ-প্রতিমা ;
 যুগের সন্মুখে প্রথমে তোমার
 নয়নে নয়ন মিলেছে আমার,
 চিতায় বিদায় সব শেষ লবে তুমি ।
 দুঃখের ধরায় ঘটনা নিচয়,
 কেমনেতে হয় হয় বিপর্যয় !
 কোথা আজি হবে মম পরিণয়,
 কিন্তু আশাবর্তী তব স্মৃতির আশায়,
 হেন কাল-পরিণাম
 কভু ভাবি নাই আমি !
 ভেবেছিলাম আজি নিশা আরামে ঘুমা'ব
 তব সুকোমল বক্ষস্থল
 করি উপাধান,
 নহে করি আলিঙ্গন
 রসহীন-দারু-জালায়মী হতাশন !
 ভেবেছিলাম ভাবাহীন
 প্রণয় সঙ্গীতে তব,
 অলক্ষ্যে বাজিবে বক্ষে স্তম্ভুর তাল,
 সেই তালে হইয়ে বিভোর—
 ঘুমঘোর ঘেরিবে আমার,
 স্বপনের নন্দন কাননে
 তোরে ল'য়ে ভ্রমিব সোহাগে ;

কিন্তু ফুরাইল সব,
 ধূমাকার অন্ধকার দেখিছে নয়ন !
 জীবনের আগে
 ফুরিয়েছে জীবন স্বপন !

আশা। ধৈর্য্য ধর প্রিয়তম
 এখনো আছে গো আশা,
 ফিরিবারে পারে দিনকর !

পৃথ্বী। না—না—আশাবতি
 মুছে ফেল আশা ।
 নাহিক স্বরণ ওই বৃদ্ধের বচন ?
 নাহি জানি কবে কিবা করেছি রাজার,
 সংকল্প তাঁহার, স্মৃতির বাজারে
 আশুগ লাগাতে যোর !

নগর ছয়ারে
 মিত্রবরে না দিবেন করিতে প্রবেশ ।

আশা। শুক্ল শ্রুত এই বৃদ্ধ ছুট মুক্তা হ'তে
 সেই গল্প করেছে কল্পনা,
 নিজ মুখে করেছে স্বীকার
 মিথ্যা সে রটনা ;
 হউক রাজার জয়
 কেহ নাহি দিবে বাধা ।
 শূণ পরিশোধ সাধ
 থাকে যদি সখার ভোমার,
 কণামাত্র ধনস্বত্ব মনে যদি থাকে,

অনায়াসে আসিতে সে পারে
পবিত্র এ বন্ধুত্বের রাখিতে সম্মান ।

পৃথ্বী । আসিতে সে পারে ?

এখন(ও) সম্ভব !—একি কথা !
বল—বল আসা কি সম্ভব ?
ওহো জীবন আশা ! জীবন আশা !
ওরে প্রাণ একিএ কঠিন মায়া !
কায়্য স্নেহে কত তোর প্রেম !
অগ্রসর যতই শমন,
ততই সজোরে ততই আবেগে
কর এই রক্তমাংসে দৃঢ় আলিঙ্গন ।

আশা । বে তুরঙ্গে করি আরোহণ

আসিছেন সখা তব,
দৈববলে হ'ক বলী পদ তার ;
শ্রোতশ্রুতী গতি বিজ্ঞানীর জ্যোতিঃ,
ঝঙ্কারভবেগ করি অতিক্রম,
আনুক সে পক্ষীরাজ ;
কাজ নাই মাতা বসুমতী
কঠিনতা তব মৃত্তিকায়,
রোদন আমার গলিয়ে সলিল হ'য়ে,
স্রোতে ভাসাইয়ে
ক্রান্ত আনুক ঘোটকে হেথা ।

পৃথ্বী । দেখ অন্তগামী তপন অভায়,

আকাশ ধরায় মিলেছে যেখানে,

আদর্শ-বন্ধু ।

হইয়াছে সুপ্রকাশ ;

যতদূর দৃষ্টি যায়, কেহ আসিবার—

কোন চিহ্ন নাহি দেখা যায় ;

কি জানি যদ্যপি ?—

না—না—কভু নাহি সম্ভব তাহার !—

সেকি পারে হেন কাণী করিবারে ?

যদি পড়িয়ে মায়ায়—

না—না—অসম্ভব ! অতিশয় অসম্ভব !

আশা । অসম্ভব !—

ঘোর মিথ্যাবাদী সূতা তব ;

বিশ্বাসঘাতক—

নরহস্তা—মিত্রঘাতী—হত্যাকারী তব,

নীচের অধম নীচ প্রতারক,

রক্তিতেছে ঘৃণিত জীবন আপনার

সত্য—ধর্ম—বিশ্বাস—মিত্রতার প্রেম

এক সঙ্গে দিয়ে বলি ;

কলঙ্কিত কলুষ-পূরিত প্রাণ ।

আর একবার—শেষবার

হে ভাস্কর সাধিব তোমার ;

জগতের চক্ষু থাক উন্মীলিত,

ক্ষণেকের তরে, মেঘমালা সম

এই তরঙ্গিত পর্কত-শিখরে

কর অবস্থান ।

উজ্জল আলোকে

আদর্শ-বন্ধু

ইহলোক হ'তে নাথেরে আমার,
মিজতার স্বার্থশূন্য সত্য অপরাধে
কেহ না করিবে হত্যা;
থাকিতে তোমার কর,
কান্ন না উঠিবে কর
দণ্ড দিতে ভণ্ড-প্রাণ-ত্যাগকারী জনে ।
হায়—হায়
কেহ না শুনিছে উন্মাদ রোদিন মোর !
কালের গভীর গহ্বরে
নিপাতন তরে,
ওগো আনে টেনে প্রাণধনে মোর !
পৃথীধর ! প্রিয়তম পৃথীধর—
পৃথী । ওহো ভয়ে-দীন সৈন্ত আমি !
রণক্ষেত্রে—
জীবন যাপন করিয়াছি চিরদিন,
হাসিতে হাসিতে
পারিতাম হেলায় মরিতে,
উপেক্ষিয়া দণ্ডারের পৈশাচ গরব ;
কিন্তু বেদনা বাজিছে প্রাণে,—
উদয় যখন মনে
নবীন জীবন আমার,
না পরিতে প্রণয়ের স্মৃৎ হেমহার,
হই'ছে আধার ছিন্ন,
অভিন্ন-হৃদয়

বান্ধবের স্বার্থপরতায় !
 আমার মরণ মনে
 সেই স্নহদের কলঙ্ক রহিবে গাঁথা,
 ভেবে প্রাণে লাগে ব্যথা !
 ফুটিতে ফুটিতে, হায় হৃদয়-কলিকা
 হইল দলিত,
 ঝ'রে গেল স্নানামল পাতা
 অবিস্বাসে তার,
 প্রাণ হ'তে শতগুণ
 করিতাম বিশ্বাস যাহারে ।
 না—না—কেন এ কুচিন্তা ?
 দিনকর—দিনকর
 সহোদর অধিক আমার ;
 ছদ্মবেশে এ সংশয়
 এসেছিল চুরি ক'রে ;
 ধিক্ ধিক্ ধিক্ এ সন্দিগ্ধ মনে !
 হবে আজিকার এ ঘটনা,
 অবোধ্য রহস্যময় নীলা বিধাতার ।
 আছে—
 স্নেহময় পুত্র, প্রাণের বনিতা তাঁর,
 পালিতে তা'দের সখা বিনা নাহি কেহ ;
 কে জানে তা'দের মঙ্গল কারণ
 কিবা দিয়ে বাধা,
 অনিচ্ছায় রেখেছেন বেঁধে রিধি

আদশ-বন্ধু ।

সখারে আমার,
বন্ধন-বিহীন মম প্রাণ
নিতে বিনিময়ে ।
দিনকর পৃথ্বীধর হৃদনার মাঝে
কা'র প্রাণ সমধিক মূল্যবান ?
ছিছি সখা সনে আমার তুলনা ?
কমলের সনে শ্যাকুলের ফুল ?

পাহাড় । চলে এস পৃথ্বীধর ।

আশা । না—না—

কেন ?—কেনগো এখনি ?
এখনো সময় আছে ;
দেখ দেখ অস্তাচলে
কিরণের রেখা এখনত দেখা যায় ;
বিপ্রবর বিপ্রবর
কিছু কি—কিছু কি নাহিক সময় ?

গ্রহ । উটে পাণ্টে ছুটিবার,
ঝ'রে যাবে বালির ধার ।
আসতে হয় আসবে সে,
পা ক'টাত পেয়েছে ।

আশা । কেবল হিঁয়ালী-মাখান কথা,
মন-ব্যথা কেহ নাহি বুঝে মোর !

পাহাড় । যে কাঁদে তোমার ভরে
বল তারে বিদায় বচন,
জানাও জীবনের শেষ আকিঞ্চন ।

আদর্শ-বন্ধু ।

অন্তগামী তপনের পানে

একবার শেষ চেয়ে লও ;

না কর বিলম্ব আর—

লম্বান খড়্গা শিরে, এসেছে সময় ।

পৃথ্বী । এস, কাছে এস—এস বন্ধের পঞ্জর ;

এক কথা গুণবতী, আশাবতী—

প্রণয়ের ডোরে বেঁধেছিরে যা'রে

শেষ অনুরোধ তার,

সখার আমার

যদি কভু পাওহে সাক্ষাৎ,

শম্পাত তাহারে কখন না দিবে ;

দৈবের নির্বন্ধে ঘটিল যা ছিল ভালে ।

সন্ধ ক'রে মন্দ ভূমি নাহি বোলো তার,

অভাগা ভাবিয়ে শাস্ত ক'রো তাঁরে ।

হৃদয়বাসিনি আদরিণি যোর !

নয়নে নয়ন জীবনে জীবন,

এ প্রাণের কোটীগুণ ধন,

শেষ ইচ্ছা—শেষ আশা—শেষ ভিক্ষা—

প্রেয়সী তোমার পাশে,

ভুলনা ভুলনা, রেখলো স্মরণ !

আশা । চুপ্ চুপ্ !

ওই—ওই—কি যেন—কি যেন

দাঁড়াও একটু স'রে—

পৃথ্বী । ছিল হৃদয়ে আমার, ফুরাইল হার !

দাঁনবন্ধু লও কোলে,
 এই ব্যাকুলিতা বালায় আমার ;
 তুমি বন্ধু বন্ধু-বিহীনের,
 শান্ত ক'রো কামিনীর প্রাণ,
 বড় শান্ত শান্তকারিণী আমার ।
 আশা । আমি দেখছি—দেখতে পাচ্ছি—যেন—যেন—
 পাহাড় । ল'য়ে যাও কেহ এরে
 বধ্যমঞ্চ হ'তে দূরে ।

(অরুণতীর প্রবেশ)

অরু । কোণা গেল রাজা ? আমি পায়ে ধ'রব ব'লে খুঁজে
 বেড়াচ্ছি ; এই বে—এই বে,—

ওনা আশাবর্তী এখনও এখানে,
 ঘরে যাবিনি কি বাছা মোর ?
 পূর্ণী । জননী এসেছ ? বিদায় আমার ;
 ল'য়ে যাও তনয়ার তব ;
 পাম আর একবার,
 বিদায় দয়িতা মোর !
 মলিন অধর তব—
 দিতে বিদায়-চুম্বন,
 অধর আমার কাঁপে ঘন ঘন !
 বিদায়—বিদায়
 বালাখেলা-সাথী প্রেরণী আমার !
 কোথায় বাতক হয়েছি প্রস্তুত ।

আশা। এখনো—এখনো, করই অপেক্ষা ;
 গ্রহাচার্য্য তব ষটিকার
 আছে বাকী কয় পল হ'তে অবসান ?
 ঐ দেখ ; দূরে—অতি দূরে—
 আছে কার তীক্ষ্ণচক্ষু কর বিলোকন, ।
 গোধূলি ধূসরে, আঁধার আসারে
 দৃষ্টি নাহি চলিছে আহার ।
 ওহো কা'র কি নয়ন নাহি !
 তবু মম আঁখি দেখিতেছে দূরে,
 বহু দূরে—চক্রগীমা পারে,
 হাঁ হাঁ—ঐ আসে—কি যেন আসিছে—
 আঁধারে চলিয়া আসে,
 তবু যেন আছেগো আঁকার ;
 কিছু নয়, কিছু নয়—তবু যেন
 আঁধারে আঁধার যেন আঁধারের ছায়া ।

পৃথ্বী। কদয়ের মধু ধরায় আঁধার সোর !

ছলাই। হে নায়ক কি করে ষাতক ?

স্বকার্থ সাধনে কেন এ বিলম্ব ?

(নায়ক ও ষাতক অগ্রসর হওনঃ)

আশা। রহিলাম ধ'রে,

না ছাড়িব পতিরে আমার ;

ভাকরে রাজার তক ।

কেহ কর সপ্ৰমাণ,

অদূরে যে ছায়া আমি দেখি বিদ্যমান,

মহে সে আমার আশার আশা ?

কেহ আসে—কেহ আসে—

বতঙ্গ নাহি আসে

আশায় আমার দিবে যদি বলিদান,

এই আলিঙ্গনে রাখিব বেড়িয়া নাথে,

দেখি কেবা কাড়ি লয় ?

হুলাই। সজোরে বিচ্ছিন্ন কর,

অরুণ্ধতী লয়ে যাও কন্ডারে তোমার ।

অরু। ওরে একবার ব'লে দে রাজা কোথায় ? রাজবাড়ীতে
তো তাঁকে খুঁজে পেলুম না, একবার দেখা পেলে আমি তাঁর
পাছ'টী জড়িয়ে ধ'রে চথের জল ধুইয়ে দি ।

হুলাই। রাজার বিচার যা হবার তাই হবে,

কানার সময় নহে,—

কাঁদিলেত কিছু নাহি হবে ;

লয়ে যাও ।

আশা। ওগো দূর ক'রে দিওনা আমার ।

ওহো পৃথীধর প্রাণেশ্বর !—

প্রণয়-তরুর শাখা

বাহুজুটী কোথায় তোমার ?—

করহ বিস্তার রাখ মোরে ।

ওই দেখ আসে—

এখনোত দূরে—তবু কি জানি কে আসে—

ওরে বকরদল

ঘর্ম্মর পাথর হ'তে কঠিন অস্তর,

ওরে নরঘাতী মহুষ্য পিশাচ,

মুহূর্ত—মুহূর্ত—মুহূর্তের তরে

করনা অপেক্ষা,

এক নিশ্বাসের দেহ অবকাশ ;

আসে—আসে—না ভবানী ! (মূর্ছা)

দণ্ডার । সম্মানে লয়ে যাও বালিকারে,

করহ চৈতন্য সম্পাদন অস্ত্র স্থানে !

পৃথ্বী । ওরোরে ঘাতক !

তোমার কুঠার ধারে নাহি হেন ধার,

তীক্ষ্ণধার বাজিবে যা গলাতে আমার

মর্মঘাতী বিদায়ের আঘাত হইতে !

আয় আয়—শীঘ্র শীঘ্র—কেটে ফেল মোরে ;

সুখা দিনকর—

বাল্যের বান্ধব আমার,

চিতা পরে ফেল হুটী অশ্রুধার ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(কে আসে—কে আসে ?) এল—এল ।

জগদীশ জগদীশ !

পর্কত প্রস্তর চরণে করিয়া ভগ্ন

তুরঙ্গ আসিছে বেগে ;

আছে—আছে যে আরোহী,

আছে ধ'রে ঘোটকের গলা ;

নহে দুর্দম এ বেগে

যেত প'ড়ে গড়াইয়ে ।

আদশ-বন্ধু ।

নাগরীকগণ—

গিরিশৃঙ্গ 'পরে উড়াইছে উত্তরীয়,

অস্বারোহী—

দিতেছে উত্তর আপন উত্তরী মেলিঃ

কিস্ত তবু চিনিতে না চিনিতে না পারি,

সবেগ গমনে—

অশ্ববক্ষ স্পর্শিছে ভূতল ।

(নেপথ্যে পুনঃ কোলাহল) (সেই—সেই—এসেছে—এসেছে ।)

কেবা ঐ অস্বারোহী ?

কা'র আগমনে উঠে উল্লাসের ধ্বনি !

তাই কি ?—না—না—তবু অসম্ভব নয়,

এই যে—এই যে,

এই দেখি—দেখি—দেখি—

লুকাইল তুঙ্গের আড়ালে ।

হারেরে জীবন আর কেন আশা তোর !

না না, যেন নাহি আসে দিনকর ;

আছে বিবাহিতা বনিতা তাহার,

আছে পুত্র প্রাণের পুতলি,

ভগবান্ সে যেন না আসে,

যায় বাক মম প্রাণ ।

দিনকর (নেপথ্যে)—

কোথায় !—কোথায় !—আছে কি ?—

(দিনকর অতি বেগে প্রবেশ করিয়া হিরণ্যাবে

দণ্ডায়মানপূর্বক দিরীক্ষণ)

ওহো বেঁচে আছে বেঁচে আছে,

গলে নাহি ঋণ রেখা !

হাঃ হাঃ হাঃ (বাতুলের জায় হাত ও পতন)

পৃথী । তগবান ভগবান !

(দিনকরকে ক্রোড়ে লইয়া)

উঠ ভাই মোর, উঠ ধার্মিক স্ত্রলন

মেল মিত্র পবিত্র নয়ন তব ।

ওহো মুর্ছাগত হার !

ঘর্ষধারা ঝরিছে ললাটে,

ভিক্ষেছে বসন,

কালিমা পড়েছে মুখে,

অতি বেগে আগমনে

যম গুরুশাস তরঙ্গ তুলিছে বুকে ।

ভাই ভাই দিনকর—

হৃদয়ের মহোদয়

ডাকে তব পৃথীধর,

না দিবে উত্তর তারে ?—

কহিবে না প্রবোধ বচন ?

দিন । এঁা কোথায় আমি ?

পড়েগেছি অথ হ'তে ;—

পতন আঘাতে হ'য়েছিল সংজ্ঞা লোপ ।

ভার—বড় ভার, তুলিতে না পারি মাথা ;

কি হ'ল, কি হ'ল আমার !

দেখেছি জীবন স্বপ্ন,

আদশ-বন্ধু ।

সব বিশৃঙ্খল—সব ভয়ানক ;
 কি যেন কি হ'ল, ছিল কোথা গেল
 কারে করিলাম হত্যা, কেবা হত হ'ল ;
 এখনো এখনো দেখি ঐ মরে—ঐ মরে !

কে ধ'রে রেখেছ মোরে,
 দয়া কর দাও ছেড়ে,
 রেখ না রেখ না ধ'রে,
 ওহো সে মরে সে মরে,—

পৃথিবীর সখা গোর !
 হারে রে দুর্কৃতদল, দিবিলাক ছেড়ে ?

দেখিবি এ ভুজযুগে
 আছে উন্মাদের বল ।

একি ! কে এ ! তুমি ! তুমি

কথা কও,

কথা কও, শুনি তব কণ্ঠস্বর ।

পৃথ্বী । সখা—সখা—ভাই—ভাই—

দিন । সেই স্বর—সেই স্বর—

শুনিয়াছি—পশেছে হৃদয়ে,

ওহো উঠিয়াছে ঝঞ্জন করিয়ে শির ।

বুঝিয়াছি ঐ বধ্যমঞ্চ,

ওই রক্তমাখা যুগ,

ওই ছলিছে কুঠার,

কালরূপী ষাভক দাঁড়ায়ে ওই ;

আর সে আগার এখনো রয়েছে,

আদাল-বন্ধু

কে নে যাবে ?

এই ধরলাম বুকে চেপে,

রাখিব অন্তরে পুরে।

পৃথী। দিনকর দিনকর সখা !

দিন। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্ত)

চুপ চুপ—

ওরে আগায় হাসতে দে :

মুখে নাহি সরে ভাব,

খালি হাসি—হাসি, পাগল হ'য়েছি আমি !

আয় আয় পুরিত পৌরুষে

পবিত্র হৃদয় তোর—

ধরি চেপে হৃদয়ে আমার ;

রেখেছি পবিত্র তাহা,

ভয় নাই

এ মিলনে ছোঁবে না কলঙ্ক তোরে ;

আছে ধর্ম আছে মান ।

পৃথী। কেমন নাহি নরণে আনার

রহিল না এ হেন বন্ধুর প্রাণ !

দিন। পৃথীধর—কেমন ?—

হইয়াছি উপস্থিত ঠিক সন্ধিকালে

যেন চুলে ধ'রে ফিরাইতে কালে ?

সুতা—সত্য ভগবান্ !

যদি আসিতাম হই দণ্ড আগে,

নাহি হ'ত অমৃতক

উৎকট আনন্দের
এই তীব্রতর আলা ;
ওহো কি বিজয়—কি বিজয়,
দণ্ডারের কিবা পরাজয়.
না পারিবে সখারে বধিতে ।
কিন্তু সত্য বল মিত্র গোরে,
সন্দেহ কি হয়েছিল আমার উপর ?
হ্যাঁ—হ্যাঁ—হয়েছিল—
বল বল, কিছু না করিব মনে ।

পূর্ণী । একবার—

মুহূর্তের তরে মাত্র সখা ।

দিন । উঃ সেই বিশ্বাসঘাতক নফর,

পূর্ণীপর

নীচমতি ভীল রক্ষিতে আমার প্রাণ

ঘোটকে আমার করেছিল বধ ।

করিতাম বিনাশ তাহার ;

কিন্তু

অকস্মাৎ দেখিলু অদূরে,

পণিক জনেক আসে

চাপি বেগবান অশ্বে ;

হতাশে হতাশে হ'য়ে জ্ঞানহারী,

বিকট চীৎকারে

করিলাম আক্রমণ তারে,

উন্নতের গ্লান করিলু হকুম

তাজিতে পর্য্যাপ,
করিল সে অস্বীকার ।

কিন্তু

স্বীকার বা অস্বীকার কে মানে তখন !
ক্ষুণার্ভ শাদ্দীল বণা ধরে ক্ষুদ্র পত,
সেইমত লক্ষ দিয়ে
আঁকাড়িয়ে ধরিলাম কণ্ঠ চেপে ;
এইরূপে পৃথ্বীধর ধরিয়া তাহায়
“দে ঘোড়া—দে ঘোড়া—ঘোড়া তোর”
করিহু চীৎকার ।

দণ্ডার । (অগ্রসর হইয়া) দিনকর দিনকর !

দিন । এই—এই আমি,

চেয়ে দেখ বধ্যগণ পানে ;
দেখ—দেখনা আমার,
সদর্পে দাঁড়ায়ে আছি নিজ সিংহাসনে ।
দেখিতেছ ঐ উচ্চ গিরিশৃঙ্গ,
রঞ্জিত হ’য়েছে যাহা
অন্তগায়ী তপনের রাগে,
ও হ’তে উজ্জ্বল সিংহাসন মোর ।
ওহে গিরি দেখিতেছ আমার গৌরব ?
যাইতেছি যম জয় করিবারে
রক্তবস্ত্রে সাজাইয়া অঙ্গ ;
বেঁচে গেছে পৃথ্বীধর,—
কি ভয় মরণে আর ?

মরণ তো—

(নেপথ্যে কোলাহল)—জয় পৃথীধর ! জয় দিনকর !

একি ! ছাড়িয়ে বসতি

সারা মন্দাবতী আজ চড়েছে পাহাড়ে,

কোটা কর ভুলে দেয় আমারে বিদায় !

(নেপথ্যে কোলাহল)

(জয় পৃথীধর, জয় দিনকর, "দোহাই রাজার দোহাই রাজার "।)

দিন । কোটা কণ্ঠে মন্দাবতী করিছে চীৎকার ।

নেপথ্যে । জয়—জয়—জয় !

দিন । শোন্ শোন্ কত জয় জয় ।

কোথায় দণ্ডার ?

ধরিয়াছ রাজদণ্ড মুকুট মাথায়,

কিস্ত কবে—কোন্ দিন জীবনে তোমার

হেন জয়োল্লাস গুনিয়াছ কাণে ?

কবে এত হৃদি এত কর

করিয়াছে আশীষ তোমায় ?

পৃথী । সখা সখা কর মতি স্থির,

নাহি হুণ জ্ঞানহারী এ হেন সময়

নেপথ্যে । জয়—জয়—জয় !

দিন । শুন আবার—আবার !

অসিত্যকার উপত্যকার

হয় প্রতিক্রিয়া,

মাগর-কল্লোল দিয়ে কোলাহলে যোগ

কাঁপাইছে বহুমতী ।

আদর্শ-বন্ধু ।

বল মোরে বল,
স্বদেশ-বিষেবী,—
মাতৃদ্রোহী ক্রীতদাস দল,
বল, যা'রে মাতৃভূমি করেছ বিক্রয়
কোথা সেই দুর্দাস্ত রাজন্ ?
দেখিব তাহারে,
কেন—কি কারণ আসে নাই হেথা ?
কোথায় তোদের প্রভু ?
দণ্ডারের কি হ'ল এখন ?
দেখিবেনা এসে মরণ আমার !
বড় সাধ
একবার হাসিব তাহারে দেখে,
তার পর—তার—হাঃ—হাঃ—হাঃ !

(দণ্ডারের অশ্রুসর হওন ও ছদ্মবেশ পরিত্যাগ)

দিন ও পৃথ্বী। এ কি হ'ল !

দণ্ডার । আশ্চর্য্য হ'তেছ ?—

ভাল ধৈর্য্য ধর ক্ষণকাল,
গুনিব যা আছে বলিবার তোমাদের।
আগে বিশেষ আদেশ কিছু
দিতে হবে অমুচরগণে ;
যাও শীঘ্র হে হুলাই,
বল গিয়ে রাজভাটগণে
ভরিতে করিতে সব্বারে প্রচার,
উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া নাগরিকগণে,

আদ্য-বহু

পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে

নগরের

এক প্রান্ত হ'তে অত্র প্রান্ত শেষে

করুক ঘোষণা,

“দণ্ডার—অত্যাচারী হৃদান্ত দণ্ডার”

বা'রে বলিছে সকলে,

অবাচিত হ'য়ে

পেছায় সে দিনকরে দানিল জীবন।

পৃথী। সে কি—কি বল দণ্ডার ?

বল বল পুনরায়।

দণ্ডার। সব ক্ষমা—সব ক্ষমা,

বিনা বাক্যে সব ক্ষমা।

পৃথী। ভগবান ভগবান একি তুনি !

তুমি—তুমি—তুমি দিলে দিনকরে প্রাণ ?

দণ্ডার। অধু প্রাণ নয়—পূর্ণ-স্বাধীনতা।

পৃথী। মহাশয় দণ্ডার

হে আমার রাজরাজেশ্বর,

অধু প্রাণ নয়—পূর্ণ-স্বাধীনতা !

ক'রে নতজাহু চরণে তোমার,

খুলি হৃদয়ের সকল দুয়ার,

চালি শতধারে নয়ন আসার,

কথাকিৎ কৃতজ্ঞতা জানাই তোমার ;

তুমি রাজা বটে !

অধু পদে নহে, মনে,

সখা—সখা দিনকর
 কেন হেন শরীর নিখর ?
 দণ্ডার । ধর্ম ! তুমি সর্বশক্তিমান,
 এ বিশ্ব-বিজয় ক্রমতা তোমার ।
 আজি হ'তে সেবক তোমার আমি
 মর্মে কণ্ঠে পূজিব তোমার ।
 রাও দিনকর কি হয়েছে ?
 কেন হেন ভাব ?
 এস নেবে মৃত্যুর আবাস হ'তে,
 সমাদরে মিলাইব
 ছুই আদর্শ-সুহৃদে ।
 পৃথ্বী । ওহো দিনকর ভাই ।
 দিন । পৃথ্বীধর এ মহান্ হৃদয় দণ্ডার !
 না—না—হ'লনা—
 কি বলিব, ?—কিছু না বলিতে পারি ;
 ধর পৃথ্বীধর ধর মোরে,
 না পারি বারিতে,
 জলধারা নয়নে আপনি আসে ।
 ওহো হ'ল দণ্ডারের জয়—
 আমাদের কাঁদালে শেবে ।
 দণ্ডার । দিনকর ! বিজয় তোমার,
 অরী পৃথ্বীধর,
 মানব হৃদয়ে দেখায়েছ
 অমরার শোভা ;

এইজন্য নহে শুধু—

স্বার্থভ্যাগ শিখিলাম তোমা দৌহা দেখে ;

বুঝিলাম, ধর্ম গৌরবের কাছে

অতি ছার রাজসিংহাসন।

হের কোটা মুকুটের মান !

সদাশয় মহাপ্রাণ

নাহি ভাব মন্দাবতী হেতু,

স্বদেশ রক্ষার হেতু

দৃঢ় মন একজন,

প্রধানের বড় প্রয়োজন ;

সভাতলে হইলে বিতণ্ডা

রাজদণ্ড দেখায়ে সে করিবে বারণ ;

নামমাত্র র'ব আমি রাজা,

হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সেবিব স্বদেশে,

অসি হাতে হ'লে প্রয়োজন।

প্রজার কারণ নিত্য কার্য্য নির্দ্ধারণ

পূর্ব্বের মতন করিবে সকলে ;

দিনকর !

তুমি হবে আমার দক্ষিণ কর ।

এস দিনকর

হও স্মৃখী বন্ধুর স্মৃখেতে ।

দিন । রাজন ! হারিয়াছি আমি

দিনকরে করিয়াছি পরাজয় ।

পৃথ্বী । আশ্চর্য্য চরিত্র !

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি) জয় মহারাজ দণ্ডায়ের জয় !

দণ্ডায় । বল অপূৰ্ণ পরিবর্তন !

আহা—আহা ! আবার ছুটিয়া আসে বাল্য,

স্বকুমার মুখটান

কৈদে কৈদে হয়েছে মলিন ।

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা । ও পৃথ্বীধর—ও আমার পৃথ্বীধর !

পৃথ্বী । আশাবতি প্রিয়তমে !

আশা । নাথ—পতি—বামী—প্রাণেশ্বর !

পৃথ্বী । শুনেছ সকল ?

আশা । শুনি নাই !

নগরেতে নাই অন্তরব,

আনন্দে নাচিছে সবে—

খালি জয় জয় ।

আদর্শ-বন্ধুত্ব,

হৃদয়ের প্রেম, নূতন জীবন

দয়া ধর্ম কৃতজ্ঞতা,

এই কথা সকলের মুখে

রাজশুভ-গান সনে ।

হে রাজন্ মহাশয় !

দিয়ে এক প্রাণদান

করিয়াছ বহু প্রাণ রক্ষা ;

সুদ্রমতি দীনহীনা প্রজা

করিতেছে নমস্কার, কর আশীর্বাদ ।

দিন । নিরাশ জীবন পুনঃ পেরে,
উঠেছিল
মস্তকে আমার প্রবল ঝটিকা,
অকস্মাৎ হ'য়ে আশ্চর্য্য অবাক,
বুঝি নাই
কত সুখের সাগর উঠিল উথলি
ক্ষমিলেন যবে মোরে রাজা ।
কিন্তু এবে আনন্দের স্রোত,
অতল গভীর ঢুকুল প্রাবন করি
ছুটিছে হৃদয়ে মোর ।

(লট্কার প্রবেশ)

লট্কা । সর্দার—সর্দার—রাজা ! মার মার, খুন কর মোকে,
তখন পাহাড়থে গিরাতে গিছিলি—হামি কাঁদিয়েছিল, আর
কাঁদবেনা ; ভেইয়া কাঁদে, মা কাঁদে, হামিতা দেখতে পারবেনা লিরে
এসেছে মার, খুন কর মোকে, ঐ এসেছে তারা ।

(হিরণ্ময়ী ও অংগুর প্রবেশ)

হিরণ । প্রাণনাথ ! সত্য কি যা জনরব ?
রাজা করেছেন ক্ষমা !
অভাগীর সিঁথির সিন্দূর
র'য়ে গেছে ঘুচিতে ঘুচিতে !
দিন । যে রাখে সিন্দূর তোমার,
নমস্কার কর তাঁরে ;—

মন্দাবতী-রাজ উনি,
 নহে শৌর্ঘ্যে বা সম্পদে, হৃদয়-গৌরবে ।
 দিনকর আগে আর
 ক্লার কাছে নোয়ায়নি শির ।

দিন । পতি পাইলে জীবন,
 কি হয় সতীর প্রাণ বুঝ কি রাজন ?
 সেই প্রাণ—
 হয় নত জীবন-দাতার পায় ।

অংগ । বাবা বাবা ! তোমায় কে মেরে ফেলছিলনা ?
 তা'হলে নাকি তুমি আর আসতেনা, কোলে নিতেনা ? আমি
 তা'হলে কা'র সঙ্গে ব'সে থেতুম ?

দিন । বাবা বাবা কোথা যা'ব আমি, এই যে এসনা কোলে ।
 লটকা । রাজা মার মার—হামায় খুন কর, এতো পাহাড় ন
 ফেলিয়ে দিবি, ঐ একটা খাণ্ডা বুলছে মার বুকে ।

দিন । লটকা ! অংগ ছোট তুমি আমার বড় ছেলে, বন্ধু
 প্রাণের আশঙ্কায় উন্মত্ত হ'য়ে কি করেছিলুম কিছু মনে ক'রনা ।

হিরণ । আশাবতী বোনটা আমার,
 তব পতিভক্তি গুণে,
 নিঃস্বার্থ মহাশে তাঁর;
 আজি রহিলু সধবা আমি ।
 দুঃখিনী ভগিনী তোর কিবা দিবে আর !
 জীবনের পারিজাত অংগ মোর,
 সেই অংগ আজি হ'তে তোর ।

যাও বাবা প্রাসীয়ার কোলে ।

আশা । বল মা—[মতেঃ মা:

কোলে নিব-তবে ।

অংগ । মা—মা সীতে মা—

দিন । সত্য বটে সত্য বলিয়াছে শিশু;

সীতা সম সতী আশাবতী;

কিন্তু হও কমলা সমান পৃথী!

পৃথী । দেখ আশাবতী অংগ হয়েছে তোমার ।

দণ্ডার । অংগ আমার ।—

জান দিনকর

আছে একমাত্র শিশুকণ্ঠা যোর;

আগে যুদ্ধকাণ্ডা, রাজনীতি

শিখারে অংগরে,

যথাকালে—

দিব পরিণয় কণ্ঠা সনে যোর;

মন্দাবতী সিংহাসনে

ভবিষ্যতে পুত্র তব লইবে আসন ।

আশাবতী নাহিক জনক তব,

কিন্তু জানতো রাজা হয় সকলের পিতা,

সেই সঘন্থের বলে—

আজি আমি সম্প্রদান করিব তোমার ।

দিনকর পৃথিবীর ।

পৃথিবীর দার পুরকার ।

দিলে ঘোরে-হইলেনে ।

দেখে নিম্বার্ষ মহত, আদর্শ-বহুত,

দেখে তোমাদের সত্যের আলোক,
পারি যেন চলিবারে আমি—
পুষ্পগয় পুষ্পাপথে ।

(সকলের জয়ধ্বনি)

সকলে । জয় মহারাজ দত্তারের জয় !

জয় ধর্মের জয় !

জয় বন্ধুত্বের জয় !

নাগরিকগণ ।—

গীত ।

মরি মরি কে মুছালে কে মুছালে আঁখিধারা ।

বিবাদ পাথার মথি তুলিল সুধার কারা ॥

নিয়ে পরের ব্যুথা প্রাণটী পেতে,

আহা কে গেলরে সুখে মেতে,

রেখে প্রেমের গান, প্রেমিক-প্রাণ,

কে হ'লরে আত্মহারা ।

সুখ নাচিয়ে বেড়ায়, সুখ লতায় পাতায়,

সুখসমীরণ বয়, ধরা করে মাতুরারা ।

সখা সখী সবে সুখী দ্বার খোলে কারা ॥



কেশরঞ্জন তৈল

কেশরঞ্জন উৎকৃষ্ট কেশগোষক, শিথিল কেশমূলের দৃঢ়তাসাধক, কেশপাত ও অকাল পক্কতানিবারক এবং অকালবৃদ্ধতার অপূর্ণ মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে কেশকলাপ কোমল, মৃদু ও চিকণ হয়; অপূর্ণ হৃগন্ধ ও শিথিলকরণী-শক্তিতে মাথা খালা, মাথা বেদনা, মাথা ঘোরা, মাথাধরা প্রভৃতি কঠোর শিরঃ-পীড়া দূর করিয়া মস্তিষ্ক ও অপর্যাপ্ত স্নায়ুকে প্রকৃত শক্তি ও শীতল করে; স্নায়ুপ্রকৃতিত গোলাপ কুসুমবৎ অপূর্ণ গন্ধে মন প্রাণ বিস্তার করিয়া তুলে, ইহার গন্ধে তীব্রতার লেশমাত্র নাই। ইহা ব্যবহারে টাকপড়া, মস্তিষ্কের দৌর্বল্য, চিত্ত চাঞ্চল্য, ও অবসাদ, স্নায়ুমণ্ডলীর রোগ, দৃষ্টিশক্তির হীনতা, শরীরের দুর্বলতা, প্রভৃতি দূর করিয়া শরীর ও মন সতেজ ও সবল, ইন্দ্রিয়-গণকে স্বাভাবিক ক্ষমতাপন্ন, চিত্ত প্রফুল্ল এবং মস্তক ত্রমরকৃষ্ণ ঘন কেশগুচ্ছে সমলভূত করে। কলত কেশরঞ্জনের জ্বায় কেশকলাপের শক্তি ও সৌন্দর্য্যপ্রদ, খালিতা ও পালিতানাশক, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক, চিত্তের প্রফুল্লতা উৎপাদক, এমন অমূল্য ও অভুলনীর হুমিষ্টগন্ধী তৈল আর নাই।

মূল্য— এক শিশি ১ টাকা। ভিঃ পিঃতে ১১০ টাকা।

প্যাকিং ও মাশুলাদি ১০ আনা ১২ শিশি ১০ টাকা।

ষড় এক শিশি (ইহাতে ছোট শিশির চারিগুণ তৈল থাকে) মূল্য ৩ টাকা।

কএকখানি প্রাশংসালিপি।

রাজপুতনার মধ্যমণি মাড়োয়ার বোম্বপুরের মহারাজা হিজ হাইনেস মহা-রাজাধিরাজ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল (Lt. Colonel) সারমদ রাজাই শ্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত সার প্রতাপ সর্দার সিংহ জি. সি. এস. আই, (G. C. S. I.) বাহাদুর স্বয়ং বলিয়াছেন;—“কেশরঞ্জন তৈল আমি স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছি। ইহা দ্বারা মস্তক শীতল থাকে এবং কেশকলাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার গন্ধও পরম রমণীয় ও চিত্তপ্রফুল্লকর।”

নেপালের মহারাণী শ্রীল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর লিখিয়াছেন;—“আমি কেশরঞ্জন তৈলের সর্বোৎকৃষ্ট হৃগন্ধে ও কেশবৃদ্ধিকারী শক্তি দর্শনে মোহিত হইয়াছি। এই শ্রেণীর যাবতীয় কেশ তৈলের মধ্যে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট।”

পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত সন্ন্যাসীচার্য্য রাজা স্তার শ্রীল শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর নাইট, (knight) সি. আই. ই, (C. I. E) মহোদয় বলিয়া-ছেন;—“ইহার হৃগন্ধ অতীব হুমিষ্ট; রমণীয় ও দীর্ঘকালস্থায়ী।”

উত্তরপাড়ার শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি, এল, সি, এস, আই, বাহাদুর লিখিয়াছেন;—“দেখী বা বিলাতী,—বে কোন কেশ তৈলের সহিত তুলনায় ইহা (কেশরঞ্জন) উপাদেয় ও উৎকৃষ্টতম। সর্বাপেক্ষা ইহার মনোহর হৃগন্ধই ইহাকে সর্বজন সমাদৃত করিবে।”

শ্রীনগেন্দ্ৰনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

১৮৮ নং লোয়ার চিংপুর রোড, টেটির বাজার, কলিকাতা।

ঠিক করিতে পারেন না, সেই জন্তু কঠোর কষ্টভোগ করেন, সংপরাশ্রম এবং
অসং পরামর্শের তফাৎ বুঝিতে পারেন না তাই বিরত হইয়া দুঃখ পান।



আমেরিকা হইতে আনীত **সকোটিনারেস** অদ্বিতীয় কাঁচাকারী।

বহুমূত্র, অমেহ, মেহ, ধাতুদোর্বলতা ও ধ্বজভঙ্গ রোগের ঔষধের নাম
শত শত বার শুনিয়াছেন; কিন্তু হয়ত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।
আমি বলি একবার পরীক্ষা করিলে বিসম সংশয় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে
পারেন; যৌবনের অপরিণামদর্শিতা-বশতঃ বহু অভ্যাচারে গুরুপীড়া উৎপন্ন
হইয়া থাকে। মেহ, বহুমূত্র, গণোরিয়া, প্রদর, অমেহ, মধুমেহ উপস্থিত
হইয়া ক্রমে পুরুষত্ব নষ্ট হয়, সমস্ত শরীরই দুর্বল হয়, পরিপোষণ শক্তি কমিয়া
গিয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। দুর্বল শ্রায়ু সকলকে বলবান করিতে
“সকোটিনারেস” অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ জগতে আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা
৭ দিনে আপনার হতাশ জীবনে আশার সঞ্চার করিয়া ইহার উপকারিতা
বুঝাইতে পারি। রোগের আমূল বৃন্তান্ত লিখুন, আপনি অনায়াসে সমস্ত বৃন্তান্ত
খুলিয়া লিখিতে পারেন। সমস্ত পত্রই অতি গোপনে রক্ষিত হয়।

প্রতি শিশির মূল্য ৫ পাঁচ টাকা, প্যাকিং ১০ চারি আনা।

ভারতবর্ষের একমাত্র এজেন্ট—এ, সি, মুখার্জী এণ্ড কোং,

প্রসিদ্ধ কবিরাজ এস, বি, পালের

জগদ্বিখ্যাত পারাসংহারিণী, উপদংশ বিষ-নাশক ও সর্ব-

প্রকার ক্ষত ও চর্মরোগ বিনাশক

চণ্ডেশ্বর তৈল।

প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন, এই তৈল ব্যবহারে পারা ও উপ-
দংশ-বিষ মল, মূত্র ও ঘর্মের সহিত বহির্গত হয়। ইহা লেখার
আড়ম্বর নহে; ব্যবহারে প্রাণীয়মান হইবে। ইহা নূতন ঔষধ
নহে, জগৎ প্রচলিত ও সর্বজন সমাদৃত।

মূল্য প্রতি শিশি ১১০ পাঁচ সিকা, ডাকমাণ্ডল ৯০ আনা।

চক্রপানি-মালসা।

ইহা দেশীয় গাছগাছড়ায় প্রস্তুত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাদি সকল
সময়ে সেবন হয়, এবং কোন বাঁধা ধরা নিয়ম পালন করিতে
হয় না। ইহা ব্যবহারে পুরাতন মেহ, মূত্রদোষ, ধাতুদোষ, স্বপ্ন-
দোষ, ধাতু-তরলতা, ধাতুক্ষীণতা, মস্তিষ্কক্ষীণতা এবং অর্জীর্ণ, অন্ন,
অর্শ ও স্ত্রীলোকের বাধক, প্রদর, ঋতুকালীন বস্ত্রণা, গর্ভদোষ, মূত-
বৎসা দোষ সকল নাশ হয়, এবং শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

মূল্য—প্রতি শিশি ১১০ পাঁচ সিকা ডাকমাণ্ডল ৮০

দুই শিশি ২১০ নয় সিকা „ ১৯০

তিন শিশি ৩১০ তের সিকা „ ১৮০

অনঙ্গ কুসুমাকর।

বিংশতি প্রকার মেহ, গুত্রাশ্রাব, প্রাশ্রাব করিবার পূর্ব-কিষ্টা
পরে ধাতুশ্রাব, মূত্রকুচ্ছ ও মূত্রাঘাত বিনাশক।

মূল্য—প্রতি কোটা ১১০ পাঁচ সিকা, ডাকে লইলে মাণ্ডল ৮০

দুই কোটা ২১০ নয় সিকা, ১৯০

৯৭ নং হুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঔষধালয়।

জ্যোৎস্না তৈল ।



এক শিশির মূল্য ১০০ দশ আনা মাত্র, অথচ এমন মনোহর স্নিগ্ধ সৌরভ
যে ব্যবহার কালে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে, মান বা মস্তক ধোত করার
পরে সৌরভের মধুরতা অধিকতর মনোরম হয়। আয়ুর্বেদোক্ত ত্র্যজাত
সংযোগে সুশীক্লিত ও অভিজ্ঞ বৈদ্য হস্তে প্রস্তুত হওয়ায় ইহা কেশ, মস্তক ও
মস্তকের বিশেষ উপকারি। কেশ কৃষ্ণ কোমল হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে,
মস্তকের চর্ম নীরোগ হয় এবং মস্তক শীতল হইয়া উহার সমস্ত অস্বাস্থ্যকর
উত্তেজনার শাস্তি হয়।

কবিরাজ শ্রীকার্তিকচন্দ্র কবিভূষণ ।

৮ নং আড়পুলি লেন, কলিকতা ।

মাহলাগণের স্বভাব

মূলত লজ্জাবশতঃ, বিবিধ কষ্টজনক পীড়ায় তাঁহারা অনর্থক কষ্ট পাইয়া থাকেন। আমাদের “এসেন্স অফ অশোক” কিছুদিন নিয়ম মত সেবনে,—বান্ধক, গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা, মৃতবৎসা দোষ, খেত বা রক্তপ্রদর, গুল্ম, রক্তঃ অনির্গম, অত্যধিক রক্তঃস্রাব, পেটে, পৃষ্ঠে, কোমরে বা উরুদেশে বাথা ও ভারবোধ, অকাল, অনির্গমিত বা কষ্ট ঋতু, বিবমিষা, নিদ্রাহীনতা, দৌর্বল্য, মানসিক অবসাদ, শিরোরোগ, স্বপ্নশ্রমে ক্লান্তিবোধ, কষ্টস্বভাব, কপালে কুঞ্চিত দাগ, প্রাত্যহিক কার্যে বিরাগ, অপরের সংশ্বে বিরক্তিবোধ প্রভৃতি কষ্টকর পীড়া ও উপসর্গ শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। অবিগুহ ও কৃষ্ণজরায়ু সজ্ঞানলাভের প্রধান অন্তরায়। আমাদের এই মহাশক্তি-শালী “অশোক-সার” জরায়ুর বাবতীয় দোষ

গোপনে সংশোধন করিবার

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। দেশীয় উদ্ভিজ্জ হইতে প্রস্তুত এই ঔষধ পরম বিগুহ; কোন প্রকার হানিকর দ্রব্য ইহাতে নাই, আত্মদ ও বিকট বা গন্ধকারজনক নহে। বাবতীয় জ্বরোগ দূর করিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক উল্লাস প্রদান করিতে ‘এসেন্স অফ অশোক’ অমোঘ ও অদ্বিতীয়। ইহা সেবনে দৌর্বল্য ও অকাল-বর্দ্ধিক্য দূর হইয়া, যৌবনোচিত লাবণ্য ও সামর্থ্য জন্মে। যাহারা সেবন করিয়াছেন, সকলেই বলেন, জ্বরোগের বিবিধ কষ্টকর উপসর্গের

একমাত্র অমোঘ উপায়

আমাদের এই “অশোক-সার।” সহজ শরীরে সেবনে কাস্তি বাড়ে, দেহ নীরোগ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়। মূল্য দুই টাকা মাত্র। মাওলাদি স্বতন্ত্র লাগে। রেল লইলে মাওল কম লাগে। কাহারও নাম প্রকাশ করি না—ঔষধ গোপনে পাঠাই।

পাইবার একমাত্র ঠিকানা।

জে, সি, মুখার্জি, ম্যানেজার।

দি ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌।

রাণাঘাট—বেঙ্গল।

PAUL FRIENDS,

TAILORS & ORDER SUPPLIERS.

(DRESS-MAKER, CLASSIC THEATRE.)

346, UPPER CHITPORE ROAD,

(Opposite to the Beadon Park.)

Mofussil orders must accompany remittances.

হরিশ্চন্দ্র নাটক ৥৬০ আনা।

আদর্শ-বন্ধু নাটক ৬০ আনা।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু প্রণীত। ষ্টার থিয়েটারে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত, সংবাদ পত্রে প্রশংসিত ও সহস্র সহস্র মুখে সমাদৃত।

(কাব্যংশে, মহান চরিত্র চৌন্দর্য্যে এবং ভাষার প্রাণম্পর্শিনী মাধুরীতে একরূপ দৃষ্টকাব্য বঙ্গভাষায় বিরল।)

সাবাস আটাস (শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু প্রণীত।) ৥৬০

ইহার কথায় কথায় হাস্য, কথায় কথায় মনোহর রহস্য। "সাবাস আটাস" পড়িতে আনন্দ, দেখিতে আনন্দ, শুনিতে আনন্দ।

ষ্টার থিয়েটার. } শ্রীমহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
কলিকাতা।

কুস্তলীন ।

সর্বোৎকৃষ্ট কেশ-তৈল ।

কুস্তলীন প্রস্তুত হইবার পূর্বে বাজারে অনেক সুবাসিত তৈল ছিল, এবং কুস্তলীন বাহির হইবার পরে আরও অনেক হইয়াছে ; কিন্তু উপকারিতার এবং সৌগন্ধে কুস্তলীন সর্বোৎকৃষ্ট তৈল, ইহা আগরা স্পন্দার সহিত বলিতে পারি। কুস্তলীনের সৌরভের নিকট পমেন্ট, ম্যাকেসার তৈল পর্য্যন্ত পরাজিত।

কেবল বঙ্গদেশে নহে, অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে কুস্তলীন যে প্রকার প্রচলিত হইয়াছে তাহা অদৃষ্টপূর্ব। এমন কি সুদূর ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলে পর্য্যন্ত কুস্তলীন ব্যবহৃত হইতেছে ইহা আমাদের গৌরবের বিষয় বটে। যাহারা দশগুণ মূল্যের তৈল অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারেন এই প্রকার কত রাণী মহারাণী পয্যন্ত অশ্রান্ত তৈল পরিত্যাগ করিয়া এখন কুস্তলীন ব্যবহার করিতেছেন। কুস্তলীনের শ্রেষ্ঠতার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।

আর এক কথা—কুস্তলীন কয়েক বৎসর মাত্র বাহির হইয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যেই জাল ও নকল কুস্তলীনে বাজার ভরিয়া গিয়াছে। অসংখ্য সুবাসিত তৈল থাকিতে জুয়াচোরগণ অশ্রান্ত তৈল কেলিয়া কুস্তলীন এত নকল করিতেছে কেন? কুস্তলীনের বিক্রয়াদিকোর ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রশ্ন কি হইতে পারে?

এইচ, বসু, পারফিউমার,

৬২ নং গোবিন্দজী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বহু প্রণীত ও প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণচট্টোপাধ্যায় মহা-
শয়ের নিকট এবং স্টার থিয়েটারে আমার নিকট ও অন্যান্য প্রধান প্রধান
পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

পুস্তক	মূল্য	পুস্তক	মূল্য
বিমাতা বা বিজয় বসন্ত	৫০	চোরের উপর বাটপাড়ি ও ডিসমিশ	
তরুণাল	৫০	(একত্রে) ১০ হলে	
হীরকচূর্ণ	১০০	নসীরাম	১০০
তাজব ব্যাপার	১০	বো-মা	১
রাজা বাহাদুর	১০	গ্রাম্য-বিদ্রাট	১০
কালাপানি	১০	সতী কি. কলঙ্কিনী	১
বিবাহ-বিদ্রাট	১০	হরিশচন্দ্র	১০০
বাবু	১০০	সাবাস আটাপ	১০০
একাকার	১০০	আদর্শ-বন্ধু	৫০
মিলাপ	৫০	কৃপণের ধর্ম	১০০
রাজলীলা ও চাটুল্য-বাড়ুলো			
একত্রে	১০০		

বাহার প্রয়োজন হইবে উক্ত টিকনিয় মূল্য পাঠাইলে পাইবেন। ডাক-
শাস্তি স্বতন্ত্র লাগিবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

প্রহাবলী ১ম ভাগ ৪, হলে ২,।	প্রহাবলী ৫ম ভাগ ২, হলে ১,।
প্রহাবলী ২য় ভাগ ৪, হলে ২,।	প্রহাবলী ৬ষ্ঠ ভাগ ২, হলে ১,।
প্রহাবলী ৩য় ভাগ ২, হলে ১,।	প্রহাবলী ৭ম ভাগ ২, হলে ১,।
প্রহাবলী ৪র্থ ভাগ ২, হলে ১,।	

উক্ত কবিবর প্রণীত, স্টার থিয়েটারে অভিনীত

নরমেধ বজ্র ১০, লসলা-মল্ল ১০, অধ্যাত্ম ১০, বেঙ্গলীর বদরেশ্বরী ১০,
বনবীর ১০০।

শ্রীকৃষ্ণচট্টোপাধ্যায়,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

